ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ

পাক্ষিক

# আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭৪ বর্ষ | ২য় সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ শ্রাবন, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ | ২৯ শাবান, ১৪৩২ হিজরি | ৩১ ওয়াফা, ১৩৯০ হি. শা. | ৩১ জুলাই, ২০১১ ঈসাব্দ

## ইউ. কে. জলসা সালানা ২০১১

*Luxury Forever...*

**Bashundhara**
Size : 1285-1750 sft

**Dhanmondi**
Size : 1350 sft

**Zigatola**
Size : 1285 sft

**Nurer Chala**
Size : 1210-1215 sft

**Mirpur**
Size : 1275-1350 sft

**Nordha**
Size : 1165-1350 sft

**Land Wanted**

**Hot Line :** 01817-033388
01819-296797
01817-143100

উত্তম বাসস্থানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
কৌণিক প্রপার্টিজ লিঃ

Member | REHAB

## Kounik Properties Ltd

**Corporate Office :** Safwan Road, House # 193, Level # 6, Block # B, Bashundhara, Baridhara, Dhaka-1229, Bangladesh.



# To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org; www.mta.tv

Courtesy : **INTERNATIONAL TRADING HOUSE**
207/2, West Kafrul (2nd Floor), Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207.
Phone : 88-02-9113176, Fax : 88-02-8121001, Web : www.ithbd.com, E-mail : tushar@ith.com, info@ithbd.com



**Amecon** Since 1985
www.amecon-bd.net

*Our Activities*
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

**AMECON**
**NIAZ METALLIC**

**Meer Hasan Ali Niaz**
Founder

**Mobile: 01713001536, 01973001536**

**H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,**
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

| Jessore Office | Bogra Office | Chittagong Office |
|---|---|---|
| Palbari More, New Khairtola | Kanas Gari, Sherpur Road | 205, Baizid Bostami Road |
| Jessore. Tel : 67284 | Bogra. Tel : 73315 | Ctg. Tel : 682216 |

ameconniaz@yahoo.com

## সম্পাদকীয়

# হে করুণাময়! রহমতের এ দশকে তুমি আমাদেরকে তোমার রহমতের চাদরে আবৃত করে নাও

রমযান পবিত্র সিয়াম সাধনার মাস। পবিত্র এ মাসকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর প্রথম দশক রহমতের দ্বিতীয় দশক মাগফিরাতের আর তৃতীয় দশক হলো নাজাতের। রমযান সবে মাত্র শুরু, প্রবেশ করছি আমরা রহমতের দশকে। এই রমযানে আমাদের সবার কামনা হওয়া উচিত আল্লাহ্ তাআলার কাছ থেকে বেশি বেশি রহমত লাভ করা। পবিত্র রমযান মাসে মু'মিন মুত্তাকীদের আধ্যাত্মিক বাগানে ঘটবে নব-বসন্তের সমারোহ। আর স্বর্গীয় আনন্দে মু'মিন মুত্তাকীদের হৃদয় ভুবন হয়ে উঠবে আলোকিত।

পবিত্র রমযান মাস আমাদের জন্য বয়ে আনে অবারিত ইবাদত বন্দেগীর বাড়তি সুযোগ। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মু'মিন মুত্তাকী বান্দারা অন্বেষণ করে খোদা তাআলার নৈকট্য। রোযার মাহাত্ম্য অতি ব্যাপক এই মাহাত্ম্য ও মর্যাদাকে বুঝাতে গিয়ে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) বলেছেন, 'প্রত্যেক জিনিসের জন্য নির্দিষ্ট দরজা থাকে, ইবাদতের দরজা রোযা' (জামেউস সগীর)। তিনি (সা.) আরো বলেছেন, 'রোযা ঢাল স্বরূপ এবং আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি নিরাপদ দূর্গ' (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)। মহান খোদা তাআলার অশেষ রহমতে আমরা রমযান মাস অতিবাহিত করছি। আমাদের প্রত্যেকের উচিত পবিত্র রমযানের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব বুঝে রমযান থেকে ফায়দা উঠানো। আমরা যদি হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর জীবনে রমযানের দিনগুলোর দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো তিনি (সা.) দিবসগুলো সাজিয়েছেন পবিত্র কুরআন পাঠে আর রজনীকে অলঙ্কৃত করেছেন নফল ইবাদতে।

এ যুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) রোযা সম্পর্কে বলেছেন, 'রমযান বড়ই কল্যাণমন্ডিত মাস, দোয়ার মাস'। তাই আমাদের সবার উচিত এই রহমতের দশক থেকে পুরোপুরি ফায়দা হাসিল করা। এই রমযানের কল্যাণরাজী দ্বারা নিজেদের সুশোভিত করা, যেন এ রমযানে কুরআন তেলাওয়াত ও দরসের সৌরভে সুরভিত হয়ে উঠে আমাদের চার পাশ। এছাড়া তারাবি, তাহাজ্জুদ প্রভৃতি নফল নামায আর দোয়ার নিমগ্নতায় যেন জেগে থাকে আমাদের নিঝুম রাত।

সমগ্র বিশ্বের মঙ্গল কামনায় রমযানে এ দোয়াটিও আমরা বিশেষভাবে জারী রাখব- হে করুণার আধার! খাতামান নবীঈন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর আধ্যাত্মিক উত্তরাধীকার প্রাপ্ত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে নিযামে খিলাফতের যে কল্যাণ ধারা তুমি আমাদেরকে দান করেছো তোমার সেই রহমতকে আমরা যেন যথাযোগ্য মর্যাদায় ধারণ করতে পরি, সেই সামর্থ তুমি আমাদের দান কর আর হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর আশীষপূর্ণ নেতৃত্বে বিশ্বের সকল গানী দুরিভূত কর আর তোমার প্রত্যাদিষ্ট এ যুগের মসীহ্ (আ.)-এর নিষ্ঠাবান সেবক, যারা নিজ জীবন, ধন-সম্পদ, আর মানসম্ভ্রমকে তুচ্ছজ্ঞান করে দেশে দেশে, প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে তোমার দ্বীনের প্রচার ও বিস্তারে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তুমি নিজ করণায় সে সবকে কবুলিয়তের মর্যাদা দান করে অগণিত ফল দান করো; ধ্বংসের দোরগোড়া থেকে মুক্তি দান করো এ বিশ্বকে।

মহান খোদা তাআলার দরবারে এই মিনতিই করি, হে আল্লাহ্ তুমি আমাদেরকে এই রহমতের দশক থেকে বঞ্চিত করো না, তোমার রহমতের ছায়াতলে আমাদের আশ্রয় দান কর। আর পুরো রমযান মাস সুস্থ্যতার সাথে ইবাদত বন্দেগী করে অতিবাহিত করার সুস্থ্য ও সবল সামর্থ্য তুমি আমাদের দানকর, আমীন!

# mPxc Î

## ৩১ জুলাই ২০১১


| | |
|---|---|
| কুরআন শরীফ | ২ |
| হাদীস শরীফ | ৩ |
| অমৃত বাণী | ৪ |
| হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর সম্মানিত মাতার ইন্তেকাল<br>সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী | ৫ |
| ১৫ অক্টোবর ২০০৪ইং এর প্রদত্ত<br>জুমুআর খুতবা<br>হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) | ৬ |
| ৩১ ডিসেম্বর ২০১০ইং এর প্রদত্ত<br>জুমুআর খুতবা<br>হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) | ১২ |
| 30,000 converge for International Islamic conference | ১৭ |
| প্রেস রিলিজ<br>যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সালানা জলসায় ৩০,০০০ ইসলাম প্রেমীর অভিযাত্রা | ১৮ |
| পাকিস্তানে আরও একজন আহ্‌মদী মুসলমানের শাহাদত বরণ | ১৯ |
| নরওয়েতে সংঘটিত হীন আক্রমণে হতাহতদের জন্য মুসলমান সম্প্রদায়ের দোয়া | ২০ |
| হযরত উসমান আল-গনি ইবনে আফ্‌ফান (রা.)<br>মূল: আমের সাফির, লন্ডন, ইউকে<br>ভাষান্তর: সিকদার তাহের আহমদ | ২১ |
| রমযানের তিন দশক<br>জহির উদ্দিন আহমদ | ২২ |
| খোদা তাআলাকে লাভ করার পরম মাস পবিত্র মাহে রমযান<br>মাহমুদ আহমদ সুমন | ২৫ |
| পবিত্র রমযান মাস ও কিছু কথা<br>মুহাম্মদ আমীর হোসেন | ২৬ |
| জলসা- ইজতেমার বরকত ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা<br>ফরিদ আহমদ, Chino, California, U.S.A | ২৭ |
| চলতি এক বছরে জামা'তের উপর আল্লাহ্ তাআলার এহসান এবং কৃপাবারীর এক ঝলক | ২৮ |
| পাঠক কলাম | ৩০ |
| সংবাদ | ৩২ |
| রমযানের সাহ্‌রী ইফতারীর সময় সূচী | ৩৬ |

# কুরআন শরীফ

## সূরা বাকারা-২

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٨٤﴾

১৮৪। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য সেভাবে রোযা রাখা বিধিবদ্ধ করা হলো যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের[২০৬] জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার।

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٥﴾

১৮৫। (তোমরা রোযা রাখবে) নির্দিষ্ট কয়েক দিন মাত্র। তবে তোমাদের মাঝে যে অসুস্থ অথবা সফরে আছে তার ক্ষেত্রে অন্যান্য দিনে (রোযার) সংখ্যা পূর্ণ করা বিধেয়। আর যারা এর (অর্থাৎ রোযা রাখার) সামর্থ রাখে না[২০৭] তাদের জন্য 'ফিদিয়া' (রূপে) একজন দরিদ্রকে খাওয়ানো (বাধ্যতামূলক করা) হলো। অতএব যে স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করে তা অবশ্যই তার জন্য উত্তম। আর তোমরা যদি জানতে (তাহলে বুঝতে পারতে) তোমাদের রোযা রাখাই তোমাদের জন্য উত্তম।

২০৬। ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে রোযা (উপবাস-ব্রত) পালন কোন না কোন আকারে সকল ধর্মেই পাওয়া যায়। "অধিকাংশ ধর্মগুলোতে এবং নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর কৃষ্টির মধ্যে, উপবাস ব্রত একটি সাধারণ ভাবে নির্দেশিত ব্যাপার। আর যেখানে এই ধরণের নির্দেশ নাই, সেখানেও প্রাকৃতিক প্রয়োজনের তাকিদে অনেকেই উপবাস করে থাকেন" (এনসাই-বৃট)।

দিব্যজ্ঞানী ও সাধুপুরুষগণের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মনের পবিত্রতা সাধনের জন্য শারীরিক সম্পর্ক সমূহ কিছুটা ছিন্ন করা এবং সাংসারিক বন্ধন থেকে কতকটা মুক্তিলাভ একান্তই প্রয়োজন। তবে, ইসলাম এই উপবাস ব্রতের মধ্যে নবরূপ, নব অর্থ ও নবতম আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আরোপ করেছে। ইসলাম রোযাকে (উপবাস পালন) পূণ্যমাত্রার আত্মোৎসর্গ মনে করে থাকে। যিনি রোযা পালন করেন তিনি যে কেবল শরীর রক্ষাকারী খাদ্য-পানীয় হতেই বিরত থাকেন তা নয়, বরং সন্তানাদি জন্মদান তথা বংশবৃদ্ধির ক্রিয়াকলাপ থেকেও দূরে থাকেন। অতএব যিনি রোযা রাখেন তিনি আত্মত্যাগে তার প্রস্তুতির কথা জানিয়ে দেন। প্রয়োজন বোধে তার প্রভু ও সৃষ্টিকর্তার খাতিরে তিনি তার সবকিছু, এমনকি তার জীবন পর্যন্ত কুরবানী করে দিতে দ্বিধাগ্রস্থ নন।

২০৭। 'ইয়ুতিকুনাহু'র অর্থ করা হয়েছে, যাদের পক্ষে বা যারা অতি কষ্টে এটা (রোযা) করতে পারে। অন্য পাঠ 'ইয়ুতাঈকুনাহু' এই অর্থকে সমর্থন করে (জরীর)। এ আয়াতে তিন শ্রেণীর বিশ্বাসীকে রোযার ব্যাপারে কিছুটা রেহাই বা সুবিধা দেয়া হয়েছে–অসুস্থ, ভ্রমণরত এবং অতি দূর্বলদেরকে। 'ইয়ুতিকুনাহু'র অর্থ এখানে "যারা রোযা রাখতে অসমর্থ" হতে পারে (লিসান ও মুফরাদাত)। সমস্ত বাক্যটির অর্থ এরূপও করা হয়েছে, 'রোযা রাখা ছাড়াও অতিরিক্ত পুণ্য অর্জনের জন্য সামর্থ্যবান ও অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ গরীবদেরকে খাওয়াতে পারেন।' সেক্ষেত্রে 'ইয়ুতিকুনাহু'র 'হু' সর্বনামটি একজন গরীবকে 'খাওয়ানোর' পরিবর্তে ব্যবহৃত হবে।

# হাদীস শরীফ

## তোমাদের ওপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হলো

**কুরআন ঃ**
"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য সেভাবে রোযা রাখা বিধিবদ্ধ করা হলো যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার।" (সূরা বাকারা ১৮৪)

**হাদীস ঃ**
হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসুল করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিশ্বাস, আন্তরিকতা ও উত্তম ফল লাভের আশায় রমযান মাসে রোযা রাখে, তার পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা করা হবে। (বুখারী, মুসলিম)

*"যে ব্যক্তি বিশ্বাস, আন্তরিকতা ও উত্তম ফল লাভের আশায় রমযান মাসে রোযা রাখে, তার পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা করা হবে।"*

**ব্যাখ্যা ঃ** রমযান একটি পবিত্র মাস। এ মাসের ইবাদত খোদার নিকট সবচে' প্রিয়। কারণ, নামায ও রোযার সমন্বয় মানুষের মধ্যে খোদার নৈকট্য লাভের এক আলোড়ন সৃষ্টি করে দেয়। তা এভাবে যে, নামায আত্মাকে পবিত্র করে এবং রোযা হৃদয়কে আলোকিত করে। ফলশ্রুতিতে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি রোযা দ্বারা আধ্যাত্মিকতার এক নতুন রাস্তায় পরিচালিত হয়ে খোদার সন্তুষ্টির ছায়াতলে চলে আসে। কুরআন বলে যে, রোযা তোমাদের মাঝে তাক্‌ওয়া অর্থাৎ খোদা-ভীতি সৃষ্টি করবে। এ তাক্‌ওয়া কিভাবে সৃষ্টি হবে? বস্তুত রোযা এমন ইবাদত যা মানুষের প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে খোদার সন্তুষ্টির জন্য নিয়ন্ত্রণ করে। যদি ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ না রেখে কেউ রোযা রাখে তবে এটা রোযা নয় বরং অন্য কিছু। খোদা-ভীতির সৃষ্টি এভাবেই হয় যে, মানুষ খোদার সন্তুষ্টির জন্য নিজের মন-মেজাজ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে খোদার ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়। ফলে ধীরে ধীরে সে তার অবাধ্য আত্মার নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। ঐ সকল কর্ম হতে সে দূরে সরে পড়ে যা খোদার অসন্তুষ্টির কারণ হয়।

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যদি কেউ পূর্ণ শর্তাবলীর সাথে রোযা পালন করে তবে তার পূর্বেকার সকল পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। এর অর্থ হলো, রমযান তাক্‌ওয়ার সৃষ্টি করে থাকে। যদি কেউ রোযা পালনের মাধ্যমে তাক্‌ওয়া নিজের মাঝে সৃষ্টি করে নেয় ও তওবাতুন নাসূহ্ (অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গীন তওবা দ্বারা নিজের সংশোধন করে নেয় আর কখনও পাপের দিকে ফিরে না তাকায়) করে, তাহলে এমন ব্যক্তির প্রতি খোদা দয়া পরবশ হয়ে তার গুনাহ্ মাফ করে দেন। রোযার মাস সংযমের মাস, সাধনার মাস। আসুন! এ রেমযানে আমরা চেষ্টা করি, সাধনা করি যেন আমাদের অবাধ্য আত্মা অর্থাৎ 'নফসে আম্মারা' প্রশান্তি-প্রাপ্ত আত্মাতে অর্থাৎ 'নফসে মুতমাইন্না'তে পরিণত হয়। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে পবিত্র রমযান মাসে এ সাধনা করার তৌফীক দিন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

# অমৃতবাণী

## অল্প আহার এবং ক্ষুধা সহ্য করাও আত্ম শুদ্ধির জন্য আবশ্যক

### হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রোযার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে লিখেছেন, "অল্প আহার এবং ক্ষুধা সহ্য করাও আত্ম শুদ্ধির জন্য আবশ্যক। এতে দিব্য-দর্শন শক্তি (কাশ্‌ফী তাক্‌ত) বৃদ্ধি পায়। মানুষ শুধু খাদ্য গ্রহণ করে বাঁচে না। যে অনন্ত জীবনের প্রতি লক্ষ্য করা একেবারেই পরিত্যাগ করে, সে নিজের ওপর "ঐশী ক্রোধ" (কহরে ইলাহী) আনয়ন করে।

কিন্তু রোযাদারকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে রোযার অর্থ শুধু এটাই নয় যে, মানুষ অনাহারে থাকবে; বরং খোদার যিক্‌র অর্থাৎ তাঁর স্মরণে মশগুল থাকা উচিত। আঁ হযরত (সা.) রমযান শরীফে অনেক বেশী ইবাদত করতেন।

এই দিনগুলোতে পানাহারের চিন্তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি মনোনিবেশ করা চাই। দুর্ভাগ্য ঐ ব্যক্তির, যে দৈহিক প্রয়োজনে খাদ্য গ্রহণ করে কিন্তু আধ্যাত্মিক খাদ্যের জন্য পরওয়া করে না। বাহ্যিক খাদ্য দ্বারা দৈহিক শক্তি লাভ হয়, একই ভাবে আধ্যাত্মিক খাদ্য আত্মাকে কায়েম রাখে এবং তদ্বারা আত্মার শক্তিগুলো সতেজ হয়। খোদার কাছে সাফল্য চাও।

কারণ, তিনি সামর্থ্য দিলেই সকল দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে।" "কেবল অভুক্ত এবং পিপাসার্ত থাকাই রোযার উদ্দেশ্য নয় বরং এর একটি তাৎপর্য এবং প্রভাব আছে যা অভিজ্ঞতার দ্বারা বোঝা যায়। মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই এটা নিহিত আছে যে, মানুষ যত কম খায়, ততই তার আত্মশুদ্ধি এবং দিব্য-দর্শন শক্তি বৃদ্ধি পায়। খোদার অভিপ্রায় এটাই যে, একটি খাদ্যকে কম করে অপর একটি খাদ্যকে বর্ধিত করা। রোযাদারের সর্বদাই এর প্রতি দৃষ্ট দেয়া কর্তব্য।

খোদা তাআলার যিক্‌র বা স্মরণের মধ্যেই সময় কাটানো উচিত যেন সংসারের মোহ দূর হয় এবং আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করা যায়। অতএব, রোযার উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন এক খাদ্য ত্যাগ করে অন্য খাদ্য গ্রহণ করে যা আত্মার প্রশান্তির এবং তৃপ্তির কারণ হয়। যে লোক শুধু খোদার জন্যই রোযা রাখে এবং আচার-অনুষ্ঠানের রোযা রাখে না, তার উচিত, সে যেন সর্বদা হাম্‌দ (প্রশংসা কীর্তন), তাসবীহ্ (আল্লাহ্‌র পবিত্রতা মাহাত্ম্য ঘোষণা) এবং তাহলীলের (আল্লাহ্‌র তৌহীদ ঘোষণা) মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখে, যাতে তার দ্বিতীয় খাদ্যের (আধ্যাত্মিক খাদ্যের) সৌভাগ্য লাভ হয়" (আল হাকাম, ১৭-১-১৯০৭)।

"সর্বদা রোযাদারের এ কথা দৃষ্টিতে রাখা উচিত যে, ক্ষুধার্ত থাকাই তার উদ্দেশ্য নয়। বরং তার উচিত সে খোদা তাআলার যিক্‌র-এ রত থাকবে যাতে দুনিয়া ত্যাগ করে আল্লাহ্ মুখী হওয়া যায়।

অতএব রোযার উদ্দেশ্য এটাই যে, মানুষ একটি রুটি ছেড়ে দিয়ে যা কেবল দেহ প্রতিপালন করে দ্বিতীয় রুটি লাভ করে যা আত্মার প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির কারণ। যারা কেবল খোদার জন্য রোযা রাখে, তাদের উচিত আল্লাহ্ তাআলার 'হাম্‌দ' (প্রশংসা), 'তস্‌বীহ্' (গুণকীর্তন করা) ও 'তাহলীল' (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) পাঠে রত থাকা, যদ্দরুন অন্য খাদ্যও তারা পেয়ে যায়"

(মলফুযাত, ৯ম খন্ড, পৃঃ ১২৩)।

## একটি বিশেষ শোক সংবাদ

# হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর সম্মানিত মাতার ইন্তেকাল

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সকল সদস্যবৃন্দকে অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুত্র হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর সম্মানিত মাতা হযরত সাহেবজাদী নাসেরা বেগম সাহেবা, স্বামী হযরত সাহেবজাদা মির্যা মনসুর আহমদ সাহেব গত ২৯ জুলাই ২০১১, রোজ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬:৪৫ মিনিটে পাকিস্তানের রাবওয়াস্থ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন, *ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইল্লাইহে রাজিউন।*

মৃত্যুকালে মরহুমার বয়স হয়েছিল প্রায় ১০০ বছর। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বংশধরদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। মরহুমা গত কয়েকবছর যাবৎ বিভিন্ন রোগ ব্যাধির কারণে দূর্বল হয়ে পড়েন। আর গত ছয় মাস থেকে তাঁর এই দূর্বলতা ধীরে ধীরে আরো বেড়েই চলেছিল যার ফলে কিছু দিন তিনি বিছানাতেই শয্যাশায়ী অবস্থায় ছিলেন।

২০০৫ সালের কাদিয়ানের জলসা সালানা উপলক্ষে মরহুমা কাদিয়ানে গিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি দুই সপ্তাহকাল কাদিয়ানে কাটান এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র সৈয়্যদনা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। খিলাফতের পবিত্র দায়ীত্ব লাভ করার পর সেবারই প্রথম বারের মত মরহুমার এই গুনধর পুত্রের সাথে সাক্ষাৎ হয় আর ২০০৫ সালের কাদিয়ানের এই সাক্ষাতই ছিলো মরহুমার খিলাফতের পবিত্র দায়ীত্ব পালনরত এই পুত্রের সাথে শেষ সাক্ষাৎ। মরহুমা তাঁর এই গৌরবদীপ্ত পুত্রকে খলীফাতুল মসীহ হিসেবে দায়ীত্ব পালনরত দেখে যাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

খোদা তাআলার অপার কৃপায় মরহুমা ২৫ মে ১৯৩৩ সনে নেযামে ওসীয়তে শামিল হন, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২২ বছর। তিনি হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর সন্তানদের মধ্যে দ্বিতীয় আর কন্যাদের মধ্যে ছিলেন সবার বড়। হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহ.) মরহুমার বড় ভাই।

হযরত সাহেবজাদী নাসেরা বেগম সাহেবা সেপ্টেম্বর ১৯১১ সনে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর পবিত্র সহধর্মিণী হযরত সাহেবজাদী মাহমুদা বেগম সাহেবার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। মরহুমার দ্বীনি শিক্ষা ও তালীম-তরবিয়ত অত্যন্ত ধর্মীয় হৃদয়গ্রাহী এক পরিবেশে সম্পন্ন হয়। জাগতিক পড়া-লেখায় তিনি সেই কালে এফ, এ পর্যন্ত শিক্ষা অর্জন করেন। ২ জুলাই ১৯৩৪ সনে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) তাঁর বিবাহ হযরত সাহেবজাদা মির্যা মনসুর আহমদ সাহেব-এর সাথে দেন। হযরত সাহেবজাদা মনসুর আহমদ-এর পিতা হলেন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর অন্যতম পুত্র হযরত সাহেবজাদা মির্যা শরীফ আহমদ (রা.)। আর তার রুখসাতানা (কনে বিদায়) হয় ২৬ আগষ্ট ১৯৩৪ সনে।

মরহুমা দীর্ঘ সময় ধরে লাজনা ইমাইলাহ রাবওয়ার সদর হিসেবে নিষ্ঠার সাথে দায়ীত্ব পালন করেন এবং খোদা তাআলার ফজলে তিনি রাবওয়ার লাজনাদের তরবীয়তের ক্ষেত্রে অনুকরণীয় আদর্শ রেখে গেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে মরহুমা ইবাদতগুজার, মেহমান নেওয়াজী, সবার সাথে উত্তম আচরণকারী এবং সৃষ্টির প্রতি মমতাময়ী একজন মহীয়সী নারী ছিলেন। খোদা তাআলার প্রতি তাঁর অসাধারণ ভক্তি-শ্রদ্ধা ও নিভীর ভালোবাসা ছিলো। ছোটকাল থেকেই তিনি ধর্মীয় পরিবেশ ও খলীফাদের সাহচয্যে তরবীয়ত লাভ করে বেড়ে উঠেছেন। মরহুমার স্বামী হযরত সাহেবজাদা মির্যা মনসুর আহমদ সাহেব ১৩ মার্চ ১৯১১ সনে কাদিয়ানে জন্ম গ্রহণ করেন আর মৃত্যুবরণ করেন ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সনে। তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও ইবাদত বন্দেগীর সাথে বাকী দিনগুলো অতিবাহীত করেছেন।

আল্লাহ্ তাআলার ফজলে মরহুমার দুই ছেলে ও তিন মেয়ে। হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) মরহুমার সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র।

মরহুমার নামাযে জানাজা ৩০ জুলাই ২০১১ বায়তুল মুবারক, রাবওয়ায় আছর নামাযের পর অনুষ্ঠিত হয়।

মহান খোদা তাআলা মরহুমাকে জান্নাতুল ফেরদাউসে উচ্চ মকাম দান করুন এবং তাঁর রেখে যাওয়া বংশধরকে ধৈর্য ধারণের শক্তি দান করুন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর উপর আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নিজ ফজল ও রহমতের ছায়া সদা বিরাজমান রাখুন, আমীন।

সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী

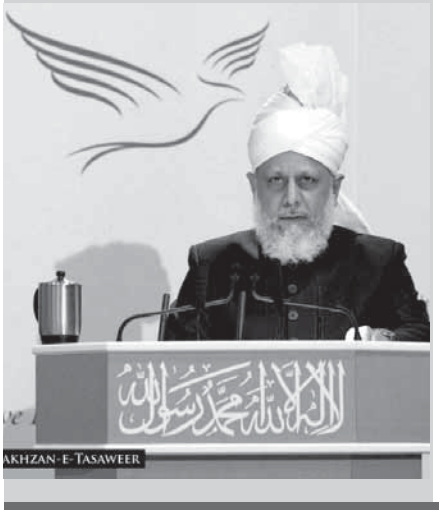


# জুমুআর খুতবা

## সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ১৫ অক্টোবর, ২০০৪-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবা

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين

*রোযা কেবল পানাহার থেকে বিরত থাকার নাম নয় এর সাথে ইবাদত বান্দেগী করা সকল প্রকার মন্দ কাজ হতে বিরত থাকা আবশ্যক।*

তাশাহ্হুদ, তা'আউয ও সূরা ফাতিহার পর সূরা বাকারার আয়াত ১৮৪-১৮৬ তেলাওয়াত ও তরজমা করেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٨٤﴾

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٥﴾

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٨٦﴾

হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল যেন তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন কর। নির্দিষ্ট দিনগুলোতে ( রোযা ফরয), কিন্তু তোমাদের মাঝে যদি কেউ অসুস্থ হয় অথবা সফরে থাকে, তাহলে তাকে অন্য সময় এ সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে; এবং যাদের পক্ষে এটা (রোযা রাখা) ক্ষমতার বাইরে, তাদের ফিদিয়াথ–এক মিকীনকে আহার কারানো। অতএব, যে কেউ স্বেচ্ছায় পূর্ণকর্ম করবে, সেটা অবশ্য তার জন্য উত্তম হবে। আসলে তোমরা যদি জ্ঞান রাখ তাহলে জানবে যে, তোমাদের জন্য রোযা রাখাই কল্যাণকর।

রমযান মাস সেই মাস যাতে কুরআন নাযেল করা হয়েছে, যা মানবজাতির জন্য হেদায়াত স্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকান (সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী) বিষয়ক সুস্পষ্ট প্রমাণাদিস্বরূপ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাসকে পায় সে যেন রোযা রাখে; কিন্তু যে কেউ রুগ্ন অথবা সফরে থাকে অন্য দিনে গণনা পুরা করতে হবে, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না এবং যেন তোমরা গণনা পূরা কর এবং আল্লাহ্র মহিমা-গীত গাও এ জন্য যে, তিনি তোমাদেরকে হেদায়াত দিয়েছেন এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

তারপর হুযূর (আই.) বলেন ঃ কাল থেকেই ইনশাআল্লাহ্ রোযা আরম্ভ হচ্ছে, কোন কোন স্থানে আরম্ভ হয়েও গেছে। আমি শুনেছি এখানে কিছু কিছু মানুষও রোযা রাখতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। এ মাস একদিকে যেমন মু'মেনদের জন্য যারা আল্লাহ্ তাআলার আদেশ সমুহ পালন করে তাদের জন্য বরকত নিয়ে আসে তেমনই শয়তানের জন্য, শয়তানের সহচর ও সহযোগীদের জন্য দুঃখ-কষ্ট নিয়ে আসে। হাদীসে আছে, এ মাসে শয়তানকে বেঁধে দেয়া হয়। কারণ মু'মেন মানুষেরা এ মাসে যখন বেশি বেশি তাক্ওয়া অবলম্বন করতে চায়, শয়তানের আক্রমণ হতে বাঁচতে চায় এটাই শয়তানের জন্য কষ্টের কারণ হয়।

শয়তানকে বেঁধে দেয়ার অর্থ এই যে, বান্দারা যখন আল্লাহ্র খাতিরে জায়েয বা হালাল দ্রব্যসমূহ হতে নিজকে বিরত রাখে তখন নিষিদ্ধ কাজ কর্ম থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে

অনেক বেশি বেশি চেষ্টা করে যেসব কাজে শয়তান উৎসাহ দিয়ে থাকে। যারা দূর্বল ঈমানের মানুষ যাদের অন্তরে পবিত্র রমযানের প্রতি বেশি শ্রদ্ধাবোধও থাকে না তারা রমযান মাসেও পুরোপুরি শয়তানের আয়ত্বেই থাকে। তারা তো রমযান মাসেও আল্লাহ্ তাআলার ইবাদতে অলসতা দেখায়; এমন পবিত্র মাসেও তারা মানুষের অধিকার তাদের না দিয়ে নিজেরা ভোগ করতে প্রস্তুত থাকে। সুযোগ পেলেই তা ভোগ দখল করে নেয়–মানুষকে কষ্ট দেয়।

মোটকথা, পবিত্র রমযান মাস বরকতপূর্ণ মাস। মানুষের উচিৎ বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা–এবং সাধারণতঃ মানুষ তা করে। এটি বরকতপূর্ণ মাস। মানুষ এ সময় আল্লাহ্‌র আদেশ মেনে চলে; প্রত্যেক পূণ্যকর্ম করতে চেষ্টা করে এবং পুণ্য কাজ করে যেসব কাজের আদেশ আল্লাহ্ দিয়েছেন। প্রত্যেক মন্দকাজকে পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ যেসব কাজ থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়েছেন। অধিকন্ত, কিছু কিছু জায়েজ সুযোগ-সুবিধা ও কিছু সময়ের জন্য ছেড়ে দেয়–যার আদেশ আল্লাহ্ তাআলা দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, এ রোযা এজন্য ফরয করা হয়েছে এবং এ সমস্ত আদেশ নিষেধ এজন্য করা হয়েছে যেন তোমরা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে এগিয়ে যাও। তাক্‌ওয়া কী জিনিস? তাক্‌ওয়া এই যে, তোমরা পাপ হতে বিরত থাক, পাপ বর্জন করে যেতে চেষ্টা কর–এবং এভাবে এটা কর যেভাবে কেউ ঢালের আড়ালে এসে নিজকে নিরাপদ করতে চেষ্টা করে; মানুষ কোন জিনিসের পেছনে গিয়ে নিজকে বাঁচাতে চেষ্টা করে।

তার মনে ভয় থাকে। কোন ভয়ের কারণে তার থেকে নিজকে বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করে। আল্লাহ্ বলেছেন যে, রোযা রাখ, যেভাবে রোযা রাখার নির্দেশ। সেভাবে রোযা রাখ তবে তাক্‌ওয়ার পথে এগিয়ে গিয়ে উন্নতি লাভ করবে। নতুবা, হদিসে আছে যে, 'তোমাদেরকে অভুক্ত রাখার কোন ইচ্ছা আল্লাহ্ তাআলার নাই, প্রয়োজন ও নাই। আল্লাহ্ তো বলেছেন, তোমরা যে সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি করেছ, তার কুফল থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য আমি তোমাদের জন্য পথ করে দিয়েছি।

যেন তেমরা বিশুদ্ধচিত্তে (তওবা করে) পুণরায় আমার কাছে আস। তোমরা রমযানের এ পবিত্র মাসে যথাযতভাবে রোযা রাখ, আমার খাতিরে তোমরা হালাল বস্তু, হালাল জিনিস গ্রহণ করা থেকে বিরত থাক–তোমাদের এ প্রচেষ্টার ফলে আমি তোমাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টিপাত করব এবং শয়তানকে বেঁধে রাখব। তোমরা যেন এ ভয়ের কারণে রোযা পালন কর, রোযার আড়ালে নিজেকে রেখে তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে নিজেদেরকে নিরাপদ কর; যেন শয়তান তোমাদের ক্ষতি সাধন করতে না পারে। বলেছেন, এটা হলো তাক্‌ওয়া এবং ঢাল–এর আড়ালে গিয়ে শয়তানের আক্রমণ থেকে, পাপকর্ম করা থেকে নিজকে বিরত রাখার চেষ্টা ও রোযা রাখার কারণে তোমরা নিরাপদ হতে পার।

এমন এক সংগ্রাম করে তোমারা যখন আল্লাহ্‌র নিরাপদ আশ্রয়ে এসে যাও তারপর এ নিরাপদ আশ্রয়ের মধ্যে থেকে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এরপর এ আশ্রয়স্থল–এ তাক্‌ওয়াকে সৎকর্ম দ্বারা আল্লাহ্‌র আদেশ নির্দেশ মেনে চলার মাধ্যমে মজবুত, আরো মজবুত করতে হবে। যারা পূর্বে থেকে পূণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন, তারা রোযার মাধ্যমে তাকওয়ার উন্নতস্তর লাভ করতে থাকেন এবং উন্নতি লাভ করতে করতে আল্লাহ্‌র খুব কাছা কাছি চলে যেতে থাকেন।

স্মরণ রাখা উচিত, রোযা কেবল এতটুকুই না যে, কিছু সময় খানা-পিনা থেকে বিরত থাকলেই তাক্‌ওয়ার উন্নত মান লাভ করা যাবে। যেমন উল্লেখ করেছি রোযা রাখতে হবে এবং সাথে সাথে অনেক মন্দ কাজ করা ছেড়ে দিতে হবে। তার সাথে আল্লাহ্‌র ইবাদতে আগের চেয়ে এগিয়ে যেতে হবে তবেই তাক্‌ওয়া অর্জিত হবে এবং এতে অগ্রগতি ও হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন ঃ

"মানুষ (সাধারণতঃ) রোযার হাকিকাত (বাস্তবতা) সম্পর্কে অবহিত নয়। আসল ঘটনা এই যে, মানুষ যে দেশে কখন ও যায়নি, বা দেখেনি–সে দেশের কি অবস্থা সে কি করে বলবে? রোযা শুধু এতটকুই নয় যে, মানুষ পানাহার না করে থাকবে। বরং রোযার বিরাট বাস্তবতা, বিরাট প্রতিফলন আছে যা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা যায়।

মানুষের প্রকৃতির মধ্যে আছে যে, মানুষ যত কম খাবে তত বেশি আত্মিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করবে। কাশ্‌ফ বা দিব্যদর্শন ক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এই যে, তোমরা বাহ্যিক খদ্য জমিয়ে রূহানী খাদ্য বৃদ্ধি কর। রোযাদার ব্যক্তি যেন ভাল করে মনে রাখে যে, কেবল অভূক্ত থাকা আসল উদ্দেশ্য নয়! বরং তার উচিত আল্লাহ্‌র স্মরণ বা যিক্‌রে ইলাহীতে রত থাকা, যেন সে সাংসারিক জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে।"

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে যেন ভালবাসা সৃষ্টি হয় এবং ইহজগতের আকর্ষণ কেটে যায় এবং অনিহা সৃষ্টি হয়, দুনিয়া ছেড়ে যাবার চিন্তা হয়। "সুতরাং রোযার উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যেন এমন খাদ্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে যা শরীর গঠন করে এবং এমন খাদ্য গ্রহণ করে যাতে আত্মা বা রূহানী তৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভ হয়। যারা বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে রোযা রাখেন, তারা তো কেবল জাগতিক প্রথা হিসেবে এবং সামাজিক রীতি হিসেবে রাখেন না, তাদের উচিত তারা যেন আল্লাহ্‌র হাম্‌দ (প্রশংসা) ও তাসবীহ্ ও তাহলিল-এ রত থাকেন।" অর্থাৎ হাম্‌দ করতে থাক, তাসবীহ্ (পবিত্রতা ঘোষণা) করতে থাক এবং আল্লাহ্‌র মহিমা প্রকাশ করতে থাক এবং কেবল তাঁকে সবকিছু বলে জান। "যেন তারা অপর খাদ্যটি (রূহানী) গ্রহণ করতে পারে।"

(মলফুযাত; ৫ম খন্ড, পৃঃ ১০২ নুতন সংস্করণ)

হযরত (আঃ) বলেছেন, তোমরা রোযা রেখে তখন উপকৃত হতে পার যখন তোমরা শরীরের খুরাক কম করে রূহ (আত্মার)-এর খুরাক বৃদ্ধি করবে। সাংসারিক ঝামেলার মধ্যে খুব বেশি জড়িয়ে থেকে না সারাক্ষণ রোযা রেখে। ভোর হওয়ার পূর্বে সেহরী খেয়ে সারা দিন দুনিয়ার কাজ কার্মে মেতে থাকলেও অনেক দুনিয়াদার ও তো স্বাস্থ্য রক্ষার খাতিরে অথবা ফ্যাশনের খাতিরে খুরাক কম করে দেয়। সুতরাং তোমাদের খাদ্য কম করা যেন শারীরিক সৌন্দর্যের কারণে অথবা স্বাস্থ্যের কারণে যেন না হয়, বরং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই যেন হয়।

আর এ উদ্দেশ্য তখনই লাভ করা যেতে পারে যখন আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক দিন দিন বৃদ্ধি হতে থাকবে। বেশি বেশি তাসবীহ্ করতে থাকবে এবং সকল কাজে আল্লাহ্‌কে সর্বশক্তিমান জানতে হবে এবং সর্বদা তাঁর প্রতি ঝুঁকে থাকতে হবে। তাহলে রোযা তোমাদেরকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করবে। তাক্‌ওয়া ও বৃদ্ধি পাবে। নতুবা যেমন আমি বলেছি, অগণিত মানুষ এমন আছে, মুসলমানদের মধ্যে ও আছে, বিশেষ করে যাদের শয়তান কোন বাঁধন ছাড়াই ঘুরে বেড়াচ্ছে যারা কখনই বাঁধা পড়ে না। কারণ তারা তাক্‌ওয়া অবলম্বনের চেষ্টা কখনও করে না, তারা কোন কিছুকে ভয় ও করে না।

আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, 'তাক্ওয়া লাভের উদ্দেশ্যে, পুণ্য কাজে অগ্রসর হওয়ার উদ্দেশ্যে, শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে যে ট্রেনিং কোর্স আছে–সেটা খুব দীর্ঘ দিনের জন্য নয় যে, তোমরা ঘাব্ড়ে যাবে যে, এত দীর্ঘদিন পানাহার ছাড়া কি করে কাটাবে। বছরে তো মাত্র ক'টা দিন। বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে মাত্র ২৯ বা ৩০ দিনের ব্যাপার। এতটুকু কষ্ট বা ত্যাগ স্বীকার তো করতেই হবে। যদি শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পেতে চাও।

শুধু শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়াই নয়, অতিরিক্ত এই যে, "আমার সন্তুষ্টি ও লাভ করবে, যদি আমার সন্তুষ্টি লাভ করতে, আমার নৈকট্য লাভ করতে চাও।" তারপর বলেছেন, যদি কেউ অসুস্থ্য হয় অথবা মুসাফির হয়, মানুষের অসুখ-বিসুখ তো লেগেই থাকে, পরিস্থিতির কারণে সফরে ও বের হতে ই হয়; তো অসূখ বা সফরের কারণে যে কয়েকটি রোযা বাদ পড়ে যায়–তা পরবর্তীতে বছরের যে কোন সময় পুরা করবে। এ সুযোগ ও আল্লাহ্ তাআলাই দিয়েছেন।

বলেছেন, তোমরা যেহেতু আমার কাছে আসতে এবং আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে চেষ্টা করছ এবং একটি বিশেষ প্রচেষ্টা বা সংগ্রাম করছ, এজন্য আমি তোমাদের প্রকৃতগত অসুবিধা বা কোন আকস্মিক অপারগতার কারণে তোমাদের জন্য এ সুযোগ রেখেছি যে, যে কয়েকটি রোযা বাদ পড়ে যায় সেগুলো বছরের যে কোন সময় পুরণ করবে। আল্লাহ্ বলেছেন, তোমরা যে চেষ্টা করছ তার মূল্য দিতে আমি এ সুযোগ দিয়েছি। তোমরা বছরের যে কোন সময় এ কষ্ট করতে পার–আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য। যেহেতু তোমরা এ সব কিছু আমার জন্য করছ তাই যদি তোমরা এ সময় অসুস্থ হয়ে পড়, অথবা সফর করতে গিয়ে অনেকগুলো রোযা বাদ পড়ে যায় তাহলে অন্য দিনে রোযাগুলো রাখ। আর যদি তোমাদের আর্থিক অবস্থা ভাল থাকে এবং তোমার এর জন্য যদি ফিদিয়া দিয়ে দাও তাহলে আরো ভাল হয় এভাবে তোমরা অতিরিক্ত পুণ্য অর্জন করতে পার। যারা দীর্ঘকাল ধরে অসুস্থ্য বা চিররুগী অথবা এমন মহিলা যারা কোলের শিশুকে দুধ পান করাচ্ছে, অথবা কিছু দিনের মধ্যে শিশুর জন্ম দিতে যাচ্ছে তারা রোযা রাখতে পারে না; এরাও অসুস্থ্যদের মত। এরাও সামর্থ থাকলে ফিদিয়া দিবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন,"শুধুমাত্র ফিদিয়া দেয়া (পরবর্তিতে রোযা না রেখে–[অনুবাদক]) তো কেবল শেখ ফানী বা অনুরূপদের জন্য হতে পারে যারা কখনই রোযা রাখতে পারে না। নতুবা সর্ব সাধারণ যারা সুস্থ হয়ে রোযা রাখতে পারে তারাও যদি কেবল ফিদিয়া (রোযা না রাখে) দেয়া যথেষ্ট মনে করে তাহলে তো (এবাহানা) স্বেচ্ছা চারিতার দরজা খুলে দিবে।"

(মলফুযাত, ৫ম খন্ড, পৃঃ ৩২২)

অর্থাৎ এমন এক অনুমতি লাভের পথ খুলে যাবে যে যখন যার যে ইচ্ছা করবে সে তখন নিজ মর্জি মত সেরকম ব্যাখ্যা দিতে শুরু করবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) উপরোক্ত বক্তব্যের আরম্ভে "শুধুমাত্র" শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অর্থ এই যে, যারা অসুস্থতার কারণে রোযার মাসে রোযা রাখতে পারেনি তারা পরবর্তিতে সুস্থ হয়ে রোযা রাখবে এবং ফিদিয়া ও দিবে তখন এটা তাদের জন্য অতিরিক্ত ছওয়াবের কারণ হবে। কিন্তু যারা কখন ও রোযা রাখতে পারবে না (স্বাস্থ্যগত কারণে) তাদের জন্য ফিদিয়ার ব্যবস্থা।

ফিদিয়া সম্পর্কে বিভিন্ন তফসীরকারকগণ বিভিন্ন রকম তফসীর করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, 'যারা সাময়িকভাবে অসুস্থ তারা সুস্থ্য হয়ে উঠে রোযা রাখবে–ফিদিয়া দিতে পারলে ফিদিয়া ও দিবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরো বলেছেনঃ "ওয়া আলাল্লাযীনা ইউতিকুনাহু ফীদ্ ইয়াতুন তাআমু মিসকীন" অর্থঃ যরা সামর্থবান তারা ফিদিয়া দিবে–এক মিসকীনের (একদিনের খাদ্য) খাবার"–(এ সম্পর্কে) আমার মনে একদিন প্রশ্ন জাগল যে, এই ফিদিয়া কেন রাখা হয়েছে? তখন জানতে পারলাম, 'সামর্থ লাভের জন্য–যেন রোযা রাখার শক্তি লাভ হয়। তিনিই মহান আল্লাহ্ তাআলা যিনি রোযা রাখার শক্তি দান করেন। প্রত্যেকটি জিনিসই তাঁর কাছে চাওয়া উচিত। খোদা তাআলা তো সকল শক্তির অধিকারী–যদি তিনি চান তাহলে এক অত্যান্ত দূর্বল ব্যক্তিকে ও রোযার শক্তি দিতে পারেন। সুতরাং ফিদিয়ার ব্যবস্থা এজন্যই যে, যেন শক্তি লাভ হয়–এটা নিতান্তই তাঁর ফযল।

অতএব, আমার মতে এটা বড় চমৎকার, দোয়া যে, হে আল্লাহ্! এটা তোমার বড় বরকতের মাস। অথচ আমি তো বঞ্চিত থেকে যাচ্ছি! জানি না আগামী বছর জীবিত থাকি কি না থাকি, অথবা এ মাসে যে সব রোযা রাখতে পারব না ঐ রোযাগুলো পরবর্তিতে রাখতে পারব কি না। এভাবে যদি কেউ দোয়া করে তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এমন হৃদয়কে খোদাতাআলা রোযা রাখার শক্তি দিবেন।" [মলফুযাত, ২য় খন্ড, পৃঃ ৫৬৩]

সুতরাং হযরত (আ.) এখানে বললেন, যারা রোযার মাসে সাময়িকভাবে বাধাগ্রস্থ হয় তারা ফিদিয়া দিলে আল্লাহ্ তাআলা তাদের রোযা রাখার সুযোগ করে দিবেন। ফিদিয়া ও দিবে, দোয়াও করবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরো বলেছেনঃ

"আসল কথা এই যে, কুরআন শরীফে যে সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে বলা হয়েছে সে সব সুবিধাগুলো ভোগ করা ও তাক্ওয়ার অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ্ তাআলা মুসাফির এবং রোগীদের জন্য অন্য সময় রোযা রাখার অনুমতি দিয়েছেন। এ আদেশকে ও তো মান্য করা উচিত! আমি পড়েছি, অধিক সংখ্যক বুযুর্গান এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, 'যদি কোন ব্যক্তি সফররত অবস্থায় অথবা অসুস্থ অবস্থায় রোযা রাখে তাহলে এটা আবাধ্যতা।"

অর্থাৎ গুনাহ্র কাজ। "কারণ আসল উদ্দেশ্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করা–নিজের ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করা নয়! আল্লাহ্র সন্তুষ্টি তাঁর আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে। তিনি যা আদেশ করেন তা যেন পালন করা হয়। নিজ পছন্দমত এর মধ্যে কিছু সংযোজন হওয়া উচিত না। (অর্থাৎ নিজেদের ব্যাখ্যা কে শামিল করা উচিত না।) তিনি তো আদেশ করেছেন, "তোমাদের মাঝে যারা অসুস্থ অথবা সফররত তারা পরবর্তি সময়ে রোযা রাখবে। (সূরা বাকারা ঃ ১৮৫) এখানে কোন শর্ত রাখা হয়নি যে, সফর কি রকম হতে হবে বা কেমন অসুখ, কোন অসুখ হতে হবে। হযরত (আঃ) বলছেন ঃ আমি তো সফরে রোযা রাখি না অসুস্থ অবস্থাতে ও না এবং আজকে ও আমার শরীর খারাপ থাকাতে আমি রোযা রাখিনি।"

[মলফুযাত, ৫ম খন্ড, ৬৭-৬৮ পৃঃ]

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি রোযার মাসে অসুস্থ অবস্থায় অথবা সফররত অবস্থায় রোযা রাখে সে সরাসরি আল্লাহ্র আদেশের অবাধ্য হয়। আল্লাহ্ স্পষ্ট করে বলেছেন; অসুস্থ অথবা মুসাফির যেন রোযা না রাখে। অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে উঠে তারপর এবং মুসাফির সফর শেষ করে বাড়ী এসে রোযা রাখবে। আল্লাহ্র এ আদেশ পালন করা উচিত। কারণ মুক্তি আল্লাহ্র

ফযলে লাভ হয়, আমল বা কর্মক্ষমতা প্রদর্শন করে কেউ মুক্তি লাভ করতে পারবে না। খোদা তাআলা একথা বলেননি যে, রোগের আক্রমণ অল্প বা বেশী, সফর লম্বা বা ছোট হলে–বরং এ আদেশ সাধারণভাবে (কোন শর্ত ছাড়া) দেয়া হয়েছে। এ আদেশ পালন হওয়া চাই।

মুসাফির বা অসুস্থ ব্যক্তি যদি রোযা রাখে তাহলে তার বিরুদ্ধে আদেশ অমান্য করার ফতোয়া জারী হবে।"[মলফুযাত, ৫ম খন্ড, পৃঃ ৩২১]

এমন মানুষ অনেকেই আছে যারা নিজের উপর অনেক বেশি অপ্রয়োজনীয় কঠোরতা আরোপ করে নেয় অথবা এমন করার চেষ্টা করে। বলে যে, আজকাল সফরের অনেক সুযোগ সুবিধা হয়েছে এ সফর কোন সফরই না।

অতএব, রোযা রাখা জায়েয। হযরত (আ.) এ কথারই ব্যাখ্যা করেছেন যে, নিজের উপর অযথা কষ্ট আরোপ করা কোন নেকী নয়। বরং নেকী এই যে, আল্লাহ্‌তাআলার নির্দেশ মেনে চলতে হবে। নিজের তরফ থেকে বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা খুঁজে বের করা ঠিক নয়। যা সুস্পষ্ট নির্দেশ তা মান্য করতে হবে। বড় সুস্পষ্ট আদেশ এই যে, অসুস্থ এবং মুসাফির মানুষ রোযা রাখবে না। সুতরাং এ আদেশ পালন করাতেই বরকত রয়েছে; এটা নয় যে, নিজ চেষ্টায় জোরপূর্বক খোদা তাআলাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতে হবে।

রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, এক ব্যক্তি রমযান মাসে সফররত অবস্থায় রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, রমযান মাসে সফররত অবস্থায় রোযা রেখো না। ঐ ব্যক্তি বলেছেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি রোযা রাখার ক্ষমতা রাখি। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, "আনতা আকওয়া আমেল্ ল্লাহ্!" তুমি বেশি শক্তিধর না কী আল্লাহ্? নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার উম্মতের রোগী এবং মুসাফিরদের জন্য রমযান মাসে রোযা না রাখার সুযোগ দিয়েছেন সদকা হিসেবে। (তোহফা হিসেবে)

**তোমাদের কেউ কী পছন্দ করে যে, তুমি কাউকে কোন জিনিস সদকা (তোহফা) দাও। এবং যদি যাকে দিয়েছ তুমি সে [গ্রহণ না করে] ফেরত দিয়ে দেয়?** [আন মুসান্নেয় লিলহাফেজ আল কবির আবি বকর আব্দুর রাজ্জাক বিন হামাম আসসানানী, ২য় খন্ড, পৃঃ ৫৬৫] সুতরাং এতো খোদা তাআলার পক্ষ থেকে (তোহফা) উপহার স্বরূপ যাচ্ছে।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, কুরআন শরীফ একটি সম্পূর্ণ শরিয়তগ্রন্থ এবং এরমযান মাসে নাযেল করা হয়েছে। হাদীসে আছে, সারা বছরে যতটা কুরআন নাযেল হয়েছিল রমযান মাসে পুনরায় সে অংশটুকু হযরত জিব্রাইল (আ.) এসে হযরত নবীয়ে করীম (সা.)-কে শোনাতেন। আঁ-হযরত (সা.)-এর ইন্তেকালের পূর্বে তাঁর (সা.) জীবনের শেষ রমযান মাসে পুরোটা কুরআন দু'দফা হযরত জীব্রাইল (আ.) হুযূর (সা.)-কে শুনিয়েছেন। বলা হয়েছে যে, এটি অতীব মহিমান্বিত হেদায়েত সম্বলিত গ্রন্থ। অতএব, পবিত্র এ মাসে যেন এ গ্রন্থকে খুব গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করা হয়। সারা বছরই পড়তে হয়।

কিন্তু এ মাসে খুব বেশি মনোযোগ দিয়ে পড়তে হয়। অনুবাদ সহ পড়তে হয়। যেসব জামাতে দরসে কুরআন এর ব্যবস্থা আছে সেখানের মানুষ যেন দরস শোনে। কারণ অনেক কথা নিজে পড়ে জানা যায় না। এভাবে আস্তে আস্তে গভীর জ্ঞান লাভ করা যাবে। সকল বিষয় সকল আদেশ-নিষেধ সুস্পষ্ট ভাবে জানা যাবে এবং তোমরা কুরআনের শিক্ষার আলোকে নিজেদের জীবনকে গড়তে পারবে। পরবর্তি আয়াতে পুনরায় তাকিদ করা হয়েছে যে, রোযা পালন কর, অসুস্থ এবং মুসাফেররা তখন রোযা রাখবে না, পরবর্তী সময়ে সুযোগ মত ছুটে যাওয়া রোযাগুলো রাখবে। আল্লাহ্‌তাআলার ফযল সমূহ, তাঁর অনুগ্রহ ও নেয়ামত সমূহ্ স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁর সামনে বিনত হও। কৃতজ্ঞ বান্দা হও। এভাবে তোমরা আরো বেশি নেকী অর্জন করতে পারবে এবং তাক্‌ওয়ার মান উন্নত হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন ঃ "শাহরু রামাযানাল্লাযী উনযিলা ফীহিল কুরআনু" [(বাকারা ঃ ১৮৬) অর্থঃ রমযান মাসে কুরআন নাযেল হয়েছে] এর থেকে রমযান মাসের মহিমা জানা যায়। সুফীয়ায়ে কেরাম (যারা নিজেদের হৃদয়কে রমযান মাসে পবিত্র করেছেন) তারা লিখেছেন যে, হৃদয়কে আলোকিত করার জন্য এটি খুবই উপযুক্ত মাস। এ সময় খুব ঘন ঘন কাশফ্ (দিব্যদর্শন) বিকশিত হয়।

নামাযের দ্বারা (নফ্‌স) আত্মার পবিত্রতা অর্জন হয়। রোযা দ্বারা হৃদয়ের উপর আলোর বিকাশ ঘটে। (নফস) আত্মার পবিত্রতা অর্থ নফ্‌সে আম্মারার দূর্বার প্রলোভন ও আকর্ষণ মুক্ত হওয়া।" নফ্‌সে আম্মারা মানুষকে পাপের প্রতি আকষ্ট করে। "হৃদয়ে আলোর বিকাশ অর্থ কাশফ্-এর (দিব্য দর্শন) দরজা খুলে যাওয়া যার ফলে খোদাতাআলাকে দেখা যায়।" [মলফুযাত, ২য় খন্ড পৃঃ ৫৬১)

সুতরাং রোযা রাখলে, কুরআন পড়লে ইবাদত করলে অন্তর আলোকিত হয়। আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কও নৈকট্য লাভ হয়। নামায মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। অতএব, রোযার দিনে নামাযের প্রতি ও খুব মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন যেন আত্মার পবিত্রতা অর্জন হয়। রোযার মাধ্যমে আত্মা আলোকিত হয়। আত্মা আলোকিত হওয়ার অর্থ এই যে, (হযরত (আ.) বলেছেন), আল্লাহ্‌র সাথে নিকট সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া। এতটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক যে, যেমন খোদাতাআলার সাথে দেখা হয়ে যাওয়া।

একটি হাদীসে আছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, "আদম-সন্তানের প্রতিটি কাজ তার নিজের জন্য রোযা ছাড়া; রোযা সে আমার খাতিরে রাখে এবং আমিই তার পুরস্কার দিব। রোযা মানুষের জন্য ঢাল স্বরূপ। যখন তোমাদের কেউ রোযা রাখ, সে যেন যৌন বিষয়ে কথা না বলে, গালি-গালাজ না করে। কেউ যদি তাকে গালি দেয় বা ঝগড়া করতে চায়, তার জবাবে সে যেন কেবল এতটুকু বলে, 'আমি রোযা রেখেছি।'

আমি সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি, যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন (সা.) রোযাদারের মুখের গন্ধ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র কাছে এত ভাল লাগে যেমন কস্তুরীর সুগন্ধের চেয়েও ভাল লাগে। রোযাদারের জন্য দুইটি আনন্দ আছে যা তাকে খুশী করে। যখন সে রোযার ইফতার করে তখন সে খুশী হয় এবং যেদিন সে আল্লাহ্‌র সামনে হাজির হবে তখন সে খুশী লাভ করবে। (বুখারী কিতাবুস সওম)

এখান থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, 'রোযা আমার জন্য। যে কাজ খোদার উদ্দেশ্যে করা তার মধ্যে কোন কিছু মিশ্রণ থাকে না এবং যে কাজ খোদার উদ্দেশ্যে করা হয় তা মানুষের সামনে প্রশংসা পাওয়ার নিমিত্তে প্রকাশ করা হয় না। বরং চেষ্টা করা হয় যেন বিষয়টি গোপন থেকে যায়। যে সমস্ত নেকীর কাজ মানুষের কাছে গোপন রেখে করা হয়, আল্লাহ্ বলেছেন এমন কাজের পুরস্কার স্বয়ং আমি নিজেই।

আরো বলা হয়েছে যে, রোযা ঢাল স্বরূপ। ঢাল আসলে নিজকে নিরাপদ করার একটি উত্তম পদ্ধতি যার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখা যায়। এখানে ঢাল অর্থ যার আড়ালে নিজেকে রেখে শয়তানের আক্রমণ হতে নিজকে নিরাপদ রাখা এবং এটা তখনই সম্ভব

যখন রোযার সাথে সাথে আল্লাহ্‌র ইবাদতে ও মনোযোগ দেয়া হবে। লড়াই ঝগড়া থেকে নিজকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। এমনকি কেউ যদি তোমাকে গালি দেয় তবু ও তুমি রাগান্বিত হবে না। উত্তেজিত হবে না বরং বলতে হবে যে, আমি রোযা রেখেছি।

রমযান মাসে প্রত্যক আহমদী যদিও প্রতিজ্ঞা করে যে, সে প্রত্যেক পর্য্যায়ে, নিজ গৃহে, বাইরের সমাজে, বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে ও এর নির্দেশ পালন করে যাবে তাহলে এই একটি কথা যে, কাউকে সে গালি দিবে না, লড়াই-ঝগড়া করবে না, আমি মনে করি যে, আমাদের সমাজের অর্ধেকের বেশি বিবাদের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে। এমন লোকেরা বিরাট আনন্দ লাভ করতে পারে তার সাথে এই খুশী যে, রোযার কারণে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ এটাও পরিস্কার হয়ে গেল যে, রোযার মাসের পরে ও এ কার্যক্রম জারি থাকবে।

কারণ সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করবে এবং লাভ করে যাবে নতুবা এটা একটা সাময়িক ব্যাপার মাত্র। আল্লাহ্‌তাআলা একথা তো বলেননি যে, রোযার মাসে আমার নৈকট্য লাভ কর। তারপর যা খুশী তা করতে থাক। বরং যে সমস্ত পুণ্য কর্ম করেছ এসবগুলোকে জীবনের অংশ বানিয়ে ফেল। হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, আঁ-হযরত (সা.) বলেছেন, 'কার্যক্রমের (আমল) অবস্থা সাত প্রকার। দুইটি কাজ এমন, যা করার ফলে দুইটি জিনিস আবশ্যক হয়ে পড়ে। আর দুই কাজ এমন যার সমান সমান ছওয়াব হবে। অপর একটি কাজ এমন যার পুরস্কার সাতশ' গুণ বেশি পাওয়া যায়। আর একটি কাজ এমন যার পুরস্কার কত তা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না।

যে কাজ (আমল) দুইটি এমন যার ফলে দুইটি জিনিস আবশ্যক হয় তা এই যে, কোন ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে তার জন্য জান্নাত আব্যশক (ওয়াজিব) হয়ে যাবে। সে এমন ব্যক্তি যে আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্‌র ইবাদত করেছে, কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করেনি। যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় আল্লাহ্‌র হুযূরে হাজির হবে যে শির্‌ক করত? তাহলে তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব (আবশ্যক) হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি যে পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সে পরিমাণ শাস্তি পাবে।

যে ব্যক্তি যে সমস্ত পুণ্য কর্মের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেছে কিন্তু ঐ সব কাজ করতে সুযোগ পায়নি তবু ও সে ঐ সমস্ত কাজ যারা সম্পদন করেছে তাদের সমান ছওয়াব প্রাপ্ত হবে। আর যে ব্যক্তি যে সমস্ত পুণ্যকর্ম সম্পদন করেছে সে এই দশগুণ ছওয়াব পাবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করেছে তাকে তার ব্যয়কৃত দিনার ও দিরহামকে সাতশ' গুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। তারপর বলেছেন, রোযা এমন কাজ যা আল্লাহ্‌র খাতিরে সম্পাদন করা হয় এবং এর পুরস্কার কি, বা কত তা কেবল আল্লাহ্ জানেন। [আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব; কিতাবুস সওম]

অন্যত্র বলেছেন, 'রোযার পুরস্কার আমি স্বয়ং, যত বেশি তিনি দিতে চান দিবেন। সাতশ' গুণ প্রবৃদ্ধির অর্থ ও এই যে, এর চেয়ে ও বেশি হতে পারে। কারণ রোযাদার ব্যক্তি নিজের মধ্যে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করতে থাকে। তারপর যখন বারবার চেষ্টা করতে থাকে তখন বারবার পুরস্কার প্রাপ্ত হতে থাকে।

হযরত সালমান ফারসী (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত নবী করীম (সঃ) একবার শা'বান মাসের শেষ দিন আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলেন, 'হে মানব মন্ডলী! তোমাদের উপর একটি মহান বরকতপূর্ণ মাস বিস্তার লাভ করতে চলেছে। এ মাসে এমন একরাত আসে যে রাত হাজার মাসের চেয়ে ও শ্রেষ্ঠতম। এ মাসে রোযা রাখা তোমাদের জন্য আল্লাহ্ ফরয করেছেন এবং এ মাসের রাতে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়া নফল করেছেন। .....এটি এমন একটি মাস যার প্রথম অংশে রহমত, মধ্যম অংশে মাগফেরাত (ক্ষমা) এবং শেষাংশে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি লাভ হয়।"..... যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে আহার করিয়ে পরিতৃপ্ত করবে তাকে আল্লাহ্‌তাআলা আমার হাওযে কাউছার থেকে এমন শরবত পান করাবেন যে সে জান্নাতে প্রবেশের পর আর কখন ও পিপাসাবোধ করবে না।" (সহী ইবনে খুযায়মা, কিতবুস সিয়াম)

এখানে কথাটা আরো পরিস্কার হয়ে গেল যে, এ মাসে রোযা ফরয করা হয়েছে–এ ব্যাপারে কোন প্রকার তালবাহানা বা হিলহুজ্জত করা যায় না। রোযা রাখতে হবে কিন্তু কেবল অভুক্ত থাকা নয় বরং ইবাদতে মনোযোগী হতে হবে। রাতে উঠে ইবাদতের জন্য দাঁড়াতে হবে। তবেই তো এ সমস্ত পুরস্কারের অধিকারী হওয়া যাবে। এবং জান্নাতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা যাবে, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্‌তাআলা দিয়েছেন।

হযরত সালমান (রা.) বর্ণনা করেছেন, আঁ-হযরত (সা.) শা'বান মাসের শেষ দিন আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন। আঁ-হযরত (সা.) সেখানে একথা ও বললেন, (পূর্বের রেওয়ায়াত, তবে এখানে আরো কিছু কথা আছে।) যে ব্যক্তি কোন ভাল গুণ রমযান মাসে নিজের চরিত্রের মাঝে শামীল করে সে ঐ ব্যক্তির মত হয়ে যায়, যে ব্যক্তি সেটা ছাড়া ও আরো সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছে।

যে ব্যক্তি পবিত্র রমযান মাসে একটি জরুরী নির্দেশ বা করণীয় কর্তব্য পালন করে সে ঐ ব্যক্তির মত হয়, যে সত্তরটি করণীয় বা আদেশ পালন করেছে রোযা ছাড়া ও। রমযান মাস ধৈর্য ধারণের মাস এবং ধৈর্য ধারণের পুরস্কার জান্নাত। এ মাস ভালবাসা ও ভাতৃত্বস্থাপনের মাস এবং এ মাস এমন যে, এতে মোমেনগণকে বরকতমন্ডিত করা হয়।"

অর্থাৎ এ মাস ভ্রাতৃত্ব ভালবাসা, সমবেদনা প্রকাশ, সহযোগীতা ও দুঃখ দুর্দশা লাঘবের মাস। সুতরাং সকল দিক থেকে ধৈর্য ধারণের প্রয়োজন কেননা এটা ধৈর্য ধারণের মাস। ধৈর্য কিভাবে হবে? রোযা রেখে আমরা আহার গ্রহণ না করে ধৈর্য ধারন করি। ষড়রিপুর তাড়নাকে দমন করে রেখে ধৈর্যের পরিচয় দেই। মানুষের ব্যবহার দেখে ধৈর্য ধারন করি। নিজের অধিকার না পেয়ে ও সহ্য করি চুপ থাকি। কারণ আল্লাহ্‌র আদেশ যে, 'তোমরা লড়াই ঝগড়া কর না।' এর মাঝে এ আদেশ ও নিহিত যে, মানুষের প্রতি সমবেদনা, দুঃখ লাঘব করা, ক্ষমা করে যাওয়া তাইতো এ দ্বারা মানুষের উপরকার হয় এবং কল্যাণ প্রাপ্তি হয়। এভাবে ধৈর্য ধারন, অত্যাচার অনাচার দেখে ও সহ্য করে যাওয়া এতে করে রূহানী উন্নতি লাভ হয়। বাহ্যিকভাবে ও রিয্‌ক-এর বরকত হয়। যারা আল্লাহ্‌র খাতিরে কাজ করে আল্লাহ্ অভাব-অভিযোগ, প্রয়োজন মিটান।

আল্লাহ্ তার জন্য ব্যবস্থা করেন। হযরত আবু মাওউদ গাফফারী (রা.) বর্ণনা করেছেন ঃ 'রমযান মাস আরম্ভের একদিন পরে আঁ হযরত (সা.) কে বলতে শুনেছি যে, যদি মানুষ জানত যে, রমযান মাসের ফযিলত (মহিমা) কী, তাহলে আমার উম্মত আকাঙ্ক্ষা পোষণ করত যেন সারা বছরই রমযান হয়ে যায়।" এ কথা শুনে বনু খুযায়মার এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! (সা.) আপনি আমাদেরকে রমযানের ফজিলতের কথা বলুন।

আঁ-হযরত (সা.) বললেন, নিশ্চয় বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জান্নাতকে রমযানের উদ্দেশ্যে সুশোভিত করা হয়। অতএব, যেই রমযান আরম্ভ হয় আল্লাহ্‌র আরশের নীচে বাতাস প্রবাহিত হতে শুরু করে দেয়।" [আত্‌তারগীব ওয়াত্ তারহীব, কিতাবুস

সওম।]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) রেওয়ায়াত করেছেন, আঁ-হযরত (সা.) বলেছেনঃ যেদিন রমযানের প্রথম রাত হয় তখন আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। আর যখন বান্দাদের প্রতি দৃষ্টিপাত ঘটে তখন তিনি আর কখন ও তাদেরকে আযাবে নিক্ষেপ করেন না। আল্লাহ্ প্রতি দিন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দান করেন। তারপর ২৯ রমযান তারিখের রাত নেমে আসে। এ রাতে তিনি ঐ পরিমাণ মানুষকে ক্ষমা করেন, যে পরিমাণ মানুষকে গত ২৮ রাতে ক্ষমা করেছেন।" (ঐ)

এখানে এ হাদীসে আছে ঃ "ওয়া ইযা নাযারাল্লাহু ইলা আবদীন লাম ইউয়ায্ যিবো আবাদান", এখানে 'আব্‌দ শব্দ ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি পুরোপুরি আল্লাহ্‌র আদেশ মেনে চলেছে, তাঁর প্রতি পুরো মাত্রাই অবনত হয়েছে ঝুঁকে পড়েছে; ইবাদতে অনেক এগিয়ে গিয়েছে। তাই বলা হয়েছে যে, আমার এমন বান্দাদেরকে একবার আমি আমার রহমত ও মমতার চাদরে জড়িয়ে নেব–তখন আর কে তার ক্ষতি করতে পারে? আল্লাহ্‌তাআলা এমন ব্যক্তিদেরকেই জান্নাতের ওয়ারিশ করবেন। আল্লাহ্ তাআলা সকলকে তাঁর বান্দা (অনুগত) হওয়ার শক্তি দান করুন।

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বলেছেন, আমি আঁ-হুযুর (সা.)কে বলতে শুনেছি ঃ "যেই রমযান এসে যায় জান্নাতে দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। শয়তানের পায়ে শিকল পরিয়ে দেয়া হয়। "সে ব্যক্তির সর্বনাস হয়ে গেছে যে রমযান পেয়েছে কিন্তু আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রাপ্ত হয়নি।" তো আর কবে সে তা পাবে? (তীবরানী আল আউসাত। আততারগীব ওয়াত তারহীব।")

এখানে প্রথম হাদীসের আরো বেশি ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। আল্লাহ্ এমন সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যে, মানুষ তাঁর প্রকৃত বান্দা (দাস) হয়ে যেতে পারে–তারপর ও যদি কেউ বান্দা হতে না চায়, রমযানের কল্যাণ লাভ না করে, ইবাদত বন্দেগী না করে; পূণ্যকর্মে অংশগ্রহণ না করে, তাহলে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আর কি করা যেতে পারে?।'

আঁ-হযরত (সা.) বলেছেন, তার সর্বনাস হতে আর কোন বাধা নাই। কারণ সকল প্রকার রহমত লাভের সুব্যবস্থা ছিল কিন্তু সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হতে পারেনি। সুতরাং ক্ষমা লাভের জন্য হুকুকুল্লাহ্ ও হুকুকুল ইবাদ (আল্লাহ্‌র প্রাপ্য ও বান্দাদের প্রাপ্য) আদায় করা এবং যথাযতভাবে আদায় করা আবশ্যক (আল্লাহ্ করুন)।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, আঁ-হযরত (সা.) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি ঈমানের অবস্থায় রোযা রেখেছে, নিজের হিসেব করেছে তার অতীতের সকল পাপ ক্ষমা করা হবে। তোমরা যদি জানতে যে রমযানের ফযিলত কি তাহলে তোমরা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে যে, সারা বছরই যেন রমযান হয়ে যায়।" [আল জামে'অ আস্‌সহী মসনদ আল ইমাম আররাবীঅ বিন হাবীব।]

প্রথম হাদীসে যে বলা হয়েছে "হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষকে ক্ষমা করা হবে"–এর আরো ব্যাখ্যা এসে গেল যে, তারা ঈমানের অবস্থায় রোযা রেখেছে, ঈমান অবস্থায় রোযা রেখেছে এবং রোযার মধ্যে যা যা করণীয় তা সব করেছে। নিজের নফসকে (আত্মা) নিয়ন্ত্রণের রেখেছে। কড়া নজরে হিসাব কসেছে। এরকম না যে, তারা অন্যের উপর নজর রেখেছে, অন্যের ত্রুটি খুঁজেছে। বরং নিজের ত্রুটি খুঁজেছে, ক্ষমা প্রার্থনা করেছে আল্লাহ্‌র খাস বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে, অফুরন্ত রহমতের অংশীদার হয়েছে। নজর বিন শায়বান বলেছেন, 'আমি আবু সালামা বিন আব্দুর রহমানকে বললাম, আপনি আমাকে এমন কথা বলুন যা আপনি আপনার পিতার কাছ থেকে শুনেছেন; যা তিনি রমযান সম্পর্কে সরাসরি আঁ-হযরত (সা.) থেকে শুনেছিলেন। আবু সালমা বিন আব্দুর রহমান বললেন, হ্যাঁ আমাকে আমার পিতা আব্দুর রহমান (রা.) বলেছেন, আঁ-হযরত (সা.) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তাবারক ওয়া তাআলা তোমাদের উপর রোযা রাখা ফরয করেছেন। আমি তোমাদের মাঝে কিয়াম-এর (রাতে নফল নামায) প্রচলন করেছি।

অতএব, যে কেউ রমযান মাসে ঈমানের অবস্থায় ছওয়াবের নিয়্যত করে রোযা রাখবে সে এমন ভাবে পাপমুক্ত হয়ে যাবে যেমন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিলেন।" অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিষ্পাপ শিশুর মত। [সুনান নিসায়ী কিতাবুস সিয়াম]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ননা করেছেন, আঁ-হযরত (সা.) বলেছেনঃ "রোযা ঢাল স্বরূপ এবং আগুন হতে রক্ষার জন্য মজবুত দুর্গ স্বরূপ।" (মসনদে আহমদ ২য় খন্ড, ৪০২ পৃঃ) এটা দূর্গ বটে। তবে ঢালের আড়ালে। কতকাল পর্যন্ত এ দুর্গ নিরাপত্তা দিবে? এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এভাবে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মিথ্যা অথবা কুৎসা রটনার দ্বারা এ দুর্গকে চিরে ফেলবে না। অতএব, রমযানের রোযার কল্যাণ ততক্ষণ লাভ করা যাবে যতক্ষণ এ ধরনের ছোট ছোট পাপ যা ছোট মনে হয় কিন্তু আসলে ছোট নয়।

এসব মন্দ বা অনাচারগুলো মাথা তুলতে না পারবে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় অনাচার যা মানুষ অনুমান করতে পারে না তা হলো মিথ্যাচার। যদি মিথ্যা কথা বলছ–তাহলে এর অর্থ এই যে, ঐ ঢালকে কেটে ফেলছ! মানুষের সম্পর্কে তাদের কুৎসা রটিয়ে বেড়াচ্ছে একজনের কথা অপরজনকে গিয়ে বলে দিচ্ছ; কোন ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার মন্দ কথা প্রকাশ করছ তার অর্থ এই যে, রোযার ঢালকে কেটে ফেলছ।

অর্থাৎ রোযা যদি এর সকল আনুসাংগিক উপকরণ সমূহ সহকারে পালন কর তাহলে তা ঢাল হয়ে থাকবে। নতুবা অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে যে, রোযা কেবল ক্ষুধা এবং পিপাসা ছাড়া আর কিছুই না যা মানুষ সহ্য করছে।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সমস্ত শর্তাবলী সহকারে রোযা রাখার শক্তি দান করুন। কেবল আল্লাহ্‌র জন্য যেন রোযা রাখতে পারি আমরা। মানুষকে দেখাবার জন্য যেন না হয়। নফস বা অন্তরের কোন বাহানা যেন আমাদের রোযার পথে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। এ মাসে যেন আমরা ইবাদতকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারি। আল্লাহ্ করুন।

আমরা এ রমযান মাসে যখন পুণ্যের পথে অগ্রসর হতে থাকব তখন যেন এ দোয়া ও করি যে, রমযানের শেষ হবার সাথেই যেন আমাদের পুণ্য বা নেকীগুলো ও শেষ না হয়ে যায়। বরং এসব পুণ্য যেন সারা জীবনের জন্য আমাদের জীবনের অংশ হয়ে থেকে যায়। আমরা যেন আল্লাহ্‌তাআলার প্রিয়জনদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি, তাঁর ভালবাসা অর্জন করতে পারি।

আল্লাহ্‌র রহমতের দৃষ্টি যেন আমাদের উপর আপতিত হয় এবং পড়তেই থাকে। এ রমযান যেন আমাদের জন্য আমাদের জামাতের জন্য অসাধারণ সাফল্য নিয়ে আসে। আল্লাহ্ করুন যেন এমনই হয়।

(আল-ফযল লন্ডন, ২৯ অক্টোবর ২০০৪ইং)

অনুবাদ ঃ **মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী**
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

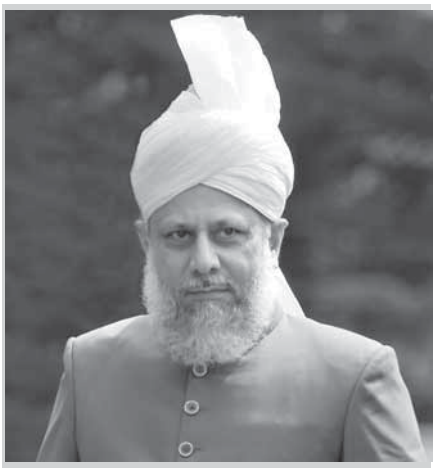

# জুমুআর খুতবা

## সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১০-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবা

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين

তাশাহ্হুদ, তা'উজ, তাসমিয়া ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ এ বছরের শেষ দিন। অর্থাৎ বর্তমান পৃথিবীতে প্রচলিত গ্রেগরীন কেলেন্ডারের হিসাব অনুযায়ী এটি বছরের শেষ দিন। যদিও ইসলামী বছরের প্রথম মাসের শেষ দশকও শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু যেহেতু বর্তমান পৃথিবীতে এটাই প্রচলিত কেলেন্ডার যাকে মুসলমান অমুসলমান সবাই ভালভাবে জানে এবং সমগ্র পৃথিবীতে এটাই প্রচলিত হয়ে গেছে, তাই নতুন বছর শুরু হবার শুভেচ্ছা সাধারণত এ কেলেন্ডারের হিসাবে দেয়া হয় এবং বিগত বছরের শেষ দিনটিকেও এ হিসাব অনুযায়ী বিদায় জানানো হয়।

সাধারণত বিদায় জানানোর প্রচলন কম, কিন্তু নতুন বছরের প্রথম দিনকে খুব উৎসাহ উদ্দীপনা, হৈ চৈ ও আয়োজনের মাধ্যমে বরন করা হয়। পৃথিবীর সব দেশ ও জাতির লোকেরা স্ব স্ব প্রথা ও রীতি অনুযায়ী নতুন বছরকে স্বাগত জানায়। ২০১০ খৃষ্টাব্দের শেষ দিন বলে আমি বিশেষভাবে এর উলেখ করছি। প্রতি বছরই বছরের শেষ দিন আসে, চলে যায়, এর কোন গুরুত্ব নেই। কিন্তু এ বছরের শেষ দিনটি আমাদের জন্য কল্যাণময়। কারন এ বছর অর্থাৎ ২০১০ খৃষ্টাব্দ শুরুও হয়েছিল কল্যাণময় জুমুআর দিনের মাধ্যমে, আবার এ দিনেই এর সমাপ্তিও হচ্ছে ।

লোকেরা বলতে পারে এবং বলেও থাকে যে এটি তোমাদের জন্য খুব কল্যাণময় দিন তাই না! কিছু ফিতনাবাজ ও আহমদী বিরোধী আহমদীদের ভাবাবেগে আঘাত করার জন্য বলে, তোমাদের জন্য ভাল বছর? এ বছর তোমাদের জামা'তের প্রায় একশ' ব্যক্তিকে প্রাণ কুরবানী দিতে হয়েছে, শত শত ঘর তাদের পিতা, স্বামী এবং সন্তানদের হারিয়ে কাঁদছে। যদিও কিছু অ-আহমদী আমাদের শাহাদতের ঘটনায় সহানুভূতি প্রকাশ করেছে, কিন্তু বৃহৎ সংখ্যক নিষ্ঠুর ও যালেম প্রকৃতির লোক রয়েছে যারা এ শাহাদতের উদ্ধৃতি দিয়ে কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছে এবং করে যাচ্ছে। এমনকি ক্রমাগত এ হুমকিও দিচ্ছে, আমরা তোমাদের সাথে আরো অনেক কিছু করব। এসব লোকেরা মানবতাহীন।

এরা ঐসব লোক যারা খোদা তাআলা তাদের সাথে কি ব্যবহার করছেন তা লক্ষ্য করছে না। যেসব বিপদাবলী তাদের পরিবেষ্টন করেছে তাথেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করছে না, বরং তাদের উপর এর উল্টো প্রভাব পড়ছে। তাদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমে বলেছেন,"কাসাত কুলুবুহুম" অর্থাৎ এসব দেখে তাদের হৃদয় আরো শক্ত হয়ে গেছে এবং দুস্কৃতিতে তারা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। "ওয়া যুয়্যেনা লাহুম মা কা'নু ইয়ামালুন"

অর্থাৎ তারা যা কিছু করছে, শয়তান তা তাদেরকে আরো সুন্দর করে দেখায়। এসব লোকের মাধ্যমে এর সত্যায়ন হচ্ছে। অনেক আহমদীর প্রাণ হরণ করে, দুঃখ-কষ্ট দেবে বলে হুমকি দিয়ে এবং যুলুম-নিপীড়ন করার চেষ্টা করবে বলে ঘোষণা করে আনন্দিত না হয়।

কারন শয়তান তাদেরকে যা কিছু মনোরম করে দেখিয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা পূর্বেই কুরআন করীমে এর উলেখ করে দিয়েছেন যে এসব লোকেরা এমনই আচরণ করে থাকে। এসব লোকদের আল্লাহ্ তাআলা কঠিন ভাবে সতর্কও করেছেন।

আমাদের শহীদগণের পরিবারের লোকেরা তাদের আপনজনের শাহাদতে হায়-হুতাশের পরিবর্তে খোদা তাআলার কাছে তাদের প্রতিক্রিয়া এমনভাবে পেশ করেছে তাতে করে তাদের চিন্তাধারাই বদলে গেছে। শহীদদের নিকটাত্মীয়দের সাথে সাক্ষাতের জন্য আমি বিভিন্ন দেশ থেকে স্থানীয় আহমদীদের পাঠিয়েছিলাম। শহীদদের পরিবারের সাথে সাক্ষাতের পর এসব প্রতিনিধিদের নিজেদের ঈমানেও উন্নতি হয়েছে।

বিগত কিছু দিনে আফ্রিকার কিছু দেশ থেকে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলাম। তন্মধ্যে ঘানার স্থানীয় একজন ব্যক্তি ঘানার প্রতিনিধিরূপে ছিলেন। ঘানার আমীর ও মিশনারী ইনচার্য ওহাব আদম সাহেব এবং ঘানার অধিবাসী আরো একজন আহমদী বন্ধু তাহের হুমন্ড সাহেবও ছিলেন। তিনি ঘানার একজন সংসদ সদস্য। ফেরার পথে এরা আমার সাথে সাক্ষাৎ করে যান। তারা বলেন, এ শহীদদের আত্মীয় স্বজন, পিতা-মাতা ও স্ত্রী সন্তানদের সাথে সাক্ষাৎ করে আমাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। সেখানে আমরা যে দৃশ্য দেখেছি তা আমাদের ধারনাতীত ছিল।

আমরা তাদের সান্তনা দিতে গেলে উল্টো তারাই দৃঢ় ঈমান প্রদর্শন পূর্বক আমাদের সান্না দেয়। আবেগে আপুত হয়ে আমাদের চোখে যখন পানি চলে আসে তখন তারা বলে, যারা চলে গেছে তারা তো আমাদের সনদ (স্বিকৃতি) দিয়ে গেছে। শহীদদের পরিবারের প্রতিক্রিয়া ছিল এমন। একজন আহমদী ছাত্র যে কিছু দিন পূর্বে যুক্তরাজ্যে পড়াশুনার জন্য

এসেছে, সে গতকাল আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসে আমাকে বলে, আজ আমি আমার মায়ের সাহসীকতা প্রদর্শনের একটি ঘটনা আপনাকে বলতে চাই। এ ছেলের গায়েও মসজিদে দু'টি গুলি লেগেছিল। সে বলে, আহত হবার পর আমি মা-কে ফোন করে বললাম আমার গায়ে গুলি লেগেছে এবং রক্তপাত হচ্ছে। উত্তরে মা বললেন, বাবা! আমি তোমাকে খোদার কাছে সমর্পন করেছি।

সংবাদ আসছে, লোকেরা শহীদ হয়েছে। যদি তোমার ভাগ্যেও শাহাদত নির্ধারিত থাকে তবে সাহসের সাথে আল্লাহ্‌র কাছে আত্ম সমর্পন করবে। কোন প্রকার কাপুরুষতা দেখাবে না। অবশেষে আল্লাহ্ তাআলা এ ছেলেকে রক্ষা করেন। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তার দেহ থেকে গুলি বের করা হয়। যে জাতির এমন মা আছে যে নিজ সন্তানকে শাহাদতের জন্য তৈরী করছে, যে শহীদের এমন আত্মীয় স্বজন রয়েছে যারা সমবেদনা প্রকাশ করতে আসা লোকদের উল্টো সান্তনা প্রদান করে, তবে এমন প্রাণের কুরবানী খোদা তাআলার অসন্তুষ্টি বা শাস্তি স্বরূপ হতে পারে না। হৃদয়ের সান্তনা ও প্রশান্তির জন্য এসব উপকরণ আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ ফযলে লাভ হয়ে থাকে। আমি আগেও বলেছি, যখনই আমি শহীদদের ঘনিষ্ঠজনদের সাথে কথা বলি, তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কণ্ঠ শুনতে পাই।

অন্যান্য দেশ থেকে সমবেদনা প্রকাশের জন্য যারা যাচ্ছে তাদের ঈমানে দৃঢ়তা লাভ, মা-দের নিজ সন্তানদের শাহাদতের জন্য তৈরী করা এবং দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ আবেগের বহিঃপ্রকাশ-এগুলো খোদা তাআলার ফযল ছাড়া আর কি? আমরা তো সেই জাতি যারা শত্রুর ভয়ে কখনো খোদার আঁচল ত্যাগ করে না। আমরা তো সেই জাতি যারা ভয়, ক্ষুধা, সম্পদ এবং প্রাণের কুরবানীর ভয়ে খোদা তাআলার আঁচল ছেড়ে যায় না। আপন প্রিয় খোদার সাথে আমরা অঙ্গীকার ভঙ্গকারী নই। বরং 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন' অর্থাৎ 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করব'-বলে খোদা তাআলার ভালবাসা অর্জনের চেষ্টা করি, যেন প্রিয় খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করে সৌভাগ্যবানদের দলে অন্তর্ভূক্ত হতে পারি। ঐ সব লোকদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারি যারা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জান্নাতে প্রবেশ করবে। অনেক লোক আমার কাছে চিঠি লিখে আমাকে আশ্বস্ত করেন যে তারা ঐ লোকদের দলে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, 'ওয়া মিনহুম মান ইয়ানতাযের' অর্থাৎ 'তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা অপেক্ষায় আছে, যদি আল্লাহ্ তাআলা তাদের কুরবানী গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তবে তারা ইনশাআল্লাহ্ সেক্ষেত্রে দৃঢ় থাকবে'। অতএব খোদা তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনকারী দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ লোকদের এ উত্তরে যারা আপত্তি করে যে কিভাবে তোমরা বছরের সূচনা ও সমাপ্তি কল্যাণময় হওয়ার কথা বল, তা অবান্তর বলে প্রমানীত হয়।

এ বছর আল্লাহ্ তাআলা যে বিপুল পরিমানে আহমদীয়াতের বাণী পৃথিবীর ধনী ও দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোতে প্রচার করার সুযোগ করে দিয়েছেন, এটি খোদা তাআলার সীমাহীন করুনা ও কল্যাণেরই দৃশ্য।

এ বছর শহীদদের কুরবানীর পর আমরা যেভাবে আমাদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করে ইসলামের সুন্দর শান্তিপূর্ণ বাণী বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপনের যে সুযোগ আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং এর ফলে জামা'তের পরিচিতি ও ইসলামের বাণী এত বিপুল পরিমানে পৌঁছেছে তা পূর্বে কখনো পৌঁছায়নি। ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া সর্বত্রই বিভিন্ন গণমাধ্যম ও মিডিয়ার মাধ্যমে এটি সাধিত হয়েছে। জাতি সমূহ তাদের কুরবানীর মাধ্যমেই লক্ষ্যে পৌঁছে থাকে। পাকিস্থানের শহীদগণ যে কুরবানী দিয়েছেন এবং দিয়ে যাচ্ছেন, ২০১০ সনেও তারা যে বিপুল কুরবানী করেছেন, ইনশাআল্লাহ্ এ কুরবানী কখনো বৃথা যাবে না এবং যাচ্ছেও না।

এ কুরবানীর ফলেই আহমদীয়াতের বাণী ও পরিচিতি, ইসলামের শান্তিপূর্ণ বাণী পৃথিবীর প্রতি প্রান্তে বিপুল পরিমাণে পৌঁছেছে এবং পৌঁছে চলেছে। নিশ্চয় এগুলো এসব কুরবানী গৃহীত হবারই ফলশ্রুতি। ভবিষ্যত পৃথিবীর দিগন্তে আহমদীয়াতের বিজয় উঁকি দিচ্ছে। ইনশাআল্লাহ তারা অনেক অগ্রগামী হয়ে এ চমকের দৃশ্য দেখাবে।

অতএব আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, যেভাবে আমাদের শহীদদের কুরবানীসমূহ কবুল করে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে ঐ লোকদের দলে অন্তর্ভূক্ত করেছেন যাদের সম্পর্কে খোদা তাআলা বলেছেন,'ওয়ালা তাহসাবান্নাল্লাযীনা কুতিলূ ফী সাবিলিল্লাহে আমওয়াতান বাল আহইয়াউন ইনদা রাব্বিহীম ইউরযাকুন'। (আলে ইমরান-১৭০)

অর্থাৎ 'যারা তাদের প্রভুর পথে নিহত হয়েছে তোমরা তাদের মৃত ভেব না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের রিযিক দেয়া হচ্ছে'। সুতরাং তারা আল্লাহ্ তাআলার করুনায় এ চিরস্থায়ী কল্যান পাবে যা প্রতি মূহুর্তে তাদের মর্যাদা উন্নীত করবে।

আভিধানিকগণ অভিধানে 'মওত' বা 'আমওয়াত' এর এ অর্থও করেছেন-'যাদের রক্ত বৃথা যায় না' এবং দ্বিতীয়ত 'যারা তাদের পিছনে তাদের পদাঙ্ক অনুসরনকারী রেখে যায়'। সুতরাং আমাদের দোয়া করা প্রয়োজন, সৎ কাজে অগ্রগামী হওয়ার জন্য আমরা যেন আমাদের কুরবানীকারীদের পূণ্যকেও জীবিত রাখি। তাদের কুরবানীর ফলে যে সব বিজয় ও সফলতা অর্জিত হয়েছে আল্লাহ্ তাআলা ফিরিশতাদের মাধ্যমে যেন সে সম্পর্কে তাদের অবগত করতে থাকেন যেন তারা তাদের জীবন কুরবানী করার পর আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টিও অর্জন করতে পেরেছে ভেবে খুশী হয় এবং তাদের কুরবানী সমূহও সর্বোত্তম ফলপ্রসূ প্রমানীত হয়।

সূরা আলে ইমরানে এটি এভাবে চিত্রিত হয়েছে,'ফারেহীনা বিমা আতাহুমুলাহু মিন ফাযলিহী ওয়া ইয়াসতাবশিরুনা বিল্লাযীনা লাম ইয়ালহাকুবিহীম মিন খালফিহীম আলা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহযানুন'। (আলে ইমরান-১৭১)

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দান করেছেন তারা এতে উৎফুল। আর যারা তাদের পিছনে (দুনিয়ার) রয়ে গেছে (এবং) এখনো তাদের সাথে এসে মিলিত হয়নি এদের সম্বন্ধেও তারা সুসংবাদ পাচ্ছে। এদেরও কোন ভয় নাই এবং এরা দুশ্চিন্তাগ্রস্থও হবে না'।

সুতরাং এ শহীদদের কুরবানী আমাদের ঈমান বৃদ্ধিরও কারন হচ্ছে। যাদেরকে তারা পিছনে ছেড়ে গেছে তাদের সম্পর্কে তারা সুসংবাদ পাচ্ছে, আল্লাহ্ তাআলা প্রদত্ত এ সুসংবাদ এর সত্যায়ন করে শহীদদের পরিবারবর্গ আমার কাছে অনেক চিঠি লিখে যে স্বপ্নে আমি ওমুক শহীদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, শহীদ ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, সন্তানকে দেখেছি, সে বলেছে আমি এখানে খুব আনন্দে আছি, এখানে আমার সাথে যে আন্তরিক ও চমৎকার ব্যবহার করা হচ্ছে, তোমরা তা কল্পনাও করতে পারবে না। তাদের এ আনন্দ প্রকাশ শুনে আমরা যখন এ দৃঢ় বিশ্বাসে উপনীত হই যে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে বিশেষ রিযিক দান করছেন, তাদের জন্য আনন্দের উপকরণ সরবরাহ করছেন, তখন এ বিষয়েও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়, যারা পিছনে রয়ে গেছে আল্লাহ্ তাআলা তাদের সফলতা সম্পর্কে যে সুসংবাদ দান করছেন, ইনশাআল্লাহ্ তাও অবশ্যই সত্য প্রমানীত হবে এবং হচ্ছে। আল্লাহ্ তাআলার

ঐশী বিধান যখন কোন সিদ্ধান্ত করে, তখন তা ক্রমান্বয়ে ফল প্রকাশ করে তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে। বান্দারা বাহ্যতঃ বুঝতেও পারে না, কিন্তু যখন চূড়ান্ত ফল প্রকাশ পায় তখন সে বুঝতে পারে যে খোদা তাআলার অঙ্গীকার কতটা সত্য। তিনি কতটা অঙ্গীকার রক্ষাকারী।

সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার অঙ্গীকার থেকে বেশী বেশী এবং শীঘ্র শীঘ্র কল্যাণ লাভের জন্য আল্লাহ্ তাআলার সাথে পূর্বের চাইতে আরো অধিক যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। আমরা আমাদের কুরবানীকারীদের সৎ কাজের উল্লেখ করি, তাদের পূণ্যের বিবরণ দেই, তাদের বিভিন্ন গুণাবলী বর্ণনা করি, সেখানে আমাদের নিজেদের কাজ যাচাই করাও জরুরী। যেন ঐশী বিধান অনুযায়ী আমাদের জন্য যে বিজয় নির্ধারিত আছে, যার সংবাদ আল্লাহ্ তাআলা তার পথে প্রাণ উৎসর্গকারীদেরও ফিরিশতাদের মাধ্যমে দিয়ে থাকেন, আমরা যেন সে বিজয়ের অংশ হতে পারি।

ব্যতিক্রমী ভাবে জুমুআর মাধ্যমে সূচনা ও সমাপ্ত হওয়া এ বছরটিকে আল্লাহ্ তাআলা আমাদের জন্য বিশেষ কল্যান মন্ডিত করেছেন। সাধারণত বছরে বায়ান্নটি জুমুআ আসে আর এবছর তিপ্পান্নটি জুমা এসেছে। হাদীস অনুযায়ী জুমুআর দিনে এমন একটি মূহুর্ত আসে যখন আল্লাহ্ তাআলা বিশেষ ভাবে বান্দার দোয়া কবুল করেন। (বুখারী, কিতাবুত্ তালাক, বাবু ফিল ইশারাতে ফিত্তালাকে ওয়াল উমুরে, হাদীস নং-৫২৯৪)।

আমি আশা রাখি, কয়েকবার এ ব্যাপারে মনোযোগ আকর্ষণ করেছি, আমাদের প্রচেষ্টা অনুযায়ী আমাদের জুমুআ দোয়ার মাধ্যমে অতিক্রম করার চেষ্টা করতে হবে। লাহোরে আমাদের যারা শহীদ হয়েছেন বা মর্দানে যে দু এক জন শহীদ হয়েছেন, তারাও জুমুআর দিন দোয়ারত অবস্থায় তাদের প্রাণ আল্লাহ্ তাআলার কাছে পেশ করেছেন। নিঃসন্দেহে এ দোয়া সমূহ যেমন জান্নাতে তাদের জন্য উত্তম রিযিক সৃষ্টি করেছে, তেমনিভাবে (তাদের এসব দোয়া) যাদেরকে তারা পেছনে ছেড়ে গেছে তাদের ও জামা'তের উন্নতির সুসংবাদ পাওয়ার কারনও হবে। আজ বছরের শেষ দিনের এ জুমুআকে আমাদের বিশেষ দোয়ার মাধ্যমে অতিক্রম করা প্রয়োজন।

জুমুআর দিন কল্যাণময় হলেও আদম সন্তানদের জন্য এ দিনে ভয়ের বিষয়ও আছে। কেননা হাদীসে এসেছে রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,'দিন সমূহের সর্দার জুমুআর দিন এবং এটি আল্লাহ্ তাআলার কাছে সবচেয়ে মহান দিন। আল্লাহ্ তাআলার কাছে এটি ঈদুল আজহা এবং ঈদুল ফিতরের দিনের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ। এ দিনের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা এ দিন আদমকে সৃষ্টি করেছেন। এদিন আল্লাহ্ তাআলা হযরত আদমকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করেছেন। এ দিন আল্লাহ্ তাআলা হযরত আদমকে মৃত্যু দিয়েছেন। এদিন এমন একটি মুহুর্ত আসে বান্দা হারাম জিনিষ ব্যাতিত যে কোন কিছু আল্লাহ্‌র কাছে চায় তিনি তাকে তা দান করেন এবং এ দিনেই কেয়ামত সংঘটিত হবে। নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতাগণ, আকাশ পাতাল এবং বায়ুরাশি, পাহাড় এবং সাগর এ দিন ভীত হয়। (সুনান ইবনে মাজাহ, কিতাবু ইকামাতুস্ সালাতে ওয়াস্ সুন্নাতে ফি'হা, বাবু ফী ফযলিল জুমুআতে, হাদীস নং-১০৮৪)

সুতরাং এ দিনের কল্যাণ লাভের জন্য আমাদের জীবন আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে অতিক্রম করা প্রয়োজন। পূণ্যবান ব্যক্তিদের জন্য এদিনে জান্নাতে যাওয়ার উপকরণ যেমন রয়েছে, তেমনি শয়তানের খপ্পরে পরে ভুল কাজ করে জান্নাত থেকে বহিস্কৃত হওয়ার সংবাদও রয়েছে। আমরা এ যুগের আদমকে মান্যকারী (হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কেও আল্লাহ্ তাআলা আদম নামে ডেকেছেন) যাকে আল্লাহ্ তাআলা তার প্রতিনিধি এবং সম্রাট বানিয়েছেন। সুতরাং এ আদমের মাধ্যমে এখন পৃথিবীতেও জান্নাত প্রতিষ্ঠিত হবে যা পরকালীন জান্নাতের উপকরণ সরবরাহ করবে। তার মাধ্যমে যখন নতুন পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি হবে, সেটা কোন বস্তুগত পৃথিবী ও আকাশ নয়, বরং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই সত্যিকার প্রেমিকের মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার উপর আমলকারী সৃষ্টি হবে যারা সর্বদা খোদা তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনকে তাদের মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করে অগ্রসর হবে। পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন জমিন এবং নতুন আকাশ তৈরীর চেষ্টা করবে। কুরবানীর উঁচু মান প্রতিষ্ঠিত করবে। সৎকাজ সম্পাদনকারী হবে। পূণ্যকর্মে সমৃদ্ধি অর্জন করবে। তাদের মূল উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন। অতএব আল্লাহ্ তাআলা এ যুগের ইমামের সাথে যে অঙ্গীকার করেছেন আমরা যদি তা থেকে কল্যাণ লাভ করতে চাই এবং দু জাহানের পুরস্কার লাভ করতে চাই তবে এমন কর্মের প্রয়োজন যা আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য প্রদানকারী। নিজেদের পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ নিয়োগ করে আল্লাহ্ তাআলার ছোট ছোট আদেশ থেকে শুরু করে বড় বড় সব আদেশ পালন করা প্রয়োজন। যাতে আমরা সেই উন্নতির অংশীদার হতে পারি যা আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর জন্য নির্ধারন করেছেন। আমরা যেন সেই সুসংবাদ সমূহের অংশীদার হতে পারি যা আল্লাহ্ তাআলা আমাদের কুরবানীকারীদের দেখাচ্ছেন।

সুতরাং শুধু এ নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট হলে চলবে না যে আল্লাহ্ তাআলা কুরবানী সমূহকে বিনষ্ট করেন না। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তাআলা এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে আমি তোমাকে ক্রমাগত বিজয় দান করব। এটা অবশ্যই হবে ইনশাআল্লাহ্। কিন্তু আমাদের নিজেদের অবস্থা যাচাই করা প্রয়োজন।

আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, 'ইন্নাল্লাযীনা আ'মানু ওয়া আমিলুস্ সালিহাতি লাহুম আজরুন গায়রু মামনুন'। (হা মীম আস্‌সাজদা-৯) অর্থাৎ 'নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং সে অনুযায়ী সৎকাজ করে, তাদের জন্য এমন প্রতিদান রয়েছে যা কখনো নিঃশেষ হবে না'। সুতরাং ঈমান আনার পর সৎকাজ জরুরী। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন,'আমি আমার জামা'তকে উদ্দেশ্য করে বলছি, সৎকাজ করার প্রয়োজন আছে। খোদা তাআলার কাছে যদি কোন কিছু যেতে পারে তবে তা হচ্ছে সৎকাজ'। (মলফুযাত,খন্ড-১,পৃ-১৪)

অতএব ঈমান আনার পর সৎকাজ করা আবশ্যক। সৎকাজ হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার আদেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করা। এরপর আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এর অনন্ত অসীম প্রতিদান রয়েছে। কুরআন করীমের এক স্থানে আল্লাহ্ তাআলা সৎকাজের গুরুত্ব এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'ওয়া বাশ্‌শিরিল্লাযীনা আ'মানু ওয়া আমিলুস্ সালিহাতি আন্না লাহুম জান্নাতিন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার কুল্লামা রুযিকু মিনহা মিন সামারাতিন রিযকান ক্বালু হা'যাল্লাযী রুযিকনা মিন ক্বাবল ওয়া উতু বিহী মুতাশাবিহা ওয়া লাহুম ফিহা আযওয়াজুম মুতাহ্‌হারাতুন ওয়া হুম ফি'হা খালিদুন।' (আল বাকারা-২৬) অর্থাৎ 'আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তুমি তাদের এমন সব বাগানের সুসংবাদ দাও যার পাদদেশ দিয়ে নদ-নদী বয়ে যায়। এ থেকে রিযক রূপে যখনই তাদের কোন ফলফলাদী দেয়া হবে তারা বলবে, 'এতো এর পূর্বেও আমাদের দেয়া হয়েছিল,' অথচ তাদের কেবল এর অনুরূপ দেয়া হবে। আর তাদের জন্য সেখানে পবিত্রকৃত সঙ্গীরা রয়েছে এবং সেখানে তারা

চিরকাল থাকবে'।

এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, 'এ আয়াতে ঈমানের সাথে সৎকাজকে সেভাবে যুক্ত করা হয়েছে যেমন জান্নাতের (বাগানের) সাথে নদ-নদী। ঈমানের ফল হচ্ছে জান্নাত এবং সৎকাজের ফল হচ্ছে নদ-নদী। বাগান যেমন পানি এবং নদনদী ছাড়া টিকতে পারে না, শীঘ্র ধ্বংশ হয়ে যায়, তেমনি ঈমানও সৎকাজ ছাড়া বৃথা। অপর এক স্থানে বৃক্ষের সাথে ঈমানের তুলনা করে বলেছেন, 'যে ঈমানের প্রতি মুসলমানদের আহ্বান করা হয় তা এক বৃক্ষের ন্যায় এবং সৎকাজ ঐ বৃক্ষে জলসিঞ্চন করে। মোটকথা এ বিষয়ে যত চিন্তা ভাবনা করা হবে ততই জ্ঞান লাভ হবে। যেভাবে একজন কৃষককে ফসল ফলানোর জন্য জমিতে বীজ বপন করতে হয়, তেমনি আধ্যাত্মিক জগতের কৃষকের জন্য ঈমান হচ্ছে আধ্যাত্মিক বীজ বপন যা অত্যাবশ্যক। এরপর কৃষক যেভাবে ক্ষেত বা বাগান প্রভৃতিতে জল সেচ করে তেমনি আধ্যাত্মিক বাগান তথা ঈমানের জন্য জল সেচ তথা সৎকাজ প্রয়োজন। স্মরণ রাখ, সৎকাজ ব্যতীত ঈমান ঐরূপ নিস্ফল যেমন একটি ভাল বাগান নদ-নদী বা অন্য কোন জল সেচের ব্যবস্থা ছাড়া নিস্ফল'।

তিনি আরো বলেন, 'যত ভাল এবং উত্তম প্রকৃতির ফল প্রদানকারী বৃক্ষই হোক, মালিক যদি পানি সেচের ব্যবস্থা না করে তবে ফল কি হবে তা সবাই জানে। আধ্যাত্মিক জীবনে ঈমানের বৃক্ষেরও অনুরূপ অবস্থা। আধ্যাত্মিকভাবে ঈমান একটি বৃক্ষ যার জন্য সৎকাজ নদ-নদী স্বরূপ জল সেচের কাজ করে। এরপর সব কৃষককে বীজবপন এবং পানি সেচ ছাড়াও যেমন আরো কিছু পরিশ্রম ও চেষ্টা করতে হয়, তেমনি আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও বরকতের পূণ্যফল লাভের জন্য খোদা তাআলাকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা সাধনা করাকে আবশ্যক ও জরুরী করেছেন। (মলফুযাত, খন্ড-৫, পৃ-৬৪৮,৬৪৯, নতুন সংস্করণ)

অতএব সীমাহীন প্রতিদান ও বরকত থেকে লাভবান হতে হলে, দোয়া গৃহীত হবার দৃশ্য দেখতে হলে সৎকাজ আবশ্যক। ঐসব লোকদের জন্য সুসংবাদ যারা তাদের ঈমান সৎকাজ দিয়ে সুশোভিত করেছে। যারা এ ঘোষণা করেছে, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে দেখে যুগ ইমামের প্রতি ঈমান এনেছি, তারা নিজেদের অবস্থা ও কাজকেও আল্লাহ্ তাআলার শিক্ষা অনুযায়ী পরিচালিত করার চেষ্টা করেছে।

সুতরাং আজও এ দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তাআলা আমাদের জীবন ঐভাবে অতিবাহিত করার সৌভাগ্য দান করেন যা আমাদেরকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার যোগ্য করে তোলে। আমাদের সব ইবাদত ও সব কাজ যেন আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হয়। আজ রাতে এ বছরকে বিদায় জানানোর জন্য এবং আগামী বছরকে স্বাগত জানানোর জন্য এ দোয়া করুন, আল্লাহ্ তাআলার কাছে এ বিশেষ সৌভাগ্য যাচনা করুন যেন আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে আমাদের দুর্বলতা সমূহ দূর করার সৌভাগ্য দান করেন।

আমাদের দূর্বলতার কারনে বিগত বছরে আমরা যে সৎকাজ সমূহ করতে পারিনি, নতুন বছরে আমরা যেন তা করতে পারি। ঈমানের বীজকে যথা সময়ে সৎকাজের পানি সেচের মাধ্যমে সাফল্য মন্ডিত করতে পারি। আমাদের প্রতিটি কাজ যেন খোদা তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হয়।

একদিকে আমরা আনন্দিত যে জামা'তের একটি অংশ কুরবানী দিয়ে জামা'তের তবলীগের নতুন পথ খুলে দিয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে আমি পরিতাপের সাথেও একটি কথা বলতে চাই, আমার কাছে অ-আহমদীদের এমন চিঠিও আসে, আপনার জামাতের ওমুক ব্যক্তি আমার সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা করেছিল, বা ঋন নিয়েছিল, এখন সে আমার সাথে প্রতারনা করছে। সুতরাং যারা জামা'তের দুর্নামের কারন হচ্ছে, তারা এমন লোক যাদের মৌখিক দাবী হচ্ছে আমরা ঈমান এনেছি, কিন্তু তাদের এ দাবী তাদের কোন কাজে আসবে না। এসব লোকেরা জামাতের উন্নতিতে অংশগ্রহণের পরিবর্তে জামা'তের দুর্নাম করছে।

এরপর আহমদীদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয় রয়েছে। এক আহমদীর সাথে আরেক আহমদীর, এক আত্মীয়ের সাথে আরেক আত্মীয়ের সম্পর্ক যেমন আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন, যদি তেমন না হয় তবে এসব ক্ষেত্রে মানুষ কোন কল্যাণ লাভ করতে পারবে না। দোয়ার মাধ্যমেও কোন উপকার পাওয়া যাবে না। সৎকাজের মধ্যে সব অধিকারসমূহ আদায়ের বিষয়ও আসে। সুতরাং আমরা সবাই যদি আমরা আমাদের পর্যবেক্ষণ করি যে বিগত বছর আমরা আমাদের ভেতর থেকে কতটা কলুষতা দূর করতে পেরেছি? কুরবানীকারীরা আমাদের নিজেদের অবস্থায় ও কাজ কর্মে কতটা পরিবর্তন সাধন করেছে? তবে নিশ্চয় এ বছরটিও যার সূচনা ও সমাপ্তি উভয়ই জুমুআ দিয়ে হয়েছে, আমাদের জন্য কল্যাণের বছর হবে।

কিন্তু আমরা যদি শুধু দুনিয়াদারীতেই অগ্রসর হই, এতেই মত্ত থাকি এবং একে অন্যের অধিকার হরণ করতে থাকি, স্বামী-স্ত্রী, ননদ-ভাবী, শ্বাশুরী-বৌ, ব্যবসায়িক অংশীদার পরস্পর একে অন্যের অমঙ্গল সাধনে চেষ্টায় রত থাকি, একে অন্যকে কষ্ট ও যন্ত্রনা দিতে থাকি, নিজেদের আচরণে, কথা-বার্তায় খারাপ ভাষা ব্যবহার করতে থাকি, তবে কল্যাণ নয় বরং আমরা আল্লাহ্ তাআলার অসন্তুষ্টি অর্জন করব। আমাদের কুরবানীকারী যারা আছেন, মৌখিক ভাবে তাদের স্মরণ করার দাবী আমরা করে থাকি, কিন্তু তাদেরকে অনুকরনীয় বানিয়ে আমরা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনকারী এখনো হতে পারি নি। আমরা যদি আমাদের আচার আচরণ পরিবর্তন না করি তবে এখনো আমরা এসব কুরবানীকারীদের প্রশান্তির কারন হইনি।

আহমদীয়াতের শত্রুদের পক্ষ থেকে যদি আমাদের কষ্ট দেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা হয় তবে সেখানে আমাদেরও আমাদের ঈমানকে সৎকাজের মাধ্যমে সজ্জিত করে আল্লাহ্ তাআলার কাছে পেশ করা প্রয়োজন। আমাদের বিরুদ্ধে যদি অগ্নি প্রজ্জলন করা হয়, তবে সে আগুন থেকে আমাদের সে সোনার ন্যায় বের হওয়া প্রয়োজন যা আগুনে পুড়ে খাঁটি হয়ে বের হয়। এ আগুনকে ঠান্ডা করার জন্য আমাদের এমনভাবে অশ্রু নির্গত হওয়া প্রয়োজন যা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে পরিবর্তন সাধন করে।

সুতরাং আমাদের মধ্যে যাদের বিগত বছর এভাবে অতিবাহিত হয়েছে এবং তারা তাদের ঈমানকে তাদের সৎকাজের মাধ্যমে সিক্ত করেছে, তারা সৌভাগ্যবান। আল্লাহ্ তাআলা আগামী বছর পূর্বের চাইতে অধিক হারে এ সম্পর্ককে শক্তিশালী করার সৌভাগ্য দান করুন। যারা নিজেদের সংশোধনের প্রতি মনোযোগ দিতে পারেনি, তারা আজ রাতের দোয়াতে এবং এখন জুমুআর দোয়াতে এ বিষয়েও দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তাআলা সৎকাজ করার সৌভাগ্য দান করেন এবং আগামী বছর নিজেদের সংশোধনের দিকে সর্বদা বিশেষ দৃষ্টি থাকে। এটিকে সামনে রেখে আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য যাচনা করতে থেকে সৎকাজ করার চেষ্টা করতে থাকেন। নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করুন। আল্লাহ্ তাআলা করুন আমরা যেন আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আমাদের

সৎকাজ সমূহ সমৃদ্ধ করতে পারি। আজ রাতে অধিকাংশ লোক, বিশেষ ভাবে এই পশ্চিমা বিশ্বের লোকজন যেখানে মদ্যপান, নাচগান এবং হৈ হুলোরে ব্যস্ত থাকবে, তখন আমরা আল্লাহ্ তাআলার সমীপে আমাদের আবেগানুভূতির অশ্রু এ অঙ্গীকারের সাথে প্রবাহিত করব যে আগামী বছর এবং সর্বদাই আমাদের আবেগাশ্রু আল্লাহ্ তাআলার আদেশ পালন করতে থেকে প্রবাহিত হতে থাকবে।

আমরা আমাদের ঈমানে উন্নতি করার চেষ্টা করতে থাকব। আমাদের সব অবস্থা ও সব কাজকে খোদা তাআলার আদেশ অনুযায়ী সজ্জিত করব। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এর সৌভাগ্য দান করুন এবং আমাদের দোয়া সমূহ কবুল করুন। আগামী বছর যেন আমাদের সব আহমদীদের জন্য, ব্যাক্তিগত ভাবে এবং জামাতী ভাবেও অগনিত কল্যাণ বয়ে আনে।

আল্লাহ্ তাআলার দয়ার কথা আমি বলতে চাচ্ছিলাম। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, এ বছর আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এ পুরস্কার দিয়েছেন, জলসার দ্বিতীয় দিনের রিপোর্টে আমি একথা বলেছি, এমটিএ-এর মাধ্যমে রাশিয়ান ডেস্কের সহায়তায় রাশিয়ান প্রোগ্রামও এখন চালু হয়েছে। খুতবার অনুবাদ এবং ওয়েব সাইটও চালু হয়েছে। পূর্বে কখনো কখনো দু একজন রাশিয়ানের চিঠি আমার কাছে আসত। তারা সংখ্যায়ও স্বল্প ছিল।

আল্লাহ্ তাআলার ফযলে এখন তাদের সংখ্যাও শত শত হয়েছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ইলহাম রয়েছে যে তিনি রাশিয়াতে বালু রাশির ন্যায় আহমদীয়াত ছড়াতে দেখেছেন। আল্লাহ্ তাআলা করুন এ বানী যেন তাদের কাছে তীব্র বেগে পৌঁছতে থাকে এবং আমরা আমাদের জীবনে এ ইলহাম পূর্ণ হবার দৃশ্য দেখতে পাই।

আজ আমি আরেকটি বিষয় বলতে চাই, কাদিয়ান জলসার সমাপ্তিতে এ কথা বলার ছিল, আমাদের ওয়েব সাইট 'আল ইসলাম'-এ আল্লাহ্ তাআলার ফযলে তারা একটি নতুন সংযোজন করেছেন। রুহানী খাযায়েন নামে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর গ্রন্থাবলীর যে সংকলন রয়েছে, তাকে এমন একটি সার্চ ইঞ্জিনের আওতায় এনেছেন, যাতে আপনি কোন শব্দ অনুসন্ধান করতে চাইলে, উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহ্ তাআলার নাম, যীশু মসীহ্‌র নাম, মুহাম্মদ নাম প্রভৃতি এতে লিখে সার্চ করলে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর গ্রন্থাবলীতে যা রুহানী খাযায়েনের খন্ড সমূহে সন্নিবেশিত আছে, যেখানেই সে নাম ব্যবহৃত হয়েছে সেই নাম ও উদ্ধৃতি সামনে চলে আসবে।

যারা ইন্টারনেটের প্রতি আগ্রহ রাখে, আল ইসলাম দেখে থাকে, তারা আরো সার্চ করে মূল বইয়ের পৃষ্ঠাও দেখতে পারবে। এটি খুব বড় কাজ এবং এটি করা খুব কষ্টকর ছিল। আল্লাহ্ তাআলার ফযলে আমাদের যুবকদের টিম এ কাজ করেছে, যাদের মধ্যে দু'জন ওয়াকফে নও ছেলে। একজন লাহোরের নুমান আহমদ, আরেকজন করাচীর মুবারক আহমদ। এছাড়াও ইন্ডিয়ার ছেলে রয়েছে। এজন্য কাদিয়ানের সালানা জলসার শেষ দিন আমি ঘোষণা করতে চেয়েছিলাম যে, তিন জন ছাড়া এতে অংশগ্রহণকারী বাকী সবাই ভারতের।

চেন্নাইয়ের ফযলুর রহমান, ব্যাঙ্গালোরের মকসুদ আহমদ, শাহেদ পারভেজ, আব্দুস সালাম, আয়শা মকসুদ সাহেবা এবং আলতাফ আহমদ। রিয়াজ আহমদ মাঙ্গালুর এবং আরেক জন পাকিস্তানের খুররম নাসির। চেন্নাইয়ের কলিমুদ্দীন শেখ। তারা অনেক বড় একটি কাজ করেছে। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে লোকেরা এ সম্পর্কে ধারনাও করতে পারবে না। সব বই পড়া, সব বইয়ের সব শব্দ খোঁজা, এরপর এর ইনডেক্স বানানো, এরপর সেই ইনডেক্সের উদ্ধৃতি, এরপর তার পৃষ্ঠা সমূহের প্রোগ্রাম বানানো, এটি একটি অনেক বড় কাজ ছিল যা আল্লাহ্ তাআলার ফযলে এ যুবকগণ করেছে।

আল্লাহ্ তাআলা এদের সবাইকে পুরস্কৃত করুন এবং বিশ্ববাসী এথেকে উপকৃত হোক। বর্তমানে আপত্তিকারীরা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলীর উপর বিভিন্ন আপত্তি করে থাকে। কিন্তু চোখ মেললে দেখতে পাবেন এটাই সেই ধন ভান্ডার যা পৃথিবীবাসীর সংশোধনের উপায় হতে পারে। কিন্তু যাদের উপর প্রভাব পড়ে না কুরআন করীমের আয়াত নিয়েওতো তারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করেছিল। তাদের উপর এর কোন প্রভাব পড়েনি। আল্লাহ্ তাআলা বিশ্ববাসীকে জ্ঞান ও উপলব্ধি দান করুন।

তৃতীয়তঃ আরেকটি বিষয়ে বলতে চাই, ইন্টারনেটে ফেসবুকে আমার নামে একটি একাউন্ট খোলা আছে, যে সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। ফেস বুকে আমি কখনো কোন একাউন্ট খুলিনি এবং আমার এ বিষয়ে কোন আগ্রহও নেই। বরং কিছু দিন পূর্বে আমি জামাতকে ফেসবুক থেকে বাঁচার জন্য সতর্ক করেছিলাম। এতে অনেক অনিষ্ট রয়েছে। জানি না কে বোকার মত এ কাজ করেছে। হয়তো কোন বিরোধী এ কাজ করেছে, কিংবা কোন আহমদী নেকীর উদ্দেশ্যে এটি করে থাকতে পারে।

কিন্তু যে কারনেই করুক, তা বন্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ্ তাআলা এটি বন্ধ হয়ে যাবে। কেননা এর ক্ষতিকর দিক বেশী এবং উপকারী দিক কম। **ব্যক্তিগত ভাবেও আমি লোকদের বলে থাকি, ফেসবুকের মাধ্যমে কিছু অনিষ্টের উদ্ভব হয়, এরপর এটি ঐ ব্যক্তির নিজেরও দুশ্চিন্তার কারন হয়। বিশেষ ভাবে মেয়েদের এথেকে সতর্ক থাকা উচিৎ। যাই হোক, আমি এটি ঘোষণা করে দিতে চাই, ফেসবুকে লোকদের নিজস্ব যে একাউন্ট রয়েছে, লোকেরা তা পড়ছে, নিজেদের মন্তব্যও দিচ্ছে যা সম্পূর্ণ গর্হিত কাজ। এজন্য এ থেকে বাঁচুন। কেউ এতে অংশ নেবেন না।** যদি কখনো এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যাতে জামাতী ভাবে ফেসবুকের ন্যায় কোন কিছু চালু করতে হয়, তবে তা সাবধানতার সাথে চালু করা হবে।

যাতে প্রত্যেকের access হবে না এবং শুধু জামাতী অবস্থান এতে সামনে আসবে। এতে যে খুশি আসতে পারে, কেননা আমাকে বলা হয়েছে যে কিছু বিরুদ্ধবাদীও তাদের মন্তব্য সেখানে দিয়েছে। এটাতো এমনিতেই অন্যায় যে কোন একজনের নামে অন্য ব্যক্তি তার অনুমতি ছাড়াই কাজ শুরু করে, যদিও সে সৎ নিয়তেই করুক না কেন। এজন্য যে-ই একাজ করেছে, সে যদি সৎ নিয়তেও করে থাকে শিঘ্র এটি বন্ধ করে দিন এবং ইস্তেগফার করুন। আর কেউ যদি দুষ্টামি করে থাকে তবে আল্লাহ্ তাআলাই নিষ্পত্তি করবেন। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সব অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখুন এবং জামা'তকে উন্নতির পথে পরিচালিত করতে থাকুন।

অনুবাদ ঃ আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ,
মুরব্বী সিলসিলাহ্
সহযোগীতায় ঃ মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।

Press Desk
Ahmadiyya Muslim Jamaat
INTERNATIONAL

22nd July 2011
PRESS RELEASE

# 30,000 converge for International Islamic conference

## Ahmadi Muslims must desire and work towards the betterment of the countries in which they live

The 45th Annual Convention (Jalsa Salana) of the Ahmadiyya Muslim Jamaat UK began today at the vast Oaklands Farm site in Alton known as 'Hadeeqatul Mahdi'. The three day international event has attracted global interest with around 30,000 delegates attending from dozens of countries.

During the course of the first day, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, the world Head of the community, addressed the delegates twice. First during his Friday Sermon and then later during the first full session of the Jalsa Salana. Further, as a means to officially open the event, he also raised the Flag of the Ahmadiyya Muslim Jamaat.

The afternoon session was first addressed by Jeremy Hunt MP, Secretary of State for Culture, Olympics, Media and Sport. In his speech he said that he very much appreciated the values displayed by Ahmadi Muslims, particularly the way in which they integrated within their local communities. He particularly praised the Community for its commitment to charitable causes and its efforts in terms of humanitarian relief across the world. Moreover, on behalf of the Prime Minister David Cameron and the Government he wished the Ahmadiyya Muslim Jamaat a successful Jalsa Salana 2011.

In his afternoon address, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad spoke of the fundamental objectives of the Jalsa Salana and he also spoke about the efforts of the Ahmadiyya Muslim Jamaat to portray the true teachings of Islam to the world.

His Holiness spoke of how morality and spirituality were crucial factors for the development of world peace. Such qualities were wholly lacking by certain so called Muslims who persecuted Ahmadi Muslims and other minorities. His Holiness said that neither the Holy Qur'an, nor the Holy Prophet Muhammad (peace be upon him), permitted any form of persecution, extremism or terrorism. He said it was a very sad indictment that even though Islam taught honesty in all matters, today large parts of the Muslim world had adopted dishonesty more than any other people.

Speaking about the importance of loyalty and love for one's country, His Holiness said :

"Ahmadi Muslims must desire and work towards the betterment of the countries in which they live. Furthermore they must always adhere and respect the local laws."

His Holiness concluded by saying that the Ahmadiyya Muslim Jamaat's worldwide campaign of loyalty, love and peace had attracted a great deal of publicity and awareness over the past few years. However this campaign was now entering a second phase whereby it was the responsibility of the Community to inform the world about the claim of the founder of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad. He claimed to be the Promised Messiah and Mahdi awaited by all major religions and his claim was supported by thousands of proofs in his favour.

The session concluded with a silent prayer before the thousands of Ahmadi Muslims dispersed to various locations. Some were camping at Hadeeqatul Mahdi, some had booked hotels nearby, whilst others were commuting. They were however all united in feeling the sense of excitement and spirituality evoked by the Jalsa Salana and in particular the addresses of Hadhrat Mirza Masroor Ahmad.

The full proceedings of the Jalsa Salana are being broadcast worldwide on MTA International which can be viewed on Sky 787 in the UK. It can also be streamed online on MTA.tv.

প্রেস রিলিজ

২২ জুলাই,২০১১

# যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সালানা জলসায় ৩০,০০০ ইসলাম প্রেমীর অভিযাত্রা

## আহমদী মুসলমানরা যে দেশে বসবাস করে সে-দেশের উন্নতির আকাঙ্খা তারা অবশ্যই লালন করবে আর সে লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টাও চালাবে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্ত-রাজ্যের ৪৫-তম বার্ষিক সম্মেলন (সালানা জলসা) অল্টনের ওকল্যান্ডস ফার্মের বিস্তীর্ন প্রাঙ্গন **'হাদিকাতুল মাহ্‌দী'**-তে আজ শুরু হয়েছে। তিন দিনের এই আন্তর্জাতিক কর্মসূচি বৈশ্বিক-মনোযোগ আকর্ষন করেছে এবং বিশ্বের কয়েক ডজন দেশ থেকে ৩০,০০০ প্রতিনিধি এতে যোগদান করেছে।

নিখিল বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রাণপ্রিয় খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ (আই.) প্রথম দিনে দু'দফা প্রতিনিধিবৃন্দকে খেতাব করেন- প্রথমবার তাঁর প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় এবং পরে জলসা সালানার প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষনে। উপরন্তু, জামাতের-পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমেও তিনি জলসার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

বিকেলের অধিবেশনটিতে যুক্তরাজ্যের কালচার, অলিম্পিক্‌স, মিডিয়া ও স্পোর্টস-বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী, এম.পি. মিঃ হেনরী হান্ট প্রথম বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন, তিনি নিজে আহমদীয়া মুসলমানদের প্রদর্শিত মূল্য-বোধের, বিশেষ করে যেভাবে তারা সেই দেশের স্থানীয় জামাত সমূহের মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন, উহার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

তিনি বিশ্ব-ব্যাপী দাতব্য ও মানব-সেবা মূলক কর্মকান্ডের সাথে একনিষ্ঠভাবে আহমদীয়া জামাতের জড়িত থাকার প্রচেষ্টার বিষয়টি উলেখ করে তাদের বিশেষ প্রশংসা জ্ঞাপন করেন। উপরন্তু তিনি প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন ও তার সরকারের পক্ষ থেকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ২০১১ এর জলসা-সালানার সফলতাও কামনা করেন।

বৈকালিক অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতায় হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ (আই.) জলসা-সালানার মৌলিক উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন এবং সারা বিশ্বে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রচেষ্টার কথা বর্ণনা করেন।

বিশ্ব-শান্তির উন্নয়নে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক উপাদান, হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ (আই.) সে কথা ব্যক্ত করেন এবং বলেন যে, সেই সব তথা কথিত মুসলমানদের মধ্যে এসব গুণ নেই, যারা আহ্‌মদী মুসলমান ও অন্যান্য-সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে।

তিনি বলেন, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা কোন ধরণের নিপীড়ন, চরম-পন্থা অথবা সন্ত্রাসের অনুমতি দেয় না। তিনি আরো বলেন, এটা খুবই দু:খজনক এক অভিযোগ যে, যদিও সর্বক্ষেত্রে ইসলাম সাধুতার শিক্ষা প্রদান করেছে, তথাপি মুসলিম জনগোষ্ঠির এক বড় অংশ যে-কোন লোকদের তুলনায় অসাধুতাই অবলম্বন করছে বেশী।

নিজ দেশের প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসার গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে হুযূর (আই.) বলেন, " **আহমদী মুসলমানরা যে দেশেই বসবাস করুক, সেদেশের উন্নতির প্রত্যাশা অবশ্যই করবে এবং সে লক্ষ্যে কাজ করে যাবে। উপরন্তু তারা সর্বদা সে দেশের আইনের প্রতি অবশ্যই শ্রদ্ধাশীল হবে এবং তা যথারীতি মেনে চলবে** "।

উপসংহারে হুযূর (আই.) বলেন, বিগত বছরগুলোতে আহমদীয়া জামা'তের বিশ্ব-ব্যাপী আনুগত্য, ভালবাসা ও শান্তির অভিযান বিশাল এক মাত্রায় প্রচার ও অবহিতি অর্জন করেছে। যাহোক এ অভিযান এখন এর নবোতর দ্বিতীয় ধাপে প্রবেশ করেছে, যা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর দাবীর সত্যতা, সমগ্র বিশ্বে প্রচার করার দায়িত্ব এ জামা'তের সদস্যদের উপর অর্পণ করছে। তিনি (আ.) নিজকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী হবার দাবী করেন, যার আগমনের অপেক্ষায় বড় বড় ধর্মের অনুসারীরা অপেক্ষমান এবং তাঁর (আ.) এ দাবীর সমর্থনে তাঁর স্বপক্ষে হাজার হাজার প্রমান বিদ্যমান রয়েছে।

বিদায়ের পূর্বে হাজার হাজার আহমদী মুসলমানের এই আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী অধিবেশন নিরব-দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। এরপর অনেকে হাদিকাতুল মাহ্‌দীর বিভিন্ন ক্যাম্প-এ অবস্থান গ্রহণ করেন, অনেকে ভাড়া করা নিকটস্ত হোটেল স্যুটে চলে যান এবং অন্যান্যরা পারস্পরিক কথাবার্তায় নিজেদেরকে ব্যাপৃত রাখেন। তারা সবাই জলসা সালানায় প্রদত্ত হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) প্রদত্ত বক্তৃতার আধ্যাত্মিক জোশে উজ্জীবিত হন।

জলসা সালানার বিস্তারিত বিবরণ এম.টি.এ তে পাওয়া যাবে।

PRESS RELEASE 13th July 2011

# Another Ahmadi Muslim killed in Pakistan

## Hatred against the Ahmadiyya Muslim Jamaat in Pakistan continues to spread and leads to such tragic incidents

It is with great sadness that the Ahmadiyya Muslim Jamaat hereby confirms that on 11 July 2011, a well-known and respected Ahmadi lawyer, Mr Malik Mabroor Ahmad (50), was martyred in Nawab Shah, Sindh.

At approximately 8.15pm local time, Malik Mabroor Ahmad was shot point blank near his office by an unidentified gunman. Upon hearing the gunfire, the brother of the deceased, Malik Waseem Ahmad, rushed to the scene, however by the time he had arrived Malik Mabroor Ahmad had already passed away.

Malik Mabroor Ahmad was a peaceful and law abiding citizen and a renowned lawyer. He is survived by his wife, three sons and two daughters.

The spokesman for the Ahmadiyya Muslim Jamaat, Abid Khan said :

"Hatred against the Ahmadiyya Muslim Jamaat in Pakistan continues to spread and leads to such tragic incidents. Hatred and persecution of any organisation or group must be condemned by all those who believe in tolerance and love for humanity. Such attacks serve only to destabilise society and to spread discord."

Malik Mabroor Ahmad was very well respected amongst the local community and was known for his kindness. He served the Ahmadiyya Muslim Jamaat with great distinction throughout his life.

A number of prominent Ahmadi Muslims have been martyred in Sindh Province over the past few years but those responsible have not been brought to justice and remain at large.

The Ahmadiyya Muslim Jamaat calls on the international community and media to highlight the continued persecution of minorities in Pakistan. If such hatred and sectarianism is allowed to continue then it is inevitable that further tragedies will occur.

# পাকিস্তানে আরও একজন আহ্‌মদী মুসলমানের শাহাদত বরণ

## পাকিস্তানে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে ছড়িয়ে দেয়া ঘৃণা থেকেই এমন দু:খজনক ঘটনা বিস্তার লাভ করছে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত অত্যন্ত দু:খের সাথে জানাচ্ছে যে, জনাব মালীক মাবরুর আহমদ (৫০) নামীয় একজন সুপরিচিত ও সম্মানিত আহমদী আইন-জীবিকে বিগত ১১ জুলাই,২০১১ তারিখে সিন্ধুর নবাব শাহ্-তে শহীদ করা হয়েছে।

স্থানীয় সময় আনুমানিক রাত সোয়া আট ঘটিকায় এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি মালীক মাবরুর আহমদ-কে তার নিজ দপ্তরের অদূরে গুলি করে হত্যা করে। গুলির শব্দ শুনে নিহতের ভাই মালীক ওয়াসিম আহ্‌মদ ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন, কিন্তু ততক্ষনে মালীক মাবরুর আহমদ মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাযিউন)।

মালীক মাবরুর আহমদ একজন শান্তি-কামী ও আইন-মান্যকারী নিরীহ নাগরিক এবং প্রখ্যাত একজন আইন-জীবিও। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ পুত্র ও ২ কন্যা রেখে গেছেন।

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের মুখপাত্র আবিদ খাঁন বলেন, **"পাকিস্তানে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো বেড়েই চলেছে এবং তা পরিনামে এ ধরণের দু:খজনক ঘটনায় পর্যবসিত হচ্ছে। যে কোন সংস্থা অথবা দল যারা সহিষ্ণুতা ও মানব-প্রেমের নীতিতে বিশ্বাসী তাদের ঐ সব ঘৃণা ও জুলুমকে অবশ্যই নিন্দা জানানো উচিত। এ ধরণের হীন আক্রমণ সমাজে অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধিতে ইন্ধন জোগায়, যার ফলশ্রুতিতে দ্বন্দ-কলহ বিস্তৃত হয়"**।

মালীক মাবরুর আহমদ স্থানীয় সমাজে একজন প্রভূত সম্মানের পাত্র এবং 'দয়ালু' বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। সারা জীবন তিনি জামা'তকে বৈশিষ্টপূর্ণ অনেক সেবা দান করে গেছেন।

বিগত কয়েক বছরে সিন্ধু-প্রদেশে বেশ ক'জন বিশিষ্ট আহমদীকে শহীদ করা হয়েছে। কিন্তু দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কোনই ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি, উপরন্তু নির্বিবাদে সেই সব খুনীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও সংবাদ-মাধ্যমের সাথে সাক্ষাৎ করে পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর অবিরত নিপীড়নের এই বিষয়টি তুলে ধরতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ ধরণের ঘৃণা ও সাম্প্রদায়িকতা যদি চলতে দেয়া হয়, তবে এটা অবশ্যম্ভাবী যে, দু:খ ও হৃদয় বিদারক আরও বহুবিধ ঘটনাই ঘটবে।

# Muslim Community prays for victims of Norway attacks

## May God protect all innocent and decent people from such hateful and barbaric acts in future

PRESS RELEASE 27th July 2011

The Ahmadiyya Muslim Jamaat condemns absolutely the horrific killings that took place last Friday in Norway. Such an attack serves no purpose other than to destroy the peace of a society and to bring devastation to the nation and the wider world.

In response to this incident, the world Head of the Ahmadiyya Muslim Jamaat, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad has said :

"Just a few days ago a horrific incident occurred in Norway where scores people were killed in a bomb and gun attack. May God grant patience to the people of Norway and particularly to those who have been directly affected by this tragedy and may He also guide those who plot such hateful acts to the error of their ways.

Our thoughts and prayers are always with those people who have been attacked or victimised. May God protect all innocent and decent people from such hateful and barbaric acts in future. There are so many conflicts taking place in the world today and so it is imperative that we all pray for humanity and for world peace."

22 Deer Park Road, London, SW19 3TL UK
Tel/Fax: 020 8544 7613 Mob: 077954 90682 Email: press@ahmadiyya.org.uk

# নরওয়েতে সংঘটিত হীন আক্রমণে হতাহতদের জন্য মুসলমান সম্প্রদায়ের দোয়া

## ভবিষ্যতে এ ধরণের ঘৃণ্য ও বর্বর-আক্রমণের শিকার হওয়া থেকে আল্লাহ্ তাআলা সব নিরীহ ও ভালো মানুষদের রক্ষা করুন

বিগত শুক্রবারে নরওয়েতে সংঘটিত রোমহর্ষক হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত তীব্র-নিন্দা জ্ঞাপন করছে। এ ধরনের আক্রমণ একটি সমাজের শান্তি বিনষ্ট করে তথা জাতি ও বৃহত্তর বিশ্বের শান্তি ও স্থিতিশীলতার ধ্বংস ঘটানো ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য সাধন করে না।

এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় নিখিল বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বলেন, " *অল্প কিছুদিন আগে নরওয়েতে এক রোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছে, সেখানে এক বোমা বিস্ফোরন ঘটিয়ে আর বন্দুক দিয়ে টানা গোলাবর্ষনে অষ্টাদশোর্ধ লোককে হত্যা করা হয়েছে। নরওয়েবাসীদেরকে বিশেষ করে যারা মর্মন্তুদ দু:খদায়ক এই ঘটনায় সরাসরি আক্রান্ত হয়েছেন, আল্লাহ্ তাদেরকে ধৈর্য দান করুন এবং এই ঘৃণ্য কর্মের নেপথ্য-নায়ক যারা, তাদেরকেও তিঁনি তাদের ত্রুটি অনুধাবনে সক্ষম করুন।*

*আমাদের চিন্তা এবং দোয়া সর্বদাই সেই সব লোকদের সাথে রয়েছে, আক্রান্ত অথবা এর শিকারে যারা পরিণত হয়েছেন। আল্লাহ্ সকল নিরীহ ও শিষ্ট লোকদেরকে ভবিষ্যতে এ ধরণের ঘৃণ্য ও বর্বরোচিত কর্ম থেকে রক্ষা করুন। আজ বিশ্বে অনেক সংঘাত সংঘটিত হচ্ছে এবং সেজন্যে এটা জরুরী যে, আমরা সবাই মানবতা ও বিশ্ব-শান্তির জন্যে দোয়া করি* "।

ভাষান্তর : মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

# হযরত উসমান আল-গনি ইবনে আফ্‌ফান (রা.)

মূল: আমের সাফির, লন্ডন, ইউকে
ভাষান্তর: সিকদার তাহের আহমদ

**(৩য় কিস্তি)**

তিনি (রা.) তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর দেওয়া লিখিত বিবৃতিটি দেখালেন এবং তাদেরকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, মুসলমানরা কেবল শান্তিপূর্ণভাবে উমরা করতেই এসেছে। মক্কার সর্দাররা এই লিখিত বিবৃতিটি আগ্রহ সহকারে দেখলো। তিনি তাদেরকে রাজি করাতে চাচ্ছিলেন বলে সর্দারদের সঙ্গে উসমানের আলোচনা অনানুষ্ঠানিকভাবে চলতে লাগলো। সর্দাররা উসমানকে বললো, তিনি চাইলে কা'বা তওয়াফ করতে পারেন।

কিন্তু, তারা এই বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অনড় রইল যে, এ বছর তারা কোনো অবস্থাতেই মুসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না। উসমান (রা.) তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি বললেন, 'আমি আমার নেতাকে বাদ দিয়ে তওয়াফ করতে পারবো না।' (প্রাগুক্ত, অধ্যায়-১২)। মক্কার নেতৃবৃন্দকে রাজি করাতে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি মুসলমানদের শিবিরে মহানবী (সা.)-এর কাছে ফিরে আসার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।

তখন কুরায়শদের একটি অংশ উসমানকে (রা.) মক্কায় আটকিয়ে রাখলো এই ভেবে যে, এর ফলে তারা আরো ভালভাবে মুসলমানদের সঙ্গে দর কষতে পারবে। যথা সময়ে মুসলিম শিবিরে হযরত উসমান (রা.) ফিরে না আসায় মক্কার কিছু লোক শয়তানী করে গুজব রটিয়ে দিল যে, উসমানকে হত্যা করা হয়েছে। (Life of Mohammad p. 109)। এই মিথ্যা সংবাদ শুনে মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে ডেকে সমবেত করলেন এবং বললেন, 'দূতের জীবন প্রত্যেক জাতির কাছে নিরাপদ। তোমরা শুনে থাকবে যে, উসমানকে মক্কাবাসী হত্যা করেছে। যদি এই খবর সঠিক হয়, তাহলে আমরা জোর করে মক্কায় প্রবেশ করবো।'

একটি বাবলাজাতীয় গাছের ছায়ায় মুসলমানদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন মহানবী (সা.)। তিনি (সা.) ঘোষণা করলেন, 'যারা এই প্রতিজ্ঞা করতে প্রস্তুত রয়েছে যে, যদি আমাদের অগ্রসর হতেই হয়, তাহলে হয় আমরা বিজয় অর্জন করবো, নয় তো যুদ্ধ ক্ষেত্রে এক এক করে মৃত্যুবরণ করবো। এবং এই প্রতিজ্ঞার জন্য তাদেরকে আমার হাতে বয়আত গ্রহণ করতে হবে।' (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১০৮)। মহানবী (সা.) এই ঘোষণা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সাথে আগমনকারী পনের শত তীর্থযাত্রী পনের শত সৈনিকে রূপান্তরিত হয়ে গেল। তারা পাগলপারা হয়ে একে অপরের আগে মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়আত করার জন্য হুড়াহুড়ি শুরু করে দিলেন।

(প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ১০৯)।

যখন উপস্থিত সমস্ত মুসলমান তার (সা.) হাতে হাত রেখে বয়আত গ্রহণ করে ফেললো, তখন মহানবী (সা.) তার বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে বললেন:

"এটি উসমানের হাত; সে যদি এখানে থাকতো, এই ঐশী সওদার ক্ষেত্রে সে কারো পেছনে থাকতো না। কিন্তু, এখন সে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের কাজে নিয়োজিত।" (Zafrullah Khan; Chapter 12)

এই বয়আত 'বৃক্ষের বয়আত' নামে প্রসিদ্ধ। কারণ, মহানবী (সা.) যখন বয়আত গ্রহণ করছিলেন, তখন তিনি একটি গাছের নিচে বসে ছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে এই ঘটনাটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) লিখেন:

"এই বয়আতে অংশগ্রহণকারীদের শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত যতদিন পৃথিবীতে বেঁচে ছিলেন ততদিন তারা এই বয়আতের কথা গর্বের সঙ্গে বলে বেড়াতেন। কেননা, পনের শ' লোকের মাঝে একজনও এই বয়আত গ্রহণ করতে কোন প্রকার দ্বিধা করেন নি। তারা শপথ নিলেন যে, যদি শত্রু ইসলামী দূতকে হত্যা করেই থাকে, তাহলে হয় তারা সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই মক্কা জয় করবে, নয়তো সন্ধ্যার পূর্বেই যুদ্ধ ক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করবে।" (Life of Mohammad p. 109)

কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতেও এই ঘটনা বিবৃত হয়েছে:

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ
تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ
السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَ اَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿١٩﴾

বঙ্গানুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা গাছের নিচে তোমার বয়আত করছিল এবং তাদের হৃদয়ে যা ছিল তা তিনি জানতেন। সুতরাং তিনি তাদের ওপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করলেন এবং তাদেরকে এক আসন্ন বিজয়ের (সুসংবাদ) দান করলেন। (আল্ ফাত্‌হ :১৯)

এই বয়আত গ্রহণ শেষ হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই হযরত উসমান (রা.) ফিরে এলেন। তিনি বললেন যে, মক্কাবাসীরা এ বছর ওমরাহ করতে দিতে পারবে না, তবে তারা আগামী বছরে অনুমতি দিতে রাজি আছে। কাজেই, এ ব্যাপারে একটা চুক্তি সম্পাদন করার জন্য তারা প্রতিনিধিও প্রেরণ করছে। এরপর মুসলমানদের সঙ্গে মক্কাবাসীর একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় যা 'হুদায়বিয়ার সন্ধি' নামে প্রসিদ্ধ।

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর থেকে হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত হযরত উসমানের জীবনীর কিছুটা আলোচনা পূর্বোক্ত দুই খলিফার জীবনী আলোচনা করার সময়ে বিবৃত হয়েছে। আগ্রহী পাঠক The Review of Religions, November 2007 দেখুন।

(চলবে)

# রমযানের তিন দশক

জহির উদ্দিন আহমদ

## রমযানের তিন দশকের গুরুত্ব

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা মু'মিনদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। (আল-বাকারা ঃ ১৮৪)

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা মু'মিনদের জন্য রোযা আবশ্যক হবার ঘোষনা দিয়েছেন এবং তাকওয়া অবলম্বনই রোযার উদ্দেশ্য বলে বর্ননা করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, এ রোযা এজন্য ফরয করা হয়েছে এবং এসব আদেশ নিষেধ এজন্য করা হয়েছে যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করে এগিয়ে যাও। তাকওয়া কি জিনিষ? তাকওয়া এই যে, তোমরা পাপ থেকে বিরত থাক, পাপ বর্জন করে যেতে সচেষ্ট থাক। যেভাবে কেউ ঢাল বা অন্য কিছুর আড়ালে এসে নিজেকে নিরাপদ করতে চেষ্টা করে সেভাবে এটা কর। মানুষের মনে যখন খোদার ভয় থাকে তখন সে পাপ থেকে বাঁচার চেষ্টা করে। রোযা হচ্ছে খোদা ভীতি অর্জনের এবং পাপ থেকে রক্ষা পাবার উপায় স্বরুপ।

আল্লাহ্ বলেছেন, যেভাবে রোযা রাখার নির্দেশ আছে সেভাবে রোযা রাখ। তবে তাকওয়ার পথে এগিয়ে গিয়ে উন্নতি লাভ করবে। নতুবা, হাদীসে আছে,'তোমাদেরকে অভূক্ত রাখার কোন ইচ্ছা আল্লাহ্ তাআলার নেই, প্রয়োজনও নেই। আল্লাহ্ তো বলেছেন, তোমারা যেসব ভুল-ভ্রান্তি করেছ, তার কুফল থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য আমি তোমাদের জন্য পথ করে দিয়েছি। যেন তোমরা বিশুদ্ধ চিত্তে তওবা করে পুনরায় আমার কাছে আস। তোমরা রমযানের এ পবিত্র মাসে যথাযথভাবে রোযা রাখ, আমার খাতিরে তোমরা হালাল বস্তু গ্রহন করা থেকে বিরত থাক-তোমাদের এ প্রচেষ্টার ফলে আমি তোমাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিব এবং শয়তানকে বেঁধে রাখব।

রমযানের তিন দশক এর ধারনা কোথা থেকে এল তা জানা প্রয়োজন। এ বিষয়ে একটি হাদীসে উলেখ এসেছে, হযরত সালমান ফারসী (রা.) বর্ননা করেছেন, হযরত নবী করীম (সা.) একবার শা'বান মাসের শেষ দিন আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলেন,'হে মানব মন্ডলী! তোমাদের উপর একটি মহান বরকতপূর্ণ মাস বিস্তার লাভ করতে চলেছে। এ মাসে এমন এক রাত আসে যে মাস হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠতম। এ মাসে রোযা রাখা তোমাদের জন্য আল্লাহ্ ফরয করেছেন এবং এ মাসের রাতে (তাহাজ্জুদের ) নামায পড়া নফল করেছেন। এটি এমন একটি মাস যার প্রথম অংশে রহমত (দয়া), মধ্যম অংশে মাগফেরাত (ক্ষমা) এবং শেষাংশে নাজাত (জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি) লাভ হয়। যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে আহার করিয়ে পরিতৃপ্ত করবে তাকে আল্লাহ্ তাআলা আমার হাওযে কাউসার থেকে এমন শরবত পান করাবেন যে সে জান্নাতে প্রবেশের পর আর কখনও পিপাসা বোধ করবে না।' (সহীহ্ ইবনে খোযায়মা, কিতাবুস্ সিয়াম)

এ হাদীস থেকে পরিস্কার হয়, এ মাসে রোযা ফরয করা হয়েছে - এ ব্যাপারে কোন প্রকার তালবাহানা বা কারন অনুসন্ধান করা যাবে না। অবশ্যই রোযা রাখতে হবে, কিন্তু কেবল অভুক্ত থাকা নয় বরং ইবাদতে মনোযোগী হতে হবে। রাতে উঠে ইবাদতের জন্য দাড়াতে হবে। তবেই এ সব পুরস্কারের অধিকারী হওয়া যাবে এবং জান্নাতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা যাবে, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তাআলা দিয়েছেন।

এ হাদীসে রমযান মাসের যে তিন দশকের উলেখ এসেছে, তা থেকে পরিস্কার হয়, রমযানের রোযা যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে বান্দা প্রথমে আল্লাহ্ তাআলার রহমত (দয়া) লাভ করে। এরপর ধৈর্য, সাধনা ও সংযমের সাথে এগিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে সে আল্লাহ্ তাআলার মাগফিরাত (ক্ষমা) লাভ করে। পরিশেষে চূড়ান্ত প্রতিদান স্বরূপ নাজাত (মুক্তি) লাভ করে। রমযানের সিয়াম সাধনার মাধ্যমে এভাবে পর্যায়ক্রমে বান্দা আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও ভালবাসা অর্জনের মাধ্যমে চুড়ান্ত পুরস্কার লাভ করে।

রমযানের তাৎপর্য সম্পর্কে আরেকটি হাদীস পেশ করছি। হযরত আবু মাওউদ গাফ্‌ফারী (রা.) বর্ণনা করেছেন ঃ 'রমযান মাস আরম্ভের একদিন পরে আঁ হযরত (সা.) কে বলতে শুনেছি, রমযান মাসের ফযিলত (মহিমা) কি মানুষ যদি তা জানত, তাহলে আমার উম্মত আকাঙ্খা পোষন করত যেন সারা বছরই রমযান হয়ে যায়।' একথা শুনে বনু খুযায়মার এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি আমাদেরকে রমযানের ফযিলতের কথা বলুন। তিনি (সা.) বললেন, নিশ্চয় বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জান্নাতকে রমযানের উদ্দেশ্যে সুশোভিত করা হয়। অতএব, যেই রমযান আরম্ভ হয়, আল্লাহ্‌র আরশের নীচে বাতাস প্রবাহিত হতে শুরু করে দেয়।' (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব, কিতাবুস্ সাওম)

অপর একটি হাদীসে বর্নিত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ননা করেছেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেনঃ যেদিন রমযানের প্রথম রাত হয় তখন আল্লাহ্ তাআলা তার বান্দাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। আর যখন বান্দাদের প্রতি দৃষ্টিপাত ঘটে, তখন তিনি আর কখনো তাদেরকে আযাবে নিক্ষেপ করেন না। আল্লাহ্ প্রতিদিন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দান করেন। তারপর ২৯ রমযান তারিখের রাত নেমে আসে। এ রাতে তিনি ঐ পরিমান মানুষকে ক্ষমা করেন, যে পরিমান মানুষকে গত ২৮ রাতে ক্ষমা করেছেন।' (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব, কিতাবুস্ সাওম)

এখানে এ হাদীসে আছেঃ "ওয়া ইযা নাযারালাহু ইলা আবদিন লাম ইউয়াযযিবো আবাদান", এখানে 'আবদ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি পুরোপুরি আল্লাহ্‌র আদেশ মেনে চলেছে, তাঁর প্রতি পূর্ণ মাত্রায় ঝুঁকে পড়েছে ও অবনত হয়েছে, ইবাদতে অনেক অগ্রগামী হয়েছে। তাই বলা হয়েছে, আমার এমন বান্দাদেরকে একবার আমি আমার রহমত ও মমতার চাদরে জড়িয়ে নেব - তখন আর কে তার ক্ষতি করতে পারে? আল্লাহ্ তাআলা এমন ব্যক্তিদেরকেই জান্নাতের উত্তরাধিকারী করবেন।

## রমযানের তিন দশকে আমাদের কর্তব্য

কুরআন করীমে আল্লাহ্ তাআলা রমযানের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন, 'রমযান সেই মাস যাতে (বা যার সম্পর্কে) কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। (এ কুরআন) মানবজাতির জন্য এক মহান হেদায়াতরূপে এবং হেদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারীরুপে (অবতীর্ণ করা হয়েছে)। অতএব তোমাদের মাঝে যে এ মাসকে পাবে সে যেন এতে রোযা রাখে। কিন্তু যে অসুস্থ অথবা সফরে থাকে তাকে অন্যান্য দিনে (রোযার এ) সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না। আর তিনি চান তোমরা যেন (রোযার নির্ধারিত) সংখ্যা পূর্ণ কর। আর তিনি যে তোমাদের হেদায়াত দান করেছেন সেজন্যে তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এবং যেন তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।'

আয়াতের প্রথমাংশ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করব। কুরআন করীমের সাথে রমযান মাসের একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। আমি যে আয়াতটি তেলাওয়াত করেছি তাতে আল্লাহ্ তাআলা নিজেই এভাবে বর্ণনা করেছেন,'শাহারু রমাযানালাযী

উনযিলা ফিহীল কুরআন'। এ কথা বলার মাধ্যমে তিনি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, রমযান মাসে রোযা রাখার বিষয়টি এমনিতেই নির্ধারণ করা হয়নি। বরং এ মাসে মহানবী (সা.) এর ওপর কুরআন করীমের মত মহান কিতাব অবতির্ন হয়েছে বা অবর্তিন হওয়া শুরু হয়েছে। হাদিস থেকে জানা যায়, প্রতি বছর রমযানে হযরত জিবরাঈল (আ.) মহানবী (সা.) এর নিকট অবতীর্নকৃত কুরআন করীমের পূনরাবৃত্তি করাতেন। আল্লাহ্ তাআলা এ আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে 'তোমাদের ওপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হল' বলে আমাদেরকে রোযা রাখার আদেশ দিয়েছেন। এরপর দোয়া গৃহীত হবার সুসংবাদ দিয়েছেন এবং এর পরবর্তী আয়াতে রমযান সম্পর্কিত আরো কিছু বিধি- বিধান দান করেছেন। এ (সব বিধিবিধানের) মাধ্যমে তিনি এটি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন, রোযা রাখা এবং ইবাদত করাই যথেষ্ট নয় বরং এমাসে কুরআন করীমের প্রতিও তোমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ রাখা এবং এর পাঠের প্রতিও তোমাদের মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

রোযার গুরুত্বের বা এর অত্যধিক গুরুত্বের কারণ হল, এ মাসে এক পরিপূর্ণ মানবের ওপর আল্লাহ্ তাআলা তাঁর শেষ ও পরিপূর্ণ শরিয়ত কুরআন করীম রূপে অবতির্ণ করেছেন । কুরআন করীমে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নৈকট্য লাভ করার এবং দোয়া কবুলিয়তের নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পদ্ধতি শিখিয়েছেন বলেই তোমরা আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের এবং দোয়া করার পদ্ধতি জানতে পেরেছ। কাজেই এই কিতাবের তিলাওয়াত করা খুব প্রয়োজন। সারা বছর এ (তিলাওয়াতের) দিকে তোমাদের মনোযোগ যেন আকৃষ্ট থাকে। তাই রমযান মাসে এর তিলাওয়াত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মহানবী (সা.) এর (জীবনের) শেষ রমযানে জিবরাঈল (আ.) দুই বার সম্পূর্ণ কুরআন করীমের পুনরাবৃত্তি করিয়েছেন। তাই এ সুন্নতের অনুসরনে একজন মুমিনের উচিত সেও যেন (রমযানে) সম্পূর্ণ কুরআন করীমের পঠন দুই বার সম্পন্ন করার চেষ্টা করে। সে যদি (সম্পূর্ণ কুরআনের) দুই বার তিলাওয়াত করতে না পারে তবে কমপক্ষে এক বার যেন নিজে পড়ে এবং বাকীটা তারাবী ও দরসের যে ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে যেন তা শুনে নেয়। অনেকেই কাজে যায় তারাও তাদের সফরের সময় (বাজারে কুরআনের) যেসব ক্যাসেট ও সিডি পাওয়া যায় সেগুলো নিজেদের গাড়িতে লাগিয়ে শুনতে পারে। এভাবে এ মাসে যত বেশি কুরআন করীম পড়া ও শোনা সম্ভব তা পড়া ও শোনা উচিত।

শুধু কুরআন তিলাওয়াতই নয় বরং এতে বর্ণিত বিধি নিষেধ সমূহের সন্ধান করা উচিত। এরপর সারা বছর সেই সন্ধানে (প্রাপ্ত) বিধি নিষেধের ওপর আমল করা উচিত। অতঃপর এসব আদেশের উচ্চ থেকে উচ্চতর মান পর্যন্ত পৌঁছনোর চেষ্টা করা উচিত। এরকম করলেই রমাযানের গুরুত্ব সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় এবং রোযা ও ইবাদতের নিয়ম নীতিও নিষ্ঠার সাথে পালিত হয়।

সূরা বাকারার রোযা ফরয হওয়া সংক্রান্ত আয়াত সমূহের পর আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'আমার বান্দারা যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে তখন (তুমি বলে দাও) নিশ্চয়ই আমি (তাদের) কাছেই আছি। আমি প্রার্থনাকরীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে যাতে তারা সাঠিক পথ পায়'।

(সূরা আল্ বাকারা-১৮৭)

এ আয়াতে বলা হয়েছে, 'ওয়া ইযা সাআলাকা ইবাদী আন্নি' আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করে। তারা যদি আমার মুমিন বান্দা হয়, তবে তারা অবশ্যই হে রাসূল! আমার সম্পর্কে তোমার কাছেই জিজ্ঞাসা করবে। কেননা তাকেই প্রশ্ন করা হয় বা তার কাছেই পথের দিশা জানতে চাওয়া হয় যে সেই পথ সম্পর্কে জ্ঞাত, যে সেই পথের পথিক, আল্লাহ্ তাআলার পথের পথিক।

সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা এই পরিপূর্ণ বান্দাকে বলছেন, যে বান্দা আমার নৈকট্য লাভের জন্য, নিজের দোয়ার কবুলিয়্যতের জন্য তোমার চারপাশে সমবেত হয়েছে এবং আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাস করে, আমি কোথায়? তখন তুমি তাদেরকে বলে দাও আমি নিকটেই আছি। কিন্তু এই নৈকট্য পাওয়ার জন্য তত্ত্বজ্ঞানের দৃষ্টি প্রয়োজন, দৃষ্টিতে সেই বিচক্ষণতা থাকতে হবে যার মাধ্যমে আমি দৃষ্টি গোচর হব। এই তত্ত্বজ্ঞান ও বিচক্ষণ দৃষ্টি লাভের জন্যেও আমার প্রিয়তমের জীবনাদর্শের প্রতি দৃষ্টি দাও। এর কারণ হল, একমাত্র সে-ই আমার শিক্ষার ওপর পরিপূর্ণরূপে আমল করেছে। যারা এই রাসূল (সা.) এর জীবনাদর্শ দেখে সে অনুযায়ী আমল করেছে, যারা এই রাসূলের প্রতি সত্যিকার প্রেম প্রদর্শন করেছে তারা খোদাওয়ালা হয়ে প্রকৃত বান্দা হয়েছে।

রমযান পূর্বে থেকেই আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের, ইবাদত করার, পাপ-পঙ্কিলতা থেকে বাঁচার, বান্দার অধিকার সংরক্ষণের এবং দোয়া কবুলিয়্যতের প্রতি অধিক হারে দৃষ্টি আকর্ষণকারী মাস। এ মাসে মহানবী (সা.) এর আমল কয়েক শত গুন বেড়ে যেত। উদাহরণসরূপ, দান-দক্ষিনা করার ব্যাপারে তিনি অত্যাধিক তৎপর ছিলেন। স্বাভাবিক অবস্থাতেও তিনি (এমন ভাবে দান খায়রাত) করতেন যে সাধারণ মানুষ এর মুকাবিলা করতে পারে না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রমযান মাসে তিনি ঝড়ো বাতাসের চাইতেও বেশি গতিতে দান খয়রাত করতেন। ইবাদত ও আল্লাহ্ তাআলার অন্যান্য বিধি বিধানের ওপর আমলের অবস্থাও একই ছিল। অধিকাংশ সময় বলা হয় যে, সাধারণ মানুষ তার আমলের ধারে কাছেও পৌঁছতে পারে না। কিন্তু এ সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলার আদেশ, মহানবী (সা.) এর (জীবনাদর্শের) অনুসরণ কর। এর অর্থ কখনোই এটা হতে পারে না যে, যখন এ মর্যদায় পৌঁছা সম্ভব নয় তখন আমল করার কি প্রয়োজন, এটা কেমন জীবনাদর্শ? আল্লাহ্ তাআলা প্রতিটি মানুষের মাঝে যোগ্যতা রেখে দিয়েছে। তাই সবাইকে তাদের নিজ নিজ সামর্থানুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর জীবনাদর্শের অনুসরণ করতে হবে।

রমযানে আমরা নিজেদের মাঝে যে পরিবর্তন সাধন করি তা যেন সাময়িক পরিবর্তন না থেকে আমাদের জীবনে স্থায়ী পরিবর্তনে রূপ নেয়। আমরা যেন আল্লাহ্ তাআলার প্রকৃত বান্দা হয়ে আমাদের ইবাদতের মানকে উচ্চ থেকে উচ্চতর করার চেষ্টায় রত থাকি। আমাদের চেষ্টা করতে হবে, আমরা যেন আমাদের দোয়া, ইবাদত ও পূণ্যকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার সেই নৈকট্য লাভ করতে পারি যার ধারাবাহিকতা কখনো শেষ হবে না। আমাদের ইবাদতের মান এবং আমাদের তাকওয়ার মান যেন উচ্চতর হতে থাকে। এ (মান) অর্জনের জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন তা হল, তিনি (আ.) বলেন-

'স্মরণ রেখো! সর্ব প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দোয়া হল, মানুষ যেন নিজেকে পাপ থেকে রক্ষা করার জন্য দোয়া করে। এ দোয়াই হল সমস্ত দোয়ার মূল অংশ। কেননা যখন এ দোয়া কবুল হয়ে যাবে এবং মানুষ সব ধরণের অপবিত্রতা ও ময়লা হতে পবিত্র হয়ে আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টিতে পবিত্র হয়ে যাবে, তখন তার অন্যান্য দোয়াসমূহ যা তার প্রয়োজনীয়তার জন্য করা হয়, তা চাইতে হয় না।' অতএব এটিই হল আসল দোয়া। মানুষ যখন নিজেকে সব ধরনের পাপ হতে পবিত্র করার চেষ্টা করে তখনই সে আল্লাহ্ তাআলার এ আদেশ,'আমার কথায় লাব্বায়েক বল' এর ওপর আমল করার চেষ্টা করতে থাকে।

কুরআন করীম আল্লাহ্ তাআলার বিধি বিধানে ভরা। এগুলোর ওপর যখন আমল হবে তখনই আমরা আল্লাহ্ তাআলার কথায় সাড়া দানকারী হতে পারবো এবং তখনই আমরা নিজেদেরকে পবিত্র করার প্রচেষ্টাকারী বলতে পারবো। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তাআলার অসংখ্য বিধি-বিধান রয়েছে, এক বৈঠকে তো সব গুলো বলা সম্ভব নয়। রমযান মাসে যখন তিলাওয়াতের প্রতি বেশি মনোযোগ থাকে, (মানুষ) কুরআন করীম তিলাওয়াত করতে থাকে এবং দরস শোনার প্রতি মনোযোগ থাকে তখন এতে এ সব বিধি বিধান নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করার চেষ্টা করা প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য।

রমযানে মিথ্যা ত্যাগ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, কুরআন শরীফে মিথ্যাকেও এক ধরণের বর্জ্য ও অপবিত্রতা বলা হয়েছে। যেভাবে বলা হয়েছে, তিনি (আ.) বলেছেন, দেখ মিথ্যাকে এখানে প্রতিমার সাথে রাখা হয়েছে। আসলে মিথ্যাও এক প্রকার প্রতিমাই, নতুবা সত্যকে বাদ দিয়ে কেন অন্য দিকে যায়। অনেক লোক মনেকরে ছোট খাটো ভুল বক্তব্য মিথ্যা নয়, এটি মিথ্যার গন্ডিভুক্ত নয়। বাস্তবিক অর্থে এটিও মিথ্যা। হযরত নবী করীম

**(সা.) বলেছেন, কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তা-ই অন্যকে বলে বেড়ায়। কাজেই আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের জন্য এই সূক্ষ পথ অবলম্বন করার আদেশ রয়েছে। এগুলো হল সে সব বিষয় যে বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে 'লাব্বায়েক' বলাতে চান। এটাই হল সেই বিষয় যা ঈমানকে দৃঢ় করে এবং আল্লাহ্ তাআলার বান্দা বানায়।**

**নবী করীম (সা.) রোযার বিষয়েও বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা এবং এর ওপর আমল করা থেকে বিরত হয় না তার পানাহার থেকে বিরত থাকা আল্লাহ্ তাআলার নিকট কোন মূল্য রাখে না। আরেক বর্ণনায় রয়েছে, মিথ্যা ও গীবতের মাধ্যমে বিদীর্ন না করা পর্যন্ত (রোযাদারের জন্য) রোযা ঢালস্বরূপ হবে। একজন মুমিনই রোযা রাখে, আর এতে মিথ্যার অনুপ্রবেশ ঘটলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। রোযা রাখা হয় আল্লাহ্ তাআলার জন্য কিন্তু এতে যখন মিথ্যার অনুপ্রবেশ ঘটে তখন এ থেকে আল্লাহ্ চলে যান, এর ফলে শিরকের জন্ম হয়, তাই রোযাও শেষ হয়ে যায়।**

### রমযানের শেষ দশকের বিশেষ গুরুত্ব

এ ব্যাপারে কয়েকটি হাদীস রয়েছে যার মাধ্যমে শেষ দশকের গুরুত্ব এবং আঁ হযরত (সা.)-এ দিনগুলি কিভাবে কাটাতেন সে সম্বন্ধে জানা যায়।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, যখন রমযানের শেষ দশক শুরু হতো তখন নবীয়ে করীম (সা.) কোমর বেধে নিতেন এবং সারা রাত জেগে থাকতেন। অর্থাৎ ঘুম খুব কম হতো, ঘুমাতেন কিন্তু খুব কম সময়, আর নিজ গৃহের সকলকে জাগাতেন। এ হাদীস থেকে এটি স্পষ্ট যে, রমযানের শেষ দশ দিনে পূর্বের তুলনায় কয়েক গুন বেশি ইবাদাত করতেন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলে করীম (সা.) সাধারণ দিনগুলোতে দীর্ঘ সময় ধরে যে ইবাদত করতেন সে সম্পর্কে আমরা ধারণাই করতে পারি না।

তাহলে ভেবে দেখুন শেষ দশকে ইবাদতের অবস্থা কী ধারণাতীত হবে! আর ফজল ও কল্যাণের যে বৃষ্টি আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে বর্ষিত হয়ে থাকে সে সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.) সবচেয়ে ভাল জানতেন। আল্লাহ্ তাআলার আশীষের যে বর্ষণ এ শেষ দশকে হয়ে থাকে তিনি (সা.) কিভাবে সহ্য করবেন যে তাঁর গৃহের অধিবাসীরা এ থেকে বঞ্চিত থাকবে? তাই তিনি তাদেরকেও জাগিয়ে দিতেন। ফলে এক অদ্ভূত আধ্যাত্মিক পরিবেশ ও অবস্থার সৃষ্টি হতো। সুতরাং রাসূলে করীম (সা.) আমাদের জন্য উক্ত আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকেও সৌভাগ্য দিন আমরাও যেন আমাদের মাঝে এবং আমাদের ঘরের মাঝে এ আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারি। আমরা এ অবস্থা যখন আমাদের পরিবারের মাঝে সৃষ্টি করব তখন এটি আমাদের ক্ষমা লাভেরও কারণ হবে। আর আমরা প্রকৃত মোমেন বলে পরিগনিত হব।

এ ব্যাপারে আরও কয়েকটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করছি, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হযরত নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলে পাক (সা.) বলেন, যে ইমানের তাড়নায় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে রমযান মাসে রোযা রাখবে, তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। আর যে লায়লাতুল কদরে জোশ ও ইমানের কারনে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে রাতে উঠবে এর পূর্বে সে যেসব গুনাহ করেছে তা ক্ষমা করে দেয়া হবে।

সুতরাং রমযানের রোযাও ঈমানে দৃঢ়তা এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের সাথে শর্তযুক্ত। অন্যথায় ক্ষুধার্ত থাকা আল্লাহ্‌র কাছে কোন মূল্য রাখে না। আর লায়লাতুল কদরও একনিষ্ঠভাবে খোদা তাআলার সন্তুষ্টি লাভের সাথে শর্তযুক্ত। একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য। কেবল জাগতিক স্বার্থে যে লায়লাতুল কদর পেলে আমি এ দোয়া করব ঐ দোয়া করব, আমার জাগতিক স্বার্থ সিদ্ধি হয়ে যাক, উদ্দেশ্য এটি নয়। নেকী লাভ করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। বরং সর্বাগ্রে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের দোয়া করা প্রয়োজন।

রমযানের শেষ দশকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ই'তেকাফে বসতেন এবং লায়লাতুল কদরের অন্বেষনে রাতগুলো ইবাদতের মাধ্যমে জাগিয়ে রাখতেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রতি রমযানে রাসূলল্লাহ্ (সা.) ই'তেকাফে বসেছেন। তার (সা.) মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীগণও প্রতি রমযানে ই'তেকাফে বসতেন।

রমযানের শেষ দশক সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেছেনঃ 'রমযান যখন শেষ প্রান্তের দিকে চলে আসে তখন তার অবস্থা এরকম হয় যেভাবে ঝর্নার কাছাকাছি পানি প্রবাহের হয়ে থাকে। এতে একটি চঞ্চলতা ও ক্ষিপ্রতা সৃষ্টি হয় এবং রমযানের শেষ দিকে মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অশ্রুপাতের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। এটা অন্তর থেকে প্রস্ফুটিত হয়। ..... যে দিনগুলো অবশিষ্ট থাকে সেগুলোর প্রতি যত্নবান হোন। এদিন গুলো নিজের মত করে এমনভাবে কাটিয়ে দিন যেন সেদিন গুলো আপনার আদরের দিনে পরিনত হয়। সেদিন গুলো নিজের মত করে এমনভাবে কাটিয়ে দিন যেন সে দিনগুলোর কল্যাণরাশি আপনার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়।' (খুতবা জুমা ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪)

লেখক : শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

**রমযান মাসে ওয়াক্‌ফে জাদীদ চাঁদা আদায় ও ২৫শে রমযানের মধ্যে রিপোর্ট প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

চলমান ঐতিহ্য অনুসারে প্রতি বছর রমযান মাসে ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা সম্পূর্ণ আদায় করা ও হুযূর (আই.)-এর নিকট আদায়কারীগণের তালিকা বিশেষ দোয়ার জন্য প্রেরণ করার নিয়ম চলে আসছে, বর্তমানেও তা বজায় থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

সুতরাং আপনাদের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন, আগামী ২৫শে রমযানের মধ্যে সম্পূর্ণ চাঁদা আদায়কারীগণের তালিকা ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দপ্তরে প্রেরণ করবেন, যাতে যথাসময়ে হুযূর (আই.)-এর নিকট উক্ত তালিকা দোয়ার জন্য প্রেরণ করা যায়।

বছরের শুরুতে আপনার জামা'তে ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদার পরিমাণ এবং চাঁদা দাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য পত্র দেয়া হয়েছিল।

আশা করি সে মোতাবেক অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ও চাঁদা আদায় যাতে বেশি হয় সে ব্যাপারে চেষ্টা চালাবেন, এ ব্যাপারে স্থানীয় মুরব্বী ও মোয়াল্লেমগণের সহযোগিতা ও পরামর্শ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

**শহিদুল ইসলাম বাবুল**
সেক্রেটারী ওয়াক্‌ফে জাদীদ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

# খোদা তাআলাকে লাভ করার পরম মাস পবিত্র মাহে রমযান

মাহমুদ আহমদ সুমন

মহান খোদা তাআলার অশেষ কৃপায় আরেকটি রমযান মাস আমরা লাভ করেছি, আলহামদুলিল্লাহ। এ জন্য আল্লাহ্ পাকের দরবারে অনেক বেশি কৃতজ্ঞ হয়ে দোয়ায় রত হওয়া উচিৎ। ইসলামী পঞ্জিকা মোতাবেক প্রতি বছর পবিত্র মাহে রমযান আসে, আবার চলে যায়। মুসলিম জাহানের প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ-সবল নর-নারী এ পবিত্র মাসে ইবাদতের নিয়তে ছোবহে ছাদেক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সর্বপ্রকার পানাহার এবং স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলন হতে বিরত থেকে রোযা পালন করে থাকেন। রোযার মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন–"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য রোযা ফরজ করা হলো, যেভাবে তা ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীগণের জন্য, যেন তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন করতে পার" (সূরাতুল বাকারা ঃ ১৮৪)।

প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ-সবল মুসলিম নর-নারী যাদের পবিত্র রমযান লাভের সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে, তাদের উচিত অবজ্ঞা-অবহেলা আর কোন প্রকার বাহানার আশ্রয় না নিয়ে রোজা রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। কেননা মানুষ মরণশীল, অতএব যে রমযান চলে যাচ্ছে তা জীবনে দ্বিতীয়বার ফিরে না আসার সম্ভাবনাই বেশি। রমযান এমন একটি মাস, যে মাসের সাথে অন্য কোন মাসের তুলনা চলে না। রোযা মানব হৃদয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি ও তাক্ওয়ার মান বাড়াতে লবণ সাদৃশ্য, রোযা রোযাদারের যাবতীয় পাপ মোছন করে জান্নাত লাভের নিশ্চয়তা প্রদান করে, 'হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিশ্বাসের আন্তরিকতার ও উত্তম ফল লাভের বাসনায় রমযান মাসে রোযা রাখে, তার পুর্বের সর্বপ্রকার পাপ ক্ষমা করা হবে', (বোখারী, মুসলিম)।

হাদীস পাঠে জানা যায়, 'রোযা ধৈর্যের অর্ধেক আর ধৈর্য ঈমানের অর্ধেক। ইসলামী পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে রমযানের রোযা স্রষ্টার সাথে বান্দার সাক্ষাৎ লাভের মাধ্যম হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ স্তম্ভ।

আর এজন্যই হযরত রাসূলে করীম (সা.) হাদীসে কুদসীর মাধ্যমে এরশাদ করেছেন। 'সম্মান ও মর্যাদার প্রভু আল্লাহ্ বলেন, 'মানুষের অন্য সব কাজ তার নিজের জন্য, কিন্তু রোযা একান্তই আমার জন্য এবং আমি এর জন্য তাকে পুরস্কৃত করব', রোযা ঢাল স্বরূপ। তাঁর নামে বলছি যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন, রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকট মেশকের গন্ধের চেয়েও পবিত্র। একজন রোযাদার দু'টি আনন্দ লাভ করে, সে আনন্দিত হয় যখন সে ইফতার করে এবং রোযার কল্যাণে সে আনন্দিত হয় যখন সে তার প্রভূর সাথে মিলিত হয় (বুখারী)।

কুরআন শরীফ হতে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা ধৈর্যশীলদেরকে বেহিসাব সওয়াব দান করবেন। রোযা পালন করার ফলে রোযাদার ধৈর্যের চূড়ান্ত নমুনা পেশ করেন, হাদীসে কুদসী হতে আরো জানা যায় যে, হযরত রাসূলে পাক (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, রোযাদার তার ভোগ লিপ্সা এবং পানাহার শুধুমাত্র আমার জন্যই বর্জন করে, সুতরাং রোযা আমার উদ্দেশ্যেই আর আমিই এর প্রতিদান (মুসলিম)।

ইমাম গায্যালী (রহ.) পবিত্র রমযানে রোযার হকীকত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, 'আল্লাহ্ তাআলা রোযাদার ইবাদতে মশগুল যুবক দ্বারা ফিরিশ্তাদের কাছে বড়াই করেন। আর বলেন, হে আমার জন্য কামনা বাসনা দমনকারী যুবক! হে আমার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে যৌবন অতিবাহিতকারী যুবক! কোন ফিরিশ্তার চেয়ে তুমি আমার নিকট কম নও। হে ফিরিশ্তা মন্ডলী! তোমরা আমার যুবক বান্দার প্রতি লক্ষ্য কর, সে তার কাম প্রবৃত্তি তার ক্রোধ, তার মুখ, তার পানাহার শুধুমাত্র আমারই সন্তুষ্টির লক্ষ্যে বর্জন করেছে" (এহ্ ইয়া উলুমিদ্দীন)।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূলে করীম (সা.) বলেছেনঃ– শয়তান মানুষের ধমনীতে চলাচল করে, তোমরা যদি শয়তান হতে আত্মরক্ষা করতে চাও তবে রোজার মাধ্যমে তোমাদের ধমনীকে সংকীর্ণ করে দাও। রাবী আরো বলেন, একবার হুযূর (সা.) আমাকে বললেন, হে আয়শা! সদাসর্বদা জান্নাতের দরজার কড়া নাড়তে থাক। জিজ্ঞাসা করলাম হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) তা কিভাবে? তিনি (সা.) উত্তর দিলেন, রোযার মাধ্যমে' (এহ্ ইয়াউ উলুমিদ্দীন)।

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে- হযরত রাসূলে করীম (সা.) বলেছেনঃ যখন রমযান মাস আসে, তখন জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, আর শয়তানের পায়ে জিঞ্জির পরানো হয়' (বুখারী)।

প্রত্যেক রোযাদারকে গভীরভাবে মনে রাখতে হবে যে, রোযা আদায়ের অর্থ কতগুলো বিষয় থেকে বেঁচে থাকা ও কতগুলো বিষয়কে বর্জন করা। এর মাঝে বাহ্যিকতার কোন আমল নেই। অন্য যে কোন ইবাদত মানব দৃষ্টে ধরা পড়ে কিন্তু রোযা এমন এক ইবাদত যা শুধু আল্লাহ্ই দেখতে পান, যার মূল শিকড় রোযাদার ব্যক্তির হৃদয়ে লুকায়িত তাকওয়ার সাথে সংযুক্ত। হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, মানুষের হৃদয়ে যদি শয়তানের আনাগোনা না থাকতো, তবে মানুষ উর্দ্ধজগত দেখার দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে যেত। শয়তানের আনাগোনা বন্ধে রোযা হচ্ছে ইবাদত কর্মসমূহের ঢাল স্বরূপ"।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে একটি রোযা রাখে, তার এ একটি দিনের বিনিময়ে আল্লাহ্ তাআলা তাকে জাহান্নাম থেকে সত্তুর বছরের দুরত্বে সরিয়ে রাখবেন', (বুখারী, মুসলিম)।

একজন ব্যক্তির কেবল অভুক্ত এবং পিপাসার্ত থাকাই রোযার মূল উদ্দেশ্য নয়। কেননা হুযুর পাক (সা.) বলেছেনঃ "তোমাদের কেউ যখন কোন দিন রোযা রাখে সে যেন অশীল কথা না বলে এবং গোলমাল ও ঝগড়া ঝাটি না করে, যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা কেউ তার সাথে ঝগড়া ঝাটি করে তবে তার বলা উচিত, 'আমি রোযাদার, (বুখারী)। হুযূর (সা.) আরো বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি (রোযা রাখার পরও) মিথ্যা বলা ও খারাপ কাজ করা হতে বিরত না থাকে তার পানাহার ত্যাগ করায় আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই (বুখারী)।

রোযা দ্বারা মানুষ স্বীয় কামনা বাসনাকে দমন করে নিজকে ফিরিশ্তগণের মোকাম অতিক্রম করাতে সক্ষম হয়, সে পৌঁছে যায় নাফ্সে মুৎমাইন্নাহ্–অর্থাৎ প্রশান্তি প্রাপ্ত আত্মা পর্যায়ে, রোযা দ্বারা আত্মাকে জ্যোতির্ময় করার সুযোগ পাওয়া যায়।

ইতোমধ্যে আমাদের জীবনের দীর্ঘতম অংশ অবজ্ঞা অবহেলায় অতিত হয়েছে। কেউ জানি না আর কতটা সময় আমাদের জন্য অবশিষ্ট রয়েছে, হয়তবা পরবর্তী রমযান আর ফিরে পাব কি না তাও আমরা কেউ বলতে পারি না আর এটা বলা কারো পক্ষে সম্ভবও নয়। তাই আসুন আমরা সবাই এই রমযানে রোযার সাধনা দ্বারা নিজকে কবুলিয়তে দোয়ার মোকামে উপনীত করতে আপ্রাণ চেষ্টা-প্রচেষ্টায় রত করি। আর আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করি "আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নি।"

লেখক : মোয়াল্লেম ওয়াকফেজাদীদ
masumon83@yahoo.com

# পবিত্র রমযান মাস ও কিছু কথা

## মুহাম্মদ আমীর হোসেন

মহান আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফজল ও রহমতে শুরু হয়েছে পবিত্র মাহে রমযান। আমরা সবাই জানি, বছরের এই একটি মাস সুস্থদের ফরয রোযা রাখতে হয়। এছাড়াও অন্যান্য মাসে মু'মিন, মুসলিমগণ নফল রোযা রেখে থাকেন। রমযান মাস আমাদের জন্য একটি বড় নিয়ামত। নিয়ামতে ভরপুর এ মাসে আমরা যেন ইবাদতের কোন সুযোগকে হাত ছাড়া না করি। কেননা পরবর্তী বছরে পুনরায় রমযান পাবো কিনা তা হলফ করে বলা মুশকিল।

মু'মিন বা মুত্তাকী হওয়ার একটি মাধ্যম হলো রোযা। রোযা রাখা বা উপবাস-ব্রত পালনের মধ্যে অনেক নেকী নিহীত আছে। প্রত্যেক ঈমানদার নর-নারীর জন্য রোযা রাখা রমযান মাসে অবধারিত বা আবশ্যক। ফুল গাছে যখন ফুল ফুটে তখন অনেক মৌমাছিকে দেখা যায় ফুল থেকে রস সংগ্রহ করে মৌচাকে মধু তৈরী করতে। এটি মৌমাছির নিত্যদিনের কাজ। যেখানেই ফুলের সন্ধান পায় সেখানেই তারা ছুটে যায়।

অনুরূপভাবে মু'মিন মুত্তাকীরাও যেখানে কল্যাণকর কিছু পায় সেখান থেকে তা সংগ্রহ করে। রমযানের এমন অনেক দিক রয়েছে যা পালনের দ্বারা আমরা কল্যাণ লাভ করতে পারি। মু'মিনদের মাঝে সর্বদা এই আকাঙ্খা থাকা দরকার যে, সর্বদা তারা তাক্ওয়ার মানকে যেন উন্নত করতে পারে। নেকীকে বৃদ্ধি করতে পারে। কেননা মৃত্যুর পর প্রত্যেককে তার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মালফুযাতের ৩য় খন্ডের ৩৭০ পৃষ্ঠায় (নতুন প্রকাশ) বলেন, খোদা তাআলাকে যদি খুঁজে পেতে চাও তাহলে গরীব মিসকিনদের অন্তরের পাশে খুঁজে দেখ। এজন্যই তো নবী (সা.) মিসকীন গরীবদের পোশাক পরে নিয়েছিলেন।

অনুরূপভাবে বড় জাতের লোকেরা যেন ছোট জাতের লোকদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে। আর কেউ যেন না বলে, আমরা উচ্চ বংশীয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, তোমরা যখন আমার কাছে আসবে, আমি তোমার বংশ কি তা জিজ্ঞেস করব না। বরং জিজ্ঞেস করা হবে, তোমার আমল কার্যাবলী কি ছিল, আবার আঁ হযরত (সা.) নিজ কন্যা ফাতেমা (রা.)-কে বলেছিলেন, 'হে ফাতেমা!' আল্লাহ্ তোমার বংশ কি তা জানতে চাইবেন না। তুমি যদি কোন অন্যায় কর, আল্লাহ্ তোমাকে রাসূলের (সা.) কন্যা বলে ক্ষমা করবেন না। সুতরাং তুমি সদা সর্বদা তোমার কাজ দেখে শুনে করবে'।

সুধী পাঠক! কত সুন্দর ও উত্তম দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। আমরা যদি নিজেদের জীবনের এ ধরনের আমল সৃষ্টি করতে পারি তাহলে অবশ্যই মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদের গ্রহণ করবেন। বংশ বা আভিজাত্যে কিছু যায় আসে না। বরং আমলের মাঝেই বরকত নিহীত। এই রমযানে আমরা যেন আমাদের আমলের পরিবর্তন সৃষ্টি করতে পারি। ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে রোযা (উপবাস-ব্রত) পালন কোন না কোন আকারে সকল ধর্মেই দেখতে পাওয়া যায়। সাধু পুরুষ ও দিব্যজ্ঞানীগণের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মনের পবিত্রতা সাধনের জন্য শারিরীক সম্পর্কসমূহ কিছুটা ছিন্ন করা এবং সাংসারিক বন্ধন থেকে কিছুটা মক্তিলাভ একান্তই প্রয়োজন। তবে ইসলাম এ উপবাস-ব্রতের মধ্যে নবরূপ, নব অর্থ ও নবতম আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আরোপ করেছে। ইসলাম রোযাকে (উপবাস পালন) পূর্ণ মাত্রার আত্মোৎসর্গ মনে করে থাকে। যিনি রোযা পালন করেন তিনি যে কেবল শরীর রক্ষাকারী খাদ্য-পানীয় হতেই বিরত থাকেন তা নয় বরং সন্তানাদি জন্মদান তথা বংশবৃদ্ধির ক্রিয়াকলাপ থেকেও দূরে থাকেন। অতএব যিনি রোযা রাখেন তিনি আত্মত্যাগে তাঁর প্রস্তুতির কথা জানিয়ে দেন। প্রয়োজন বোধে তার প্রভু ও সৃষ্টিকর্তার খাতিরে তিনি তাঁর সবকিছু, এমনকি তার জীবন পর্যন্ত কুরবানী করে দিতে দ্বিধাগ্রস্থ নন।

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ২৮ আগষ্ট/২০০৯ লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে জুমুআর খুতবায় বলেন, (সূরা আল বাকারা : ৮৭) আয়াতটিতে বলা হয়েছে, যখন আমার বান্দা তোমাকে আমার সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, (তুমি) বল, নিশ্চয় আমি কাছেই আছি। প্রার্থনাকারী যখন আমাকে ডাকে তখন আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। অতএব তারাও যেন আমার ডাকে সারা দেয় আর আমার ওপর ঈমান আনে, যাতে তারা হেদায়াত প্রাপ্ত হয়। এটি আল্লাহ্ তাআলার অপার কৃপা যে, তিনি আমাদেরকে আরো একটি রমযান দেখার সৌভাগ্য দান করেছেন। মানুষ যদি ভাবে তাহলে দেখবে যে, আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহরাজির কোন শেষ নেই। যারা আল্লাহ্ তাআলার দিকে আসার চেষ্টা করে, তিনি তাদেরকে তাঁর দিকে আসার সুযোগ দেন।

কিন্তু একে আল্লাহ্ তাআলা বান্দার উপর ছেড়ে দেন নি যে, তোমরা নিজেরাই আমার দিকে আসার পথ অন্বেষণ কর। যদি নিজে নিজেই সঠিক পথ খুঁজে বের করতে পার তবে ঠিক আছে, আমি তোমাকে আগলে রাখবো এবং আগুনে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করবো– না, বিষয়টি এমন নয় বরং প্রত্যেক যুগে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রীতি অনুযায়ী স্বীয় নবীদের মাধ্যম যেই পথ প্রদর্শন করেছেন যা মানুষকে আল্লাহ্ তআলা পর্যন্ত নিয়ে যায়। এরপর মানুষ যখন আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় এক বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় মানবীয় গুণাবলীতে উৎকর্ষতা লাভ করল তখন আল্লাহ্ তাআলা মহানবী (সা.)-কে প্রেরণ করেছেন। মহানবী (সা.)-কে আবির্ভূত করে তাঁর কাছে যাবার পথ দেখিয়েছেন যাতে করে মানুষ ধ্বংস ও জাহান্নামে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা পায় এবং সেই পথের পথিক হয়ে যায় যে পথ আল্লাহ্ তাআলার পানে নিয়ে যায়। সে পথগুলোর একটি পথ হল রমযানের রোযা।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ধর্ম, তাই আল্লাহ্ তাআলা রোযার শিক্ষাও সম্পূর্ণরূপে প্রদান করেছেন। সেহরী ও ইফতারীর জন্য সময় নির্ধারণ এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কথাও উল্লেখ করেছেন। তবে পরবর্তীতে (রোযার এ গণনাকে) পূর্ণ করতে হয় এবং সামর্থ থাকলে ফিদিয়া দেয়ার নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা একজন মু'মিনের জন্য ইবাদত ও কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করাকে আবশ্যক করেছেন এবং তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যেহেতু এ মাসটি অত্যন্ত বরকতের মাস, তাই একজন মু'মিনের স্মরণ রাখা উচিত যে, ছোট খাটো রোগ-ব্যধি ও দুর্বলতার অজুহাত দেখিয়ে, সুযোগের অন্যায় ব্যবহার করে রোযা পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

অতএব, দেখুন! আল্লাহ্ তাআলা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে কীভাবে এই অবস্থার চিত্রাংকন করেছেন আর বলেছেন, রমযানে অবস্থা এরূপ হয়ে থাকে। অতএব এটি কি আমাদের সৌভাগ্য নয় যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে আরেকটি রমযান হতে লাভবান ও কল্যাণমন্ডিত হবার সুযোগ দান করেছেন।

অতএব এটিই সুযোগ, রমযানের আধ্যাত্মিক পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে সাধারণের পুণ্যকর্মের মাধ্যমে জান্নাতের যত বেশী বেশী সংখ্যক দরজা দিয়ে প্রবেশ করা সম্ভব মানুষের তাতে প্রবেশের চেষ্টা করা। আমাদেরকে সেই সকল উচ্চতায় পৌঁছার চেষ্টা করা যেখানে শয়তান পৌঁছতে পারে না। ইবাদতের মান উচ্চ থেকে উচ্চতর করতে থাকা উচিত, সদকা-খয়রাতে আমাদেরকে অগ্রগামী হতে হবে, কেননা আমাদেরকে আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উত্তম জীবনাদর্শ অনুসরণ করতে হবে। রমযানের সদকা করার বেলায় তাঁর হাত প্রবল ঝড়ের বেগে চলত। অতএব, আমাদের সেই রোযা রাখা উচিত, যা এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের উঠাবসা, চলাফেরা, সর্বোপরি আমাদের প্রতিটি কথা ও কাজ দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে আমাদেরকে খোদার সাথে মিলিত করবে।

সুতরাং আসুন! হে আহমদী ভাই-বোনেরা পবিত্র এই মাসে রমযানের যাবতীয় হক্ আদায়ের মাধ্যমে আমরা রমযানকে সফল করে তুলি। মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন, আমীন।

লেখক : মোয়াল্লেম ওয়াকফেজাদীদ

স্মৃতির পাতা থেকে-

# জলসা- ইজতেমার বরকত ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা

(৩য় কিস্তি)

ফরিদ আহমদ, Chino, California, U.S.A

১৯৭৭ সনের ডিসেম্বর মাসে, পাকিস্তান গিয়ে রাবওয়া শহরে আহমদীয়াতের আন্তর্জাতিক জলসা সালানা দেখে এসেছি। ভিন দেশে গিয়ে এরকম একটা বিশ্ব সম্মেলনে শরীক হওয়া ছিল আমার জীবনে অভূতপূর্ব ব্যাপার এবং নি:সন্দেহে গৌরবের। এই সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়া কবুলিয়তের সত্যতার জলন্ত প্রমাণ যেভাবে হাতে হাতে পেয়েছি তাতে জলসা/ইজতেমায় অর্থাৎ সম্মেলনগুলোতে শরীক হওয়ার উৎসাহ আরো বেড়ে গেল।

১৯৭৮ সনের জানুয়ারীতে দেশে ফিরে এসে ভাবলাম বিশ্ব আহমদীয়াতের কেন্দ্রস্থল তো দেখলাম। এবার আহমদীয়াতের জন্মস্থান কাদিয়ান দেখা অবশ্য প্রয়োজন। তখনকার ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী দিল্লী থেকে বহুদূর পাঞ্জাব প্রদেশের শহর থেকে বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ এক গন্ডগ্রাম থেকে হযরত মসীহ্ মাওউদ ইমাম মাহ্দী (আ.) সদা হিংসা দ্বেষ ফিৎনা ফাসাদে লিপ্ত অশান্তি জর্জরিত বিশ্ব মানবতাকে শান্তির ছায়াপথে আহ্বান করেছিলেন–বিশেষত: ফতোয়ার ছোবলে ও ফিৎনার কবলে শোষিত, রোগ ও দারিদ্র জর্জরিত মুর্খতা ও কুশিক্ষার অন্ধকারে পথহারা বিশ্ব মুসলিমকে আলো দেখিয়ে উন্নতির পথে আহ্বান করে এক নয়া আসমানে নয়া দুনিয়ার সন্ধান দিয়েছিলেন।

আমাদের সবার সে স্থান দেখার প্রয়োজন মনে করি। আমার বিবিরও ইচ্ছা, সে কাদিয়ান জলসায় যাবে তার জন্য সে গেল বছর প্রাপ্ত ১০০ ডলার রেখেই দিয়েছিল, যদিও সে তখনও পর্যন্ত এই জামা'তে বয়আত নেয়ার অপেক্ষায়। ওর আবার হৃদরোগের অসুবিধা ছিল। তাই অনেকে বিশেষত: ওর বড় বোন ও বড় ভগ্নিপতি (দুজনই ডাক্তার) ধারনা দিয়েছিল যে স্থল পথে কলকাতা হয়ে ট্রেনে অতদূর অমৃতসর পর্যন্ত লম্বা সফর সহ্য করতে পারবে না তাই স্থির করলাম প্লেনে দিল্লী হয়ে যাব। (তখন বাংলাদেশ বিমান দিল্লী যেত না) এ উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা বছরের প্রথম থেকে প্রস্তুতি শুরু করি দোয়ার সাথে সাথে টাকা পয়সাও কিছু কিছু জমাতে যাচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে তার ছোট ভাই জাফর সাহেব বলল যে তার বোনের প্লেনের ভাড়া সে নিজে দিবে। চিন্তার কারণ নেই।

নভেম্বর মাসে বন্দর কর্তৃপক্ষ থেকে বিদেশ যাওয়ার পারমিশনসহ ছুটি-ছাটা ঢাকার মন্ত্রণালয় থেকে ছাড়পত্র এবং সাথে সাথে ইন্ডিয়ার ভিসা ও করিয়ে নিয়েছি। তখন কাদিয়ানের জলসা সালানা শুর হত ডিসেম্বরের ৩য় শুক্রবার হতে। আমরা দিল্লীর এদিক-ওদিক দ্রষ্টব্যস্থানে একটু ঘুরে দেখব এই মনে করে হাতে একটু সময় নিয়ে "থাই এয়ার ওয়েজ" এ প্লে যোগেই দিল্লী চলে যাই এবং ট্যাক্সি ড্রাইভার আমাদেরকে এয়ারপোর্ট থেকে জামে মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে 'হোটেল ওয়াকিল' নামক এক মুসলিম হোটেলে নামিয়ে দেয়।

পরদিন সকাল বেলা পুরান দিল্লীর 'বিল্লিমার' এলাকায় আহমদীয়া মিশন হাউজে ওখানকার সদর মুরব্বী: মওলানা বশীর আহমদ দেহলবী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করি। তখন দিল্লীতে এখনকার মত এতবড় সুন্দর মিশন হাউজ ও মসজিদ ছিল না। বশীর সাহেবের নির্দেশ মোতাবেক চারদিন পরে আমরা ট্রেনযোগে ইন্ডিয়া পাঞ্জাবের শহর অমৃতসর এ পৌঁছার পর উনার সাথে দেখা হলে উনি সরাসরি কাদিয়ানগামী বাসে আমাদেরকে তুলে দেয়। এখনকার মত অমৃতসরে তখন কোন বাস ডিপো ছিল না। রেল লাইনের ওভার ব্রিজের উপরে রাস্তার উপর সাড়ি দিয়ে একটার পর একটা বাস দাঁড়িয়ে থাকতো। তদুপরি বাটালা লাহোর থেকে কাদিয়ান পর্যন্ত বাসের রাস্তা তখন মাত্র তৈরী হচ্ছিল।

কাদিয়ান পৌঁছে হযরত মিয়া সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করি এবং উনার নির্দেশ মোতাবেক মোহতরম আবদুল মুমিন বাঙ্গালী সাহেব আমাদেরকে আহমদীয়া মহল্লায় উনার ঘরে নিয়ে তুলেন এবং জলসার শেষ পর্যন্ত আমরা উনার ঘরেই অবস্থান করেছিলাম। জলসার দ্বিতীয় দিনে ডা: জাফরুল্লাহ্ সাহেব এসে আমাদের সাথে মিলিত হন। ঐ ঘরের সামনে ছোট্ট ময়দানে তখন জলসা হচ্ছিল ১৯৯৫ সনে সহ ১৯৯৭/৯৮ সনে ওখানে জলসার লংগর খানা ছিল বর্তমান অবস্থান জানি না। এখনকার মত তখন নতুন বড় জলসাগাহ এবং সুন্দর গৃহযুক্ত দরবেশ কলোনীগুলি ছিল না। তখনকার রাবওয়ার জলসাগাহ ও অন্যান্য জাকজমকের তুলনায় কাদিয়ানের জলসা ইত্যাদি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ছিল। জলসায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যাও বেশী ছিল না সবে মিলে ৪/৫ শ'র মত এবং বেশীর ভাগই পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যগুলি থেকে আগত আর সামান্য কিছু কাশ্মীরের লোক। আমার বিবিকে আব্দুল মুমিন সাহেবের বিবি ও কন্যা বায়তুত দোয়া, মসজিদ মুবারক, মসজিদ আকছা, মীনারাতুল মসীহ্, বেহেশতী মাকবেরা এবং দরবেশানদের ঘর ঘরে নিয়ে তাঁদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সবচেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল দরবেশানদের পরিবারের সাথে বিশেষত: দরবেশান ওবাইদুর রহমান ফানীম সাহেব, উমর আলী সাহেব, তৈয়ব আলী সাহেবানদের পরিবার পরিজনদের সাথে। ফানী সাহেবের পরিবারের সাথে দিনভর থাকতো আর কাদিয়ানের মহল্লায় ঘুরে বেড়াত। ইন্ডিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে জলসায় আগত মেহমানদের সাথে পরিচয় হওয়ারও তার সুযোগ ঘটেছিল–যেহেতু সে উর্দু/হিন্দি ভাষায় কথা বলতে পারত তাই জলসায় গিয়ে কাদিয়ানের বিভিন্ন লোকের সাথে মেলামেশা করতে তার বেগ পেতে হয়নি। জলসার ব্যবস্থাপনা, লোকজনের আচরণ বিধি, নিয়মানুবর্তিতা, বায়তুতদোয়া ও বেহেশতি মাকবেরাতে দোয়া ও জেয়ারত, দরবেশান পরিবারের মেহমানদারী ও কথাবার্তা চলাফেরা ইত্যাদি এবং সন্তুষের অনুভূতিতে কাদিয়ান এবং জলসা সালানা তার খুব ভাল লেগে গেল।

জীবনের প্রথম যেন সে একটা নতুন জগতের সন্ধান পেল। যার ফলস্বরূপ দেশে ফিরে আসার পরবর্তী শুক্রবার জুমুআর নামায শেষে মসজিদেই বয়আত নিয়ে নেয়। আরো উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ঐদিন একই সময়ে উনার ছোট ভগ্নিপতি মির্যা মোহাম্মদ আলী সাহেবও মসজিদে বয়আত নিয়ে আহমদীয়াত তথা সত্য ও সঠিক ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আসেন। আমার বিবির মুখে কাদিয়ানের বর্ণনা শুনে উনার স্থির বিশ্বাস জন্মে যে আহমদীয়াতই সত্যিকার অর্থে ইসলাম যার বাংলা অর্থ শান্তি। আলহামদুলিল্লাহ্, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ্।

(চলবে)

# চলতি এক বছরে জামা'তের উপর আল্লাহ্ তাআলার এহসান এবং কৃপাবারীর এক ঝলক

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলিফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর দোয়ার মাধ্যমে যুক্তরাজ্যের ৪৫তম সালানা জলসার উদ্বোধন করা হয় এবং মহা সফলতার সাথে এই জলসা সালানার সমাপ্তি ঘটে, আলহামদুলিল্লাহ। গত ২২-২৪ জুলাই পর্যন্ত হাদীকাতুল মাহদীদে অনুষ্ঠিত এ জলসায় বিশ্বের প্রায় ৯৬ টি দেশের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী, সাংসদ সদস্য ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গও এই জলসায় অংশগ্রহণ করেন। জলসায় প্রায় ৩০ হাজার শ্রোতামন্ডলী উপস্থিত ছিলেন।

হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) ২২ জুলাই বাংলাদেশ সময় রাত ৯:২৫ মিনিটে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পতাকা উত্তোলন করেন এবং দোয়া করান।

জলসার উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয় ২২ জুলাই শুক্রবার বাংলাদেশ সময় রাত ৯:৩০ মিনিটে কুরআন তেলাওয়াত, নযম এবং হুযূর (আই.)-এর উদ্বোধনী ভাষণের মাধ্যমে।

জলসার দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয় ২৩ জুলাই, শনিবার, বিকাল ৩:০০ টায়। এ অধিবেশনে 'হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কর্তৃক ইসলামের বিজয়ের ঐকান্তিক বাসনা', 'পবিত্র কুরআনের অপুর্ব শিক্ষা' ও 'হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভদ্র ও বিনম্র আচরণ' ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন বক্তাগণ মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

এরপর বিকাল ৫:০০ টায় হুযূর (আই.) লাজনাদের উদ্দেশ্যে নসীহত মূলক বক্তৃতা প্রদান করেন।

জলসার তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয় ২৩ জুলাই, শনিবার, রাত ৮:০০ থেকে। এ অধিবেশনে আমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথিবর্গ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। তারপর হুযূর (আই.) বক্তব্য রাখেন। হুযূর (আই.) দীর্ঘ ২ ঘন্টা ১৫ মিনিট ব্যাপী তাঁর বক্তৃতায় গত এক বছরে জামা'তে আহমদীয়ার উন্নতির সংক্ষিপ্ত ১ চিত্র তুলে ধরেণ।

জলসার চতুর্থ অধিবেশন শুরু হয় ২৪ জুলাই, রবিবার, বিকাল ৩:০০ থেকে। এ অধিবেশনে 'খিলাফত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের অনন্য বৈশিষ্ট', 'হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর দৃষ্টিতে একজন প্রকৃত আহমদীর চরিত্র', 'হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর চরিত্রের উপর আরোপিত আক্রমণ সমূহের জবাব' এবং হযরত চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেব-এর জীবনী' ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তাগণ মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠিত হয় ২৪ জুলাই সন্ধ্যা ৬:০০। সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় ২৪ জুলাই, রবিবার, রাত ৮:০০ থেকে। এ অধিবেশনের শুরুতেই বিশিষ্ট অতিথিবর্গ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

রাত ৯:০০ টায় হুযূর (আই.) যুক্তরাজ্যের ৪৫তম সালানা জলসার সমাপ্তি বক্তৃতা প্রদান করেন এবং দোয়া পরিচালনা করেন।

এবার চলতি এক বছরে জামা'তের উপর আল্লাহ্ তাআলার এহসান এবং কৃপাবারীর এক ঝলক তুলে ধরছি। আল্লাহ্ তাআলার ফজলে বিশ্বের দুইশতটি দেশে জামা'তে আহমদীয়ার চারা রোপিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। ১৯৮৪ সালের অর্ডিনেন্সের পরে গত ২৭ বছরে এই বিরুদ্ধবাদীরা যতটা পারে চেষ্টা করেছে বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে পাকিস্তান এবং ইন্দোনেশিয়াতে এরা চরম ভাবে আহমদীয়াতের বিরোধীতা করেছে। বর্বরভাবে আহমদীদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা যিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, আমি তোমার সাথে আছি এবং তোমার প্রিয়দের সাথে আছি। প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ্ তাআলার এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হচ্ছে। আল্লাহ্ তাআলা ১০৯টি দেশে এই সময়ে অর্থাৎ বিগত ২৭ বছরে জামা'তে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

এবছর আল্লাহ্ তাআলার ফজলে দু'টি নতুন দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের চারা রোপিত হয়েছে। দেশগুলো হলো চিলি ও বার্বাডোজ। চিলিতে প্রথম বয়আত করেন একজন নারী। এই নারীর মাধ্যমে আরো কয়েকজন আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। বার্বাডোজ ওয়েষ্টইন্ডিজ-এর একটি ছোট দেশ। এ দেশের জনসংখ্যা ২লাখ ৫৩ হাজার।

চলতি বছরে ৫০টি দেশে জামা'তে আহমদীয়ার প্রতিনিধি পাঠিয়ে নবাগতদের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। এই দেশগুলোতে তালিম-তরবীয়তি প্রগ্রাম করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে জামা'তের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এসব দেশে অনেক বয়আতও হচ্ছে এবং মসজিদ-মিশন হাউজ তৈরী করা হচ্ছে।

আল্লাহ্ তাআলার ফজলে এবছর নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (পকিস্তান ছাড়া) ৮৩৯ টি। এ ৮৩৯টি জামা'ত ছাড়াও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রান্তে ১ হাজার ১ শতটি নতুন স্থানে আহমদীয়াতের চারা প্রথমবারের মত রোপিত হয়েছে।

এবছর নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শীর্ষে আছে সিয়েরালিয়ন। এ দেশে ১৪৭টি নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরপর রয়েছে মালি। এখানে ৫৭টি নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তৃতীয় হলো নাইজেরিয়া। এখানে ৫৪টি নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বুরকিনাফাসোঁতে ৪৮টি, কঙ্গোতে ৩৭টি, নাইজারে ৩৬টি, বেনিনে ৩৩টি, সেনাগালে ২৩টি, টোনেগোতে ২৩টি, ঘানায় ১৯টি, আইভোরিকোষ্ট এবং ইন্ডিয়াতে ১৮টি করে, তানজানিয়াতে ১৬টি এবং মালয়েশিয়াতে ১২টি। যুক্তরাজ্যে এবছর ১০টি নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইন্দোনেশিয়াতে এবছর ৯টি নতুন জামা'ত প্রষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া

আরো ২৬টি দেশে একটি বা দু'টি করে নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

চলতি বছর বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ৫৬৯টি বই-পুস্তক, লিফলেট ৩৮টি ভাষায় ছাপা হয়েছে আর তার সংখ্যা ৭৬ লক্ষ ৭৮ হাজার ৮৪৪। এ বছর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর কিছু বই-পুস্তক আরবী ভাষাতে ছাপা হয়েছে। আল ওসীয়্যাত পুস্তক রাশিয়ান ভাষায় ছাপানো হয়েছে। তামিল ভাষায় কিশতিয়ে নূহ ছাপানো হয়েছে। তারপর এক গালতি কা ইজালা, জুরুরতুল ইমাম তামিল ভাষায় ছাপানো হয়েছে। তফসীরে কবীর আরবী ভাষায় পরিপূর্ণ দশ খন্ড ছাপানো হয়েছে।

লিফলেট বিতরণের ক্ষেত্রে কানাডা এবছর ১০ লক্ষের অধিক লিফলেট বিতরণ করেছে। তারা বিভিন্ন স্থানে বুকস্টল দিয়েছে। প্রায় ৮৫ মিলিয়ন লোকের কাছে এবছর তারা জামা'তের পয়গাম পৌঁছিয়েছে। এ বছর জার্মানীতে প্রায় ১৫ লক্ষ লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। প্রায় ৮ মিলিয়নের অধিক লোকের কাছে তারা জামাতের বাণী পৌঁছিয়েছে। সুইডেন এবছর ৩ লক্ষ ২০ হাজার লিফলেট বিতরণ করেছে। তারা এ বছর প্রায় ২০ লক্ষ লোকের কাছে জামা'তের বাণী পৌঁছিয়েছে।

এ বছর যুক্তরাজ্য প্রায় ১৫ লক্ষ লিফলেট বিতরণ করেছে। এ বছর ত্রিনিদাদে ৫ লক্ষ লিফলেট বিতরণ করেছে। নরওয়েতে প্রায় ২ লক্ষ লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। বেলজিয়ামে ৪ লক্ষ, হল্যান্ডে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার, স্পেনে ১ লক্ষ ১৪ হাজার, ভারতে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার, নাইজেরিয়াতে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার, তানজানিয়াতে ১ লক্ষ, কেনিয়াতে ৭১ হাজার, বেনিনে ৬০ হাজার লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

যুক্তরাজ্যের লাজনা ইমাইল্লাহর সদস্যাগণ বিভিন্ন স্কুল ও হাসপাতালে লিফলেট বিতরণ করেছে। তারা বিভিন্ন ট্রামেও জামা'তে আহমদীয়ার বিজ্ঞাপন লাগিয়েছে। এদের একটি ওয়েব সাইড love for all hatred for none ৩০ হাজার মানুষ এতে ভিজিট করেছে। ৪৫০টি ফোন কল এসেছে। এ নিয়ে পত্রিকাতে প্রবন্ধও ছাপা হয়েছে।

হুযূর (আই.) কয়েকমাস পূর্বে সমস্ত পৃথিবীতে কুরআন শরীফ প্রদর্শনীর কথা উল্লেখ করেছিলেন। সেই মোতাবেক ২ হাজার ৫৯টি প্রদর্শনীর মাধ্যমে ৩০ লক্ষ ৪২ হাজার ৮৮৯ জন ব্যক্তির কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছেছে। ৫ হাজার ৯৬টি বুকস্টল এবং ৯১টি বই মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ২১ লক্ষ ৫৪ হাজার ব্যক্তির কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছেছে।

পবিত্র কুরআনের চৈনিক ভাষায় দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ চলছে। তুর্কিজ ভাষাতেও বিভিন্ন বই-পুস্তক ছাপা হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কিত অনুষ্ঠান প্রচার করেছে। যার সংখ্যা ১ হাজার ৪শত ১৩টি। আর এর মাধ্যমে প্রায় ১০ কোটির অধিক মানুষের কাছে জামা'তের পয়গাম পৌঁছেছে।

রেডিওর মাধ্যমেও জামা'তে আহমদীয়ার পয়গাম পৌঁছানো হয়। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে আহমদীয়া জামা'তের রেডিও ষ্টেশন রয়েছে। বুরকিনাফাসোঁতে ২৫টি রেডিও ষ্টেশন রয়েছে। দেশীয় রেডিও ষ্টেশন থেকেও জামা'তের বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকে। সিয়েরালিয়নে আহমদীয়া রেডিও ষ্টেশন থেকে দৈনিক ৮ ঘন্টার অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়। স্থানীয় ভাষায় তারা হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনে থাকেন। এবছর রেডিও ষ্টেশন থেকে ৫৬২৮ ঘন্টার ৫ হাজারের মত প্রগ্রাম প্রচারিত হয়। যার ফলে ৭ কোটির অধিক মানুষের কাছে জামা'তে আহমদীয়ার বাণী পৌঁছানো হয়।

আহমদীয়া জামা'তের ওয়েব সাইড www.alislam.org -এতে অনেক বই-পুস্তক সংযোজন করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের উর্দূ ও ইংরেজি অনুবাদ ছাড়াও ৩৩টি ভাষায় অনুবাদ অনলাইনে দেয়া আছে। এছাড়া ৫০০টি বিভিন্ন ভাষার বই-পুস্তক এবং ১৮০টি ইংরেজি বই-পুস্তক রয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলার ফজলে এবছর ওয়াকফে নও-এর সংখ্যা ৩ হাজার ১৭৬ জন বৃদ্ধি পেয়েছে। ওয়াকফে নও-এর মোট সংখ্যা ৪৪ হাজার ৩৯৬ জন। এর মধ্যে ২৭ হাজার ৭৫৬ জন হলো ছেলে আর মেয়ের সংখ্যা হলো ১৬ হাজার ৬৪০জন। ওয়াকফে নও-এর সংখ্যা পাকিস্তানে সবচেয়ে বেশি।

মজলিস নুসরত জাঁহা স্কিমের অধিনে আফ্রিকার ১২টি দেশে ৩৯টি হাসপাতাল-ক্লিনিকে ৪১জন ডাক্তার সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। এই ১২টি দেশে আহমদীয়া জামাতের ৬৫৬ টি হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল এবং সেকেন্ডারী স্কুল কাজ করছে।

আহমদীয়া জামা'তের সেবা সংগঠন Humanity First-এর মাধ্যমে এবছর বিভিন্ন দেশে সেবা প্রদান করেছে। তারা ১০০টি চোখের অপারেশন করেছে এবং জাপানের ভূমিকম্পে মানুষের সাহায্যার্থে অনেক কাজ করেছে।

নতুন বয়আতকারীদের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ঘানা শীর্ষে আছে। তারা এবছর ২৪ হাজার ৪শ' নতুন বয়আতকারীদের সাথে যোগাযোগ করেছে। গত ছয় বছরে এখন পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলার ফজলে ৯ লক্ষ ৩ হাজার ২শ' নতুন বয়আতকারীদের সাথে তাদের যোগাযোগ হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে নাইজেরিয়া। তারা এ বছর ৩৮ হাজারের অধিক নতুন বয়আতকারীদের সাথে যোগাযোগ পুনস্থাপন করেছেন। সিয়েরালিয়ন ৩৬ হাজার ৭শ', বুরকিনাফাসোঁ ১৮ হাজার, বেনিন ১০ হাজার ৯শ', আইভোরিকোষ্ট ৮ হাজার ৯শ', ভারত ২ হাজার ২৮১, উগান্ডা ১ হাজার ৮৯১, বাংলাদেশ ১ হাজার ১৬০, এভাবে অন্যান্য দেশও রয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলার ফজলে সমগ্র বিশ্বে এবছর নতুন বয়আতকারীর সংখ্যা হলো ৪ লক্ষ ৮০ হাজারের উপরে। ১২৪টি দেশের ৩৫২টি জাতির মানুষ এবছর আহমদীয়াতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

নাইজেরিয়াতে এবছর ১লক্ষ ১৬ হাজারের অধিক বয়আত হয়েছে এবং ৫৪টি নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঘানায় ৫৩ হাজারের অধিক বয়আত হয়েছে এবং ১৯টি নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মালিতে ১ লক্ষের অধিক বয়আত হয়েছে। সিয়েরালিয়নে ৪০ হাজারের অধক, বেনিনে ৩৫ হাজারের অধিক, বুরকিনাফাসোঁতে ৩১ হাজারের অধিক, নাইজারে ২৭ হাজার, কেমেরুনে ১৪ হাজার, সেনাগালে ১৩ হাজারের অধিক, কঙ্গোতে ৬ হাজারের অধিক, আইভোরিকোষ্টে ৫ হাজারের অধিক, কেনিয়াতে ৪ হাজার, উগান্ডায় ৩ হাজারের অধিক, হিন্দুস্তানে ২ হাজারের অধিক বয়আত হয়েছে।

*[হুযূর (আই.)-এর দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতার আলোকে এমটিএ-অবলম্বনে:* **মাহমুদ আহমদ সুমন]**

# পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল **'আল্লাহ্ তাআলার প্রতি আহবানের গুরুত্ব'**। পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

## দায়ী ইলাল্লাহ্ উত্তম কাজ

মহান স্রষ্টা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যেন আমরা তাকে চিনে এবং জেনে তাঁর আদেশ নিষেধ পালন করি যেভাবে চাকর তার মালিকের সকল আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত থাকে। আমরা খোদার চাকর হিসাবে তাঁর সকল দায়-দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য। আর এভাবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই খোদার সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব। তাই আমাদেরকে খোদার দিকে বা খোদার পথে আসতে হবে যেন খোদার সন্তুষ্টি লাভ করতে পারি। আর যে খোদার পথে আসে বা খোদার দিকে মানুষকে ডাকে সে হল "দায়ী ইলাল্লাহ্" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী।

এ কাজ খোদার প্রিয় কাজ আর সর্বোত্তম কাজ তাই। পবিত্র কুরআনের সূরা হামিম আস্ সাজদাহর ৩৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করেছেন–এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে অধিক উত্তম, যে লোকদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করে এবং সৎকর্ম করে এবং বলে, "নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত"। এই আয়াতে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীকে অধিক উত্তম ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যে কেউ আল্লাহর পথে মানুষকে সৎ কাজ করার জন্য ডাক দিবে এবং নিজেরা সৎকাজ করবে তাদের পরিণাম ভালো হবে।

আমাদের প্রিয় রাসূল (সা.) সারা জীবন ব্যাপী মানুষকে সৎ কাজের জন্য আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করেছেন তবুও একাজ ছাড়েন নাই। কারণ এ কাজ তো খোদার সন্তুষ্টির কাজ আর খোদার সন্তুষ্টির কাজ তিনি (সা.) কিভাবে ছেড়ে দিতে পারেন? এ বিষয় পবিত্র কুরআনের সূরা মায়েদায় আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন। যার অর্থ হলো, হে রাসূল তোমার প্রভূর নিকট হতে, তোমার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা পৌঁছে দাও এবং যদি তুমি এইরূপ না কর তাহলে তুমি তার পয়গাম আদৌ পৌঁছালে না। (সূরা মায়েদা : ৬৮)

উক্ত আয়াত থেকে হযরত রাসূল (সা.)-এর তবলীগ করার গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। রাসূল (সা.) যা কিছু আদেশ-নিষেধ খোদার কাছ থেকে পেতেন তাই প্রচার করতেন, পৌঁছে দিতেন মানুষের কাছে। আর এভাবেই তিনি এ আয়াতের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করেছেন।

তাই যে নবী একদিন খোদার আদেশ পেয়েছিলো-"তুমি তোমার নিকটাত্মীয় স্বজনকে সতর্ক কর।" সেই থেকে তবলীগ শুরু করেন আত্মীয় স্বজনকে ডেকে নিয়ে এসে কলেমার দাওয়াত দিয়েছেন আর বিদায় হজ্জে আগত দশ হাজার মানুষের সামনে জানতে চেয়েছেন, "আমি কি তোমাদের কাছে পয়গাম পৌঁছাতে পেরেছি? " সমস্বরে জনতা বলেছে, জ্বি হুযূর (সা.) অবশ্যই আপনি পেরেছেন। আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান এর গুরুত্ব বলতে গিয়ে তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে বলেন, "হে আলী যদি তোমার দ্বারা আল্লাহ্ কাউকে হেদায়াত দান করেন তবে এটা তোমার জন্য লাল উট অপেক্ষা উত্তম।" (বুখারী ও মুসলিম)

উপরোক্ত হাদীস থেকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করার ফজিলত কত বেশি তা বুঝা যায়। এ সম্পর্কে আরও বলতে গিয়ে হযরত রাসূল করীম (সা.) বর্ণনা করেন, "যে ব্যক্তি হেদায়াতের আহ্বান জানাবে সেও হেদায়াত অন্বেষণকারীর সমান সওয়াব পাবে। এ দু'জনের কারও সওয়াবের কমতি হবে না।" (মুসলিম শরীফ) এ হাদীসে একজন আহ্বানকারীর সওয়াব সদকায়ে জারিয়াহ হিসাবে চলতে থাকবে তা বুঝানো হয়েছে।

আমাদের যুগ ইমাম হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-কে আল্লাহ্ তাআলা ইলহামের মাধ্যমে জানিয়েছেন–

"ম্যাঁ তেরা তবলীগ কো যামীনকে কিনারোঁ তক পৌঁহ্‌চাউঙ্গা।" অর্থ: আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবো। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ্‌র এই ইলহাম আজ অনেকাংশেই পূরণ হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে এখন বিশ্বের প্রায় ১৯৮টি দেশে আহমদীয়াতের এ প্রচার পৌঁছে গেছে এবং আল্লাহ্‌র ইলহাম অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হতে চলেছে। এই প্রচারের দায়িত্ব আজ আমাদের প্রত্যেক আহমদীর।

তাহলে এখন আমাদের কী করা উচিত তা বলতে গিয়ে হুযূর (আই.) বলেন–"আল্লাহ্ তাআলার বাণীর প্রচার করতে হলে প্রথমে আমাদেরকে নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থার সংশোধন করতে হবে। প্রত্যেক আহমদীর নিজেকে আহমদীয়াতের দূত মনে করতে হবে। আমাদের কর্ম আচরণ সেই শিক্ষা সম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয় যা আমরা প্রচার করছি। আর তা হলো, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ শরীয়তের শেষ গ্রন্থ পবিত্র কুরআন, যার আগমনে শরীয়ত পূর্ণতা লাভ করেছে।" ৮৭তম সালানা জলসা গাজীপুর এর ভাষণে হুযূর (আই.) এ কথাই বলেন। তাই আসুন, আমরা আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করি। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে তাঁর পথে আহ্বান করার তৌফিক দিন, (আমীন)।

**শবনাম নাজ-দৃষ্টি,** ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

## আল্লাহ্ তাআলার প্রতি আহ্বানের গুরুত্ব

আল্লাহ্ তাআলা এক-অদ্বিতীয়। তিনিই আমাদের পথ প্রদর্শক ও রক্ষক। তিনি বিনা ইন্দ্রিয়ে সব কিছু শোনেন এবং জানেন; তিনি শিষ্টের পালনকর্তা এবং দুষ্টের দমনকর্তা। মানবজাতি ও বিশ্বকে তিনি এক মহান উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেছেন, "জ্বিন ও মানব জাতিকে আমি শুধু এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি যে, তারা শুধু আমারই ইবাদত করবে।"

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে যুগে যুগে পৃথিবীতে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন যেন তাঁরা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করেন আর আমরা তাঁদের অনুসরণের সুযোগ পাই।

আল্লাহ্ তাআলা হযরত রাসূলে করীম (সা.)-কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে সকল জাতিকে তাঁর দিকে আহ্বান করতে বলেছেন। সূরা ইউসুফের শেষ রুকূতে আল্লাহ্ পাক বলেন, "বল: ইহাই আমার পথ; আমি আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করিতেছি, সুনিশ্চিত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে আমি এবং যাহারা আমার অনুগামী। এবং আল্লাহ্ পবিত্র আমি মুশরেকদের অন্তর্ভূক্ত নই।"

উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা এটাই জানিয়েছেন যে, রাসূলের অনুগমনের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র ভালবাসা লাভ করা যায়, তদ্বিপরীতে নয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) চিরকাল বেঁচে থাকবেন না। সেজন্য তিনি জানিয়েছেন যে, তাঁর আদর্শকে কায়েম রাখার জন্য প্রত্যেক যুগে মুসলমান জাতির মধ্যে মোজাদ্দেদের আবির্ভাব হবে। এই সকল মোজাদ্দেদ যামানার ইমাম হন এবং তাঁদের অনুসরণের মাধ্যমেই রাসূল (সা.)-এর অনুগমন নিহিত, আর তাঁদের না মানলে আল্লাহ্ তাআলাকে লাভ করা যায় না এবং অবিশ্বাসীর মৃত্যুবরণ

করতে হয়। মুসনাদ ইমাম আহমদে বর্ণিত হয়েছে, "যে ব্যক্তি যামানার ইমামকে না মেনে মৃত্যুবরণ করবে, সে জায়েলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে"। কুরআনে সূরা আলে ইমরানের ১৯৪ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, "হে আমাদের প্রভু! নিশ্চই আমরা একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে (এই বলে) আহ্বান করতে শুনেছি, 'তোমরা তোমাদের প্রভুর প্রতি ঈমান আনো, সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। অতএব হে আমার প্রভু! তুমি আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা কর। মন্দকর্মের অনিষ্টসমূহকে আমাদের হতে দূরীভূত কর এবং আমাদেরকে পুণ্যবানদের সাথে (শামিল কর) মৃত্যু দাও।

আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভের জন্য আমাদের উচিত যুগের খলীফার হাতে বয়আত গ্রহণ করা এবং ইসলামের আদর্শে জীবন গঠন করে মহান আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হওয়া। মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন, আমীন।

**ইসমত আরা উর্মি,** চট্টগ্রাম

## আল্লাহ্ তাআলার দিকে আহ্বান করা ফরজ কাজ

আল্লাহ্ তাআলার দিকে আহ্বান করা আমাদের সবার ফরজ একটি কাজ। পবিত্র কুরআনের সূরা মায়েদার ৬৮নং আয়াতে এই বিষয়ই উল্লেখ রয়েছে। এই পৃথিবীতে পথহারা মানুষকে সঠিক পথে আনার জন্য মহান আল্লাহ্ তাআলা অগনিত নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। এই সব নবী-রাসূলগণ শত জুলুম অত্যাচার সহ্য করেও আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েগেছেন মানুষ যেন এক খোদার ইবাদত করে এবং তাঁরই আদেশ-নিশেধ মেনে চলে। নবী-রাসূলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাসূল হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তাঁকেও আল্লাহ্ তাআলা এই ধরণীতে পাঠিয়েছেন মানব জাতিকে সংশোধন করতে। মানুষ যেন এক খোদার ইবাদত করে। আর তিনি (সা.) তাঁর উপর অপৃত দায়ীত্ব শত ভাগ পালন করেছেন। তিনি পশুতুল্য মানুষকে ফেরেশতাতুল্য করে জগতে নজীরবিহীন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন।

আমরা জানি, প্রথম দিকে তিনি (সা.) যখন লোকদেরকে আল্লাহ্ তাআলার দিকে ডাকছিলেন তখন কেউ তাঁর কথা মেনে নিতে পারে নি কিন্তু খুব অল্প দিনের মধ্যেই আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সফলতার মুখ দেখিয়েছেন। আর এভাবে দেখা যায় সকল নবী-রাসূলরাই তাঁদের জীবদ্দশাতেই সফলতা লাভ করেছে। আমাদের সবার উচিৎ, পথহারা মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দান করা।

আজ আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী, কারণ আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অনুযায়ী হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে মেনে তাঁর খলীফার আনুগত্যে জীবন যাপন করছি। এখন প্রতিটি আহমীদর আবশ্যকীয় দায়ীত্ব হলো ইমাম মাহদীর দাওয়াত অন্যের কাছে পৌছানো। আমরা যদি প্রথমে আমাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশীর কাছে এ সত্য প্রচার করতে থাকি তাহলে অনেক ভালো ফল আমরা পেতে পারি। আর সেই সাথে আল্লাহ্‌র দিকে আহবানের যে দায়ীত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত হয়েছে তা-ও আমরা পালনকারী হব।

আমাদেরকে একটা বিষয় খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে যে, আমরা তখনই আরেক জনকে কল্যাণের দিকে আহবান করতে পারি যখন আমাদের কর্ম ও আদর্শ নেক হবে। আমার আদর্শ যদি ভালো না হয় আর আমি যতই সুন্দর করে কথা বলি না কেন এতে কোন কাজ হবে না। তাই কাউকে সৎ পথে আনতে হলে প্রথমে নিজে সৎ ও ভালো হতে হবে। আর এ জন্য সব সময় আমাদেরকে দোয়া করতে হবে। আমরা যখন কাউকে তবলীগ করব তখন অবশ্যই দোয়া করা উচিৎ। যেভাবে সূরা বনী ঈসরাইলের ৮১ নং আয়াতে একটি দোয়া আমাদেরকে শেখানো হয়েছে-'এবং তুমি বল, হে আমার প্রভূ! তুমি আমাকে উত্তম ভাবে প্রবিষ্ট কর এবং আমাকে উত্তম রূপে বহির্গত কর এবং তোমার সন্নিধান হতে আমার জন্য পরম সাহায্যকারী ক্ষমতা দান কর।' তাই এই দোয়াটিও আমরা সব সময় করতে পারি।

আমরা নামায, রোযাসহ অন্যান্য কল্যাণকর কাজ ঠিকই করছি কিন্তু আল্লাহ্‌র দিকে লোকদের আহ্বান করাও যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ও ফরজ কাজ তা আমরা অনেক সময় ভুলে যাই। এই গুরুত্বপূর্ণ দায়ীত্বটি ভুলে না গিয়ে আমাদের সবার উচিৎ বেশি বেশি তবলীগ করা এবং মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসা। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে এই দায়ীত্ব পালন করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

**ফারহানা মাহমুদ তন্বী,** তেজগাঁও, ঢাকা

## আল্লাহ্ তাআলার স্মরণ ও তাঁর দিকে আহ্বানের গুরুত্ব

মানুষকে আল্লাহ্ তাআলা একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআন শরীফে বলেছেন, "হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন করতে পার।" (সূরা আল বাকারা : ২২) আমাদেরকে যদি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলার তাক্ওয়া অবলম্বনকারী হতে হয় তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই মনে প্রাণে আল্লাহ্ তাআলার ইবাদত করতে হবে সেই সাথে পথহারা মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে হবে।

খোদা তাআলার প্রতি আহ্বানের গুরুত্ব অপরিসীম। খাদ্য যেমন শরীরে সতেজতা সৃষ্টি করে এবং ইন্দ্রিয়সমূহ যেমন দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণ শক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। অনুরূপ ভালবাসা ও ভক্তি দ্বারা উদ্বুদ্ধ আল্লাহ্‌র স্মরণ একজন মু'মিনের আধ্যাত্মিক গুণাবলী বৃদ্ধি করে। যার অর্থ তার চক্ষু বিদ্যা দৃষ্টি লাভ করে এবং তার কর্ণ আল্লাহ্‌র বাণী শুনতে পায় এবং তার জিহ্বা সেই বাণীসমূহ পরিষ্কার উজ্জল ও সুন্দরভাবে বর্ণনা করে থাকে। (বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম খন্ড)

আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "এবং যে কেহ আমার স্মরণ হতে বিমুখ হবে, নিশ্চয় তার জীবন অতি কষ্টের হবে এবং কিয়ামত দিবসে আমরা তাকে অন্ধরূপে উঠাব। (২০ : ১২৫) অতএব এ আয়াত থেকে বুঝা যায় আল্লাহ্ তাআলার ইবাদত না করলে আমাদের কি পরিণাম হবে।

হাদীসে আছে, হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "যে তার প্রভু (আল্লাহ্)-কে স্মরণ করে না, তাদের দৃষ্টান্ত যেন জীবিত ও মৃত ব্যক্তি। যে ঘরে আল্লাহ্‌র যিকর করা হয় সে ঘর জীবিতের ন্যায় এবং যে ঘরে আল্লাহ্‌র যিকর করা হয় না সে ঘর মৃতের ন্যায়। (বুখারী, মুসলিম)।

আমরা যদি ঠিক মত আল্লাহ্ তাআলাকে স্মরণ করি আর আল্লাহ্‌র পথে আসার জন্য আহ্বান করতে থাকি তাহলে অবশ্যই খোদা তাআলা আমাদেরকে সব ধরণের বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করবেন ফলে আমরা ইহকালে এবং পরকালে শান্তিতে থাকতে পারব।

অপর এক হাদীসে আছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, "প্রত্যেক জিনিসের একটি মাজন রয়েছে, আর অন্তরের মাজন হল আল্লাহ্‌র যিকর। আল্লাহ্‌র যিকর অপেক্ষা আল্লাহ্‌র আযাব হতে অধিক ত্রাণদাতা আর কোন জিনিসই নেই।" সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, "আল্লাহ্‌র রাস্তায় জেহাদ করাও কি নয়?" তিনি বললেন, "আল্লাহ্‌র রাস্তায় তরবারি মারলেও নয়। এমনকি তা টুটে যায়" (বায়হাকী, দাওয়াত কবীর)

আমরা যেন বেশি বেশি খোদা তাআলাকে স্মরণ করতে পারি আর আল্লাহ্ তাআলার দিকে সবাইকে আহ্বান জানাতে পারি, আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন, আমীন।

**আমাতুন নূর চৌধুরী (মুন্নি),** জামালপুর, হবিগঞ্জ

## আসুন! সবাই মিলে আল্লাহ্‌র বাণীকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাই

মহান আল্লাহ্ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে পাঠিয়েছেন এ উদ্দেশ্যে যার বর্ণনা হল, (এবং) আল্লাহ্‌র দিকে তাঁর আদেশে এক আহ্বানকারী ও দীপ্তিমান সূর্যরূপে। (আল আহযাব : ৪৭)

অন্যত্র সূরা হামিম সাজদায় বলা হয়েছে, "আর কথা বলার ক্ষেত্রে তার চেয়ে উত্তম কে হতে পারে যে, আল্লাহ্‌র দিকে ডাকে, সৎকর্ম করে এবং বলে নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীদের একজন। (হামিম সাজদা : ৩৪) পবিত্র কুরআনের উপরোল্লিখিত দুটি আয়াতে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানের গুরুত্ব যে অপরিসীম তাতে সন্দেহ নেই।

রাষ্ট্র, সামাজিক সংগঠন সুশীল সমাজ আন্তর্জাতিক সংগঠন সংস্কৃতিকর্মী সবারই স্বপ্ন সুন্দর সমাজ ও নিরাপদ সুখী বিশ্ব গড়ার, তাতে আমার সন্দেহ পোষণ করছি না তবে এর ব্যতিক্রমের কথাও উল্লেখ না করলে সত্য বলা হবে না। কেউ কেউ এসব কর্ম কান্ডকে পূজী করে নিজেদের রোজি রুটির লক্ষ্যই বড় করে দেখেন এবং সমাজে শান্তির নামে অশান্তির বিস্তার ঘটান। উদ্দেশ্য মহৎ থাকা সত্বেও মানবিক চিন্তা চেতনা মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে না। কারণ তাদের নৌকা কান্ডারীবিহীন এবং গন্তব্য অনির্ধারিত অর্থাৎ উদ্দেশ্যও আল্লাহ্ নন এবং পন্থাও আল্লাহ্ নির্দেশিত বা আল্লাহ্‌র কথা মত নয়।

উপরে যে দু'টো আয়াত উদ্ধৃত করেছি তাতে বলা হয়েছে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র আদেশে অর্থাৎ কথায় তাঁর অর্থাৎ সেই পবিত্র সত্তা আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী এবং তিনি দীপ্তিমান সূর্য। বিশ্বকে আলোকিত করতে সূর্য ভিন্ন অন্য আলো অপ্রতুল এবং সে আলো দ্বারা বিশ্বকে আলোকিত করাও অসম্ভব।

আদিতে প্রশ্ন উঠেছিল যে "আমরাই তোমার উপাসনা করছি তবে খলীফার প্রয়োজন কি? উত্তরে আল্লাহ্ বলেন, আমি যা জানি তোমরা তা জান না অর্থাৎ আমি জ্ঞান দ্বারা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছি তোমরা তা নও তোমাদের জ্ঞান সীমিত। এবং আল্লাহ্ আদম (আ.)-কে সব নাম শিখালেন অর্থাৎ আদম (আ.) এর মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করলেন এবং ফিরিশ্‌তারা তাদের সীমাবদ্ধতা বুঝতে পারলো আর আদম (আ.)–কে সেজদা করলো।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) কি আহ্বান করেছেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু- বাকী সবই আল্লাহ্‌র এবং এ আহ্বান তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশিত হয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল হয়ে করেছেন–আল্লাহ্‌র কথা পৌঁছিয়েছেন। অতএব এ কথার চেয়ে উত্তম কথা আর কি হতে পারে? রাসূলের (সা.)-এর উম্মত হিসাবে আমাদেরও দায়িত্ব বর্তায় আল্লাহ্‌র কথা মানুষের কাছে পৌঁছানো যার উল্লেখ হামীম সাজদার ৩৪ আয়াতে আছে।

খিলাফত বিহীন ইসলাম আধ্যাত্মিকভাবে মৃত। কুরআনের ফ্রেমে যে ইসলাম সুরক্ষিত কেবল দৈহিক ভাবে জীবন্ত ইসলামের জন্য খিলাফতের বিকল্প নেই। আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে যুগ ইমাম হযরত ইমাম মাহ্‌দী হযরত গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর মাধ্যমে পুণরায় নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ইসলামও মৃত আত্মা থেকে জীবন লাভ করেছে। যাদের চক্ষু আছে দেখুন এবং আসুন সবাই মিলে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের কথাকে জগৎব্যাপী বিস্তার ও প্রসারতা দান করি। কারণ এর চাইতে উত্তম কথা আর কি হতে পারে।'

আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে আত্মসমর্পিতকারীদের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ দান করুন এবং আমাদের প্রচেষ্টা অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানের মাধ্যমে বিশ্ব ও আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ করে খিলাফতের অধীনে ইসলামে দাখিল হোক।

**মোহাম্মদ নূরুজ্জামান,** বড়চর

# দৃষ্টি আকর্ষণ

## পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাক্ষিক আহমদী'র 'নবীনদের পাতা'র পাশাপাশি প্রতি মাসের শেষ সংখ্যায় পাঠকদের লেখা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে **'পাঠক কলাম'**।

প্রতি সংখ্যার পাঠক কলামে লিখার জন্য একটি নির্দ্ধারিত বিষয় উল্লেখ থাকবে।

এবারের পাঠক কলামের বিষয় **'ঈদ শুধু উৎসব নয় বরং ইবাদত'**।

আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

লেখা পাঠানোর আগে মনে রাখবেন- লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।

লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ২০ আগষ্ট ২০১১-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

**লেখা পাঠানোর ঠিকানা-**

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

## আসন্ন রমযান মাসে ফিতরানা ও ফিদিয়া আদায় প্রসঙ্গ

সকলকে পবিত্র রমযানের মোবারকবাদ।

১। এ বছর ফিতরানা ধার্য্য হয়েছে ১০০/- (একশত) টাকা। প্রত্যেকের জন্য এমনকি নবজাতক শিশুর জন্যও ফিতরানা প্রদান করা আবশ্যকীয়। যারা অসচ্ছল তারা অর্ধেক হারে ফিতরানা প্রদান করতে পারেন।

২। যারা একান্ত অপরাগতার জন্য রোযা রাখতে পারবেন না তারা অবশ্যই ফিদিয়া প্রদান করবেন। এ বছর শহরের জামা'তের জন্য ন্যুনতম ফিদিয়ার হার ১৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা এবং গ্রামের জামা'তের জন্য ন্যুনতম ফিদিয়ার হার ১২০০/- (এক হাজার দুইশত) টাকা ধার্য্য হয়েছে। যারা সামর্থবান তারা রোযা রাখা সত্বেও ফিদিয়া প্রদান করতে পারেন।

**কওসার আলী মোল্লা**
ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবিয়ত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

# সং বা দ

## রাজশাহী জামা'তের সৈয়দপুর (বাগমারা) হালকায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

সিরাতুন নবী (সা.) জলসায় বক্তব্য রাখছেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের মোবাল্লেগ ইনচার্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী।

গত ২৬/০৬/২০১১ তারিখ বিকাল ৫-১৫ মি. থেকে রাত ১০-৩০ মি. পর্যন্ত রাজশাহী জামা'তের সৈয়দপুর (বাগমারা) হালকায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। মোহতরম মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহ্, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৩, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর সভাপতিত্বে উক্ত জলসায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মৌলভী মোহাম্মদ আব্দুল কাদের, নযম পরিবেশন করেন জনাব মোহাম্মদ সাহেব আলী।

স্বাগত বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব ময়েজ উদ্দিন তালুকদার। "আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদা" এ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন মওলানা শরীফ আহমদ আফ্রাদ, মোবাশ্বের মুরব্বী। "হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ফয়েজ ও কল্যাণ যুগে যুগে" এ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

"মহানবী (সা.)-এর জীবনে মানব প্রেম" এই বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মুবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

এছাড়া উক্ত জলসায় স্থানীয় ইউনিয়নের নব নির্বাচিত চেয়ারম্যান উপস্থিত হয়ে শুভেচ্ছা বক্তৃতা প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানের বড় এক অংশ জুড়ে ছিল উপস্থিত দর্শকদের প্রশ্ন-উত্তর পর্ব। প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মুবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। উক্ত জলসায় আনসার, খোদ্দাম, লাজনা, নাসেরাত, আতফাল জেরে তবলীগ পুরুষ- মহিলাসহ মোট ৩৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সীরাতুন নবী (সা.) জলসার সার্বিক সহযোগিতা করেন জনাব ড. আব্দুল্লাহ্ শামস্ বিন তারিক, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, রাজশাহী এবং মৌ. এহতেশামুল বশির আহমদ, মোয়াল্লেম, রাজশাহী জামা'ত। সীরাতুন নবী (সা.) জলসা মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া রাজশাহী রিজিওনের নিগরানিতে অনুষ্ঠিত হয়। দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রমের সমাপ্ত ঘটে।

**মোহাম্মদ আবু রায়হান**

## ঘাটুরা জামা'তের সোহেলপুরে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত এবং নামায ঘর উদ্বোধন

গত ১৬/০৭/২০১১ তারিখ শনিবার বিকাল ৪ ঘটিকা হতে মাগরিব পর্যন্ত ঘাটুরা জামা'তের সোহেলপুর হালকায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অত্যন্ত সাফল্যজনক ভাবে পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত জলসায় সভাপতিত্ব করেন জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মজিবর রহমান লস্কর।

কুরআন তেলাওয়াত করেন সোহেলপুর হালকার মক্তব শিক্ষক জনাব শেখ মোহসীন। নযম পাঠ করেন আতফাল জনাব নাজমুল মুন্সী। শুরুতে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন জনাব শেখ খোরশেদ আহমদ। উপস্থিত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব আনু মিয়া, হালকা প্রেসিডেন্ট, জনাব কামাল মুন্সী ও জনাব ফরহাদ মুন্সী।

সীরাতুন নবী (সা.)-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মৌ. এনামুল হক রনি, মোয়াল্লেম। জনাব মোহাম্মদ মূসা মিয়া ও জনাব, এস, এম, হাবিব উল্লাহ্। সর্বশেষ সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্ত হয়। প্রকাশ থাকে যে এই জলসার মাধ্যমে নব মির্মিত "নামাযের একটি রুম" উদ্বোধন করা হয়। উক্ত জলসায় অত্র হালকার সদস্য/সদস্যাসহ মোট উপস্থিত ছিলেন ৭২ জন।

**এনামুল হক রনি**

## আমীন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছোট আতফালদের মাঝে কুরআন শরীফ বিতরণ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মিরপুরে গত ১৭ ও ২৪ জুন ২০১১ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ কুরআন খতমকারী আতফালদের মাঝে আমীন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলায় অনুবাদ ও তফসিরকৃত কুরআন তোহফা দেওয়া হয়। সেই সাথে মজলিস আতফালুল আহমদীয়ার পক্ষ থেকেও বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়।

কুরআন শরীফ বিতরণ অনুষ্ঠানে নিয়মিত কুরআন পড়া ও তেলাওয়াতের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং পিতা-মাতাদেরকে ও তিফলদের কুরআন পাঠের প্রতি আকৃষ্ট করার আহ্বান করা হয়।

কুরআন খতমকারী আতফালরা হল :

১। আসাদুর রহমান অন্তর, পিতা-মুজিবর রহমান, বয়স ১৪, (পঞ্চমবারের মত খতম করে)

২। মুনাদিল তাবরিজ স্বাধীন, পিতা-সাদেক মাহমুদ আখন্দ, বয়স ১২, (দ্বিতীয়বারের মত খতম করে)।

৩। আহমদ কাওসারুল হক, পিতা-মোহাম্মদ আহমদ তপু, বয়স ১১, (প্রথমবারের মত খতম করে)

**বি, আকরাম আহমদ খাঁন চৌধুরী**

## মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া চরসিন্দুরে খিলাফত দিবস উদযাপিত

গত ০১ জুলাই ২০১১ তারিখ খোদ্দামুল আহমদীয়া চরসিন্দুরে খিলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। জনাব ইমরান আহমদ কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে খিলাফত দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। এতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মেহরাব হোসেন শোভন, নযম পাঠ করেন জনাব বশির আহমদ। প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব নাছের আহমদ। এরপর খিলাফতের গুরুত্ব এবং এর ঐশী কল্যাণ বিষয়ে বক্তৃতা দেন সর্বজনাব আফজাল হোসেন ভূইয়া, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন এবং মৌ. এস, এম, মাহমুদুল হক, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ। সভাপতির ভাষণ ও নতুন শতাব্দীর অঙ্গীকার সম্মিলিতভাবে পাঠ করা হয় এরপর দোয়া এবং আপ্যায়নের মাধ্যমে উক্ত খিলাফত দিবসের সমাপ্তি করা হয়। এতে সর্বমোট ১৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

**ইমরান আহমদ**

## বিশেষ তালিম তরবীয়তি ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ২৫, ২৬ ও ২৭ জুন ২০১১ তারিখ রোজ শনি, রবি ও সোমবার মোট ৩ দিন লাজনা ইমাইল্লাহ্ উথলীর উদ্যোগে বিশেষ তালিম তরবীয়তি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্লাসে লাজনা ও নাসেরাতদেরকে কুরআন, হাদীস, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কিতাব হতে এবং নামায শিক্ষাসহ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর "লাজনা বক্তৃতা জার্মান" ও বিভিন্ন খুতবার আলোকে ক্লাস করানো হয়।

উক্ত ক্লাস শেষে লাজনাদের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। তালিম তরবীয়তি ক্লাসে লাজনারা বড় উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করে ক্লাসকে সফল করেন।

**নার্গিস আহমদ**

## লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার খিলাফত দিবস অনুষ্ঠিত

গত ২৪/০৬/২০১১ তারিখ রোজ শুক্রবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনায় খিলাফত দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসে সভানেত্রী ছিলেন মোহতরমা কুরায়েশা মাজেদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন শামিমা ইয়াসমিন, দোয়া পরিচালনা করেন সভানেত্রী, নযম পেশ করেন তাহেরা মাজেদ রাফা। খিলাফত দিবস উপলক্ষ্যে বক্তব্য রাখেন কুরায়েশা মাজেদ, মাহমুদা জামীল এবং সুলতানা ফাতিমা তারিক। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম শেষ করা হয়। উক্ত দিবসে ২৪ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

**রোকসানা মঞ্জুর**

## তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ০৬/০৭/২০১১ রোজ বুধবার বাদ যোহর উথলীর বটিয়াপাড়ায় জনাব আব্দুল গফুরের সভাপতিত্বে এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত উথলীর উদ্যোগে এক বিশেষ তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠান বাদ যোহর শুরু হয়। জনাব মিরাজুল ইসলাম এর কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে তবলীগি সভার কার্যক্রম শুরু হয়। এতে বটিয়াপাড়া, নীলমনিগঞ্জ ও কবিখালী হতে আগত মেহমানদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নো করা হয়। কুরআন হাদীস ও ইতিহাসের আলোকে উত্থাপিত প্রশ্নে উত্তর প্রদান করেন মৌ. মোজাফফর আহমদ রাজু, মোয়াল্লেম। সভাপতির আলোচনা ও দোয়ার মাধ্যমে তবলীগি সভা শেষ করা হয়। তবলীগি এই মাহফিলে মোট ৫ জন বয়আত গ্রহণ করেন।

## ৮ম বার্ষিক ইজতেমা উদযাপন

গত ০৮/০৭/২০১১ রোজ শুক্রবার মজলিসে আনসারুল্লাহ্ উথলীর ৮ম বার্ষিক ইজতেমা উদযাপন করা হয়। সকাল ৯ ঘটিকায় মোকাররম সদরের প্রতিনিধি জনাব আব্দুল গফুর-এর উপস্থিতি ও সভাপতিত্বে রিজিওনাল নাযেম খুলনা রিজিওন, উক্ত ইজতেমার উদ্বোধন করেন। বিকাল ৩ ঘটিকা পর্যন্ত একটানা ইজতেমার বিভিন্ন প্রতিযোগিতা গ্রহণ করা হয়।

মজলিস আনসারুল্লাহ্ উথলীর ২২ জন আনসারদের মধ্যে ১৮ জন আনসার উপস্থিত হয়ে উক্ত ইজতেমাকে অত্যন্ত সফলতা দান করেন।

বিশেষ আকর্ষণ ছিল নও মোবাঈন আনসারদের অংশগ্রহণ। মোট ৮টি বিষয়ে প্রতিযোগিতা গ্রহণ করা হয় এবং ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বিকাল ৩-৩০ মি. উক্ত ইজতেমার পুরস্কার বিতরণী ও সমাপ্তি করা হয়। ইজতেমায় বিচারক হিসেবে ছিলেন মৌ. মোজাফফর আহমদ রাজু ও জনাব আবুল বাশার মিয়া।

**মুয়াযযেম আহমদ সানী**

## বগুড়ায় তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ০৫/০৬/২০১১ তরিখ বাদ আছর হতে মাগরিব পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমন সম্পর্কে দীর্ঘ দুই ঘন্টা আলোচনা করা হয়।

প্রায় ৩০ জন জেরে তবলীগ মেহমান খুব ধৈর্য সহকারে উক্ত আলোচনা শ্রবণ করেন। তারা বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। উক্ত প্রশ্ন উত্তর প্রদান করেন মৌ. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম বগুড়া, স্থানীয় তবলীগ সেক্রেটারী মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান। ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আগমনের লক্ষণাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করার পর তারা যুগের অবস্থা দেখে স্বীকার করে যে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে অবশ্যই কোন মহাপুরুষ এসেছেন। তারা বলেন যে, দীর্ঘ সময় নিয়ে আগামীতে বসতে হবে এবং আরো বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে। দোয়ার মাধ্যমে তবলীগি মাহফিলের সমাপ্তি ঘটে।

**মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম**

## চরদু:খিয়া লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র তালিম ও তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নুসরতাবাদ চরদু:খিয়া লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে ১৭/০৭/২০১১ তারিখ বাদ আছর এক তালিম ও তরবিয়তী সভা রহিমা বেগমের সভাপতিত্বে আরম্ভ হয় এতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন ইতি আক্তার ও পারভীন সুলতানা।

অত:পর পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখা এ সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বাণী, প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ এ বিষয়ে নিয়ে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে রাজিয়া সুলতানা, বিলকিস হক, রহিমা বেগম, ফাহাদ সুলতানা, ফাতেমা খাতুন। অত:পর আহাদ নামা পাঠ করান বিলকিস হক। দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

**রাজিয়া সুলতানা**

## লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঘাটুরার ১৫তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ০৩/০৭/২০১১ তারিখ রোজ রবিবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঘাটুরার ১৫তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা ঘাটুরা মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০ ঘটিকায় ইজতেমার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। ৫তম ইজতেমার উদ্বোধনী ঘোষণা দেন মুফাত্তিস ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চল। উক্ত ইজতেমায় সভাপতি ছিলেন মাকসুদা ফারুক, মুফাত্তিস। ইজতেমার শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন ঝুমারা জান্নাত। দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। নযম পেশ করেন সামিয়া আহমদ তন্বী। আহাদ পাঠ করেন সভাপতি। লাজনা বোনদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন মরিয়ম সিদ্দীকা, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঘাটুরা। এরপর বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। বিকাল ৫ ঘটিকার সময় সমাপনী অধিবেশন শুরু হয়। ইজতেমায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্ট, ঘাটুরা এবং মৌ. এনামুল হক রনী, স্থানীয় মোয়াল্লেম। পুরস্কার বিতরণী ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শেষ হয়। উক্ত ইজতেমায় লাজনা, নাসেরাত ও মেহমানসহ মোট ৯০ জন উপস্থিত ছিলেন।

## লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঘাটুরার খিলাফত দিবস পালিত

গত ১৮/০৭/২০১১ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঘাটুরার উদ্যোগে খিলাফত দিবস সফলতার সাথে উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসে সভাপতিত্ব করেন মালিহা মুছা, জেনারেল সেক্রেটারী, লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঘাটুরা। কুরআন তেলাওয়াত করেন ঝুমারা জান্নাত। উর্দু নযম পাঠ করেন সামিয়া আহমদ তন্বী। খিলাফত আমার অহংকার এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোবাশ্বেরা সেলিম। বাংলা নযম পাঠ করেন শারমিন আক্তার শিমুল। এরপর খিলাফত সম্পর্কে আরও কিছু বক্তব্য রাখেন শারমিন আক্তার সুইটি ও ইসরাত জাহান ইভা। সভাপতির সমাপনী বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। উক্ত দিবসে লাজনা নাসেরাতসহ মোট ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

**মালিহা মুছা**


**সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে**
**সরাসরি নিয়োগ**
**মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ**

| | |
|---|---|
| পদের নাম | : অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর। |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : ন্যুনতম এইচ.এস.সি. পাশ। |
| বেতন | : মাসে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা। |
| উৎসব ভাতা | : বছরে দু'টি, প্রতিটি একমাসের বেতনের সমপরিমান। |
| চিকিৎসা সেবা | : ফ্রি! |
| আবাসন সুবিধা | : সিঙ্গেল। |

অভিজ্ঞ ও দক্ষ লোক পাওয়া গেলে আলোচনা সাপেক্ষে বেতন বাড়ানো যেতে পারে।
প্রার্থীদেরকে স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে চারিত্রিক সনদসহ আবেদন করতে হবে।
অংগ-সংগঠন-খোদ্দাম/আনসারের কাজে আগ্রহীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। সেক্ষেত্রে কায়েদ খোদ্দাম অথবা যয়ীমে আলা/যয়ীম আনসারুল্লাহ্-এর সত্যায়ন আবশ্যকীয়।

**সরাসরি সাক্ষাৎকারের তারিখ : ১৯ আগষ্ট, ২০১১ শুক্রবার।**
**সময়: বিকাল ৩ ঘটিকা।**
**স্থান: কেন্দ্রীয় দপ্তর, মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ, ৪ নং বকশি বাজার রোড, ঢাকা-১২১১**

সাক্ষাৎগ্রহনের পূর্বে-
**সদর মজলিস**
**মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ**
**বরাবর আবেদন পত্র জমা দিতে হবে।**

(মোহাম্মদ সারোয়ার মোরশেদ)
কায়েদ উমূমী
মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ
মোবাইল নং ০১৭১৮-১১০৭১৯

بسم الله الرحمن الرحيم

# পবিত্র রমযানের তোহ্‌ফা

## সেহ্‌রী ও ইফতারের সময় সূচী

| রমযান | মাসের নাম | বারের নাম | সেহ্‌রীর সতর্কতা মূলক শেষ সময় | ফজরের আযান | ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|---|
| **রহমতের দশ দিন** | | | | | |
| ০১ রমযান | ২ আগষ্ট | মঙ্গলবার | ৪-০১ | ৪-০৭ | ৬-৪৪ |
| ০২ রমযান | ৩ আগষ্ট | বুধবার | ৪-০২ | ৪-০৮ | ৬-৪৪ |
| ০৩ রমযান | ৪ আগষ্ট | বৃহঃবার | ৪-০২ | ৪-০৮ | ৬-৪৩ |
| ০৪ রমযান | ৫ আগষ্ট | শুক্রবার | ৪-০৩ | ৪-০৯ | ৬-৪২ |
| ০৫ রমযান | ৬ আগষ্ট | শনিবার | ৪-০৪ | ৪-১০ | ৬-৪২ |
| ০৬ রমযান | ৭ আগষ্ট | রবিবার | ৪-০৪ | ৪-১০ | ৬-৪১ |
| ০৭ রমযান | ৮ আগষ্ট | সোমবার | ৪-০৫ | ৪-১১ | ৬-৪১ |
| ০৮ রমযান | ৯ আগষ্ট | মঙ্গলবার | ৪-০৬ | ৪-১২ | ৬-৪০ |
| ০৯ রমযান | ১০ আগষ্ট | বুধবার | ৪-০৬ | ৪-১২ | ৬-৩৯ |
| ১০ রমযান | ১১ আগষ্ট | বৃহঃবার | ৪-০৭ | ৪-১৩ | ৬-৩৯ |
| **মাগফিরাতের দশ দিন** | | | | | |
| ১১ রমযান | ১২ আগষ্ট | শুক্রবার | ৪-০৭ | ৪-১৩ | ৬-৩৮ |
| ১২ রমযান | ১৩ আগষ্ট | শনিবার | ৪-০৮ | ৪-১৪ | ৬-৩৭ |
| ১৩ রমযান | ১৪ আগষ্ট | রবিবার | ৪-০৮ | ৪-১৪ | ৬-৩৬ |
| ১৪ রমযান | ১৫ আগষ্ট | সোমবার | ৪-০৯ | ৪-১৫ | ৬-৩৫ |
| ১৫ রমযান | ১৬ আগষ্ট | মঙ্গলবার | ৪-১০ | ৪-১৬ | ৬-৩৫ |
| ১৬ রমযান | ১৭ আগষ্ট | বুধবার | ৪-১০ | ৪-১৬ | ৬-৩৪ |
| ১৭ রমযান | ১৮ আগষ্ট | বৃহঃবার | ৪-১১ | ৪-১৭ | ৬-৩৩ |
| ১৮ রমযান | ১৯ আগষ্ট | শুক্রবার | ৪-১১ | ৪-১৭ | ৬-৩২ |
| ১৯ রমযান | ২০ আগষ্ট | শনিবার | ৪-১২ | ৪-১৮ | ৬-৩১ |
| ২০ রমযান | ২১ আগষ্ট | রবিবার | ৪-১২ | ৪-১৮ | ৬-৩০ |
| **নাজাতের দশ দিন** | | | | | |
| ২১ রমযান | ২২ আগষ্ট | সোমবার | ৪-১৩ | ৪-১৯ | ৬-২৯ |
| ২২ রমযান | ২৩ আগষ্ট | মঙ্গলবার | ৪-১৩ | ৪-১৯ | ৬-২৯ |
| ২৩ রমযান | ২৪ আগষ্ট | বুধবার | ৪-১৪ | ৪-২০ | ৬-২৮ |
| ২৪ রমযান | ২৫ আগষ্ট | বৃহঃবার | ৪-১৫ | ৪-২১ | ৬-২৭ |
| ২৫ রমযান | ২৬ আগষ্ট | শুক্রবার | ৪-১৫ | ৪-২১ | ৬-২৬ |
| ২৬ রমযান | ২৭ আগষ্ট | শনিবার | ৪-১৬ | ৪-২২ | ৬-২৫ |
| ২৭ রমযান | ২৮ আগষ্ট | রবিবার | ৪-১৬ | ৪-২২ | ৬-২৪ |
| ২৮ রমযান | ২৯ আগষ্ট | সোমবার | ৪-১৭ | ৪-২৩ | ৬-২৩ |
| ২৯ রমযান | ৩০ আগষ্ট | মঙ্গলবার | ৪-১৭ | ৪-২৩ | ৬-২২ |
| ৩০ রমযান | ৩১ আগষ্ট | বুধবার | ৪-১৮ | ৪-২৪ | ৬-২১ |

**সেহ্‌রী ও ইফতারের সময়সূচী বিভিন্ন জেলায় কিছুটা পরিবর্তন হবে।**

মৌলভীবাজার, চট্টগ্রাম ও সিলেট ৬ মি. কমবে; বগুড়া, যশোর, পাবনা, রংপুর,ঝিনাইদহ ও কুষ্টিয়া ৫ মি. বাড়বে; খুলনা, নড়াইল, মাগুড়া,গাইবান্ধা ও লালমনিরহাট ৪ মি. বাড়বে; ফরিদপুর; গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট, সিরাজগঞ্জ ও কুড়িগ্রাম ৩ মি. বাড়বে; নোয়াখালী ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ৩ মি. কমবে; ভোলা, চাঁদপুর, নরসিংদী, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, লক্ষীপুর ২ মি. কমবে।

**ইফতারের দোয়া ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি লাকা সুমতু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া আলা রিযকিকা আফতারতু।**

**অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! তোমার জন্যই রোযা রেখেছি এবং তোমার প্রতি ঈমান এনেছি আর তোমার দেয়া রিযিক দিয়ে ইফতার করছি।**

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

"আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব।"

ইলহাম-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

**Please log in:**

**www.alislam.org**

**www.mta.tv**

পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বাংলায়
যুগ-খলীফা (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা ও সময়োপযোগী নির্দেশনাসহ
অমূল্য পুস্তকাদি, প্রবন্ধ, পাক্ষিক আহমদী ও অন্যান্য প্রকাশনা পড়তে, শুনতে ও দেখতে

**log in করুন: www.ahmadiyyabangla.org**

আসুন, আমরা নিজে দেখি-পড়ি-শুনি এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করি

**Courtesy :** KENTO ASIA NEO K KENTO STUDIOS

**Head Office:** House No: 16, Road No: 13, Sector 3, Uttata, Dhaka-1230, Bangladesh.
Tel:+880-2-8912349, 8919547, Fax:+880-2-8913396
**Factory:** Plot No: B-32, BSCIC Industrial Estate, Tongi, Gazipur, Bangladesh.
Tel: +880-2-9815695, 9815696
E-mail: managing-director@kento.org/nfo@kento.org
**web : www.kento.org**


পাক্ষিক আহমদী আমার আপনার সবার প্রাণের পত্রিকা।
তাই এর পৃষ্ঠপোষকতা করুন।
গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন। এর মান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করুন।

## আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়'আত গ্রহণের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শর্তাবলী

### বয়'আত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করবে

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তাআলার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং সকল অবস্থায় তাঁর ফয়সালা মেনে নিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।


সৌজন্যে :

ডিলার- **জনতা সেনেটারী**
হাজী পাড়া, রামপুরা, ঢাকা

**গাজী** গুণে মানে সেরা
পানির পাম্প ব্যবহার করুন

COMPLETE VIEW OF ADVANCED INDOOR OUTDOOR SIGNAGE & POP SYSTEMS

BRANCH OFFICE:
104, Chashmapahar
Sholoshahar 2 no gate
Nasirabad R/A,Chittagong
Tel: 683555

HEAD OFFICE & FACTORY:
120/32, Shahjahanpur, Dhaka-1217
Tel: 9331306, Fax: 8350262
Mob: 01711344931, 01711-282439
e-mail : arrafi25@yahoo.com

SINCE 1979
AR-RAFI & CO.
Creating Recognition

New Vol. No. 74 | 2nd Issue

# The Ahmadi

Fortnightly

31 July, 2011 Tk. 15.00

Regd. No. D. A.-12

Printed and Published by **Muhammad Nurul Islam Mithu** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com